জিএসটি প্রশ্নোত্তর

দ্বিতীয় সংস্করণ : ৩১ মার্চ ২০১৭

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) ON GST

মুখবন্ধ

সেন্ট্রাল বোর্ড অফ এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমসের (সিবিইসি) অধীনস্থ সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ন্যাশনাল একাডেমি অফ কাস্টম্‌স, এক্সাইজ অ্যান্ড নারকোটিক্স (NACEN) দ্বারা প্রস্তুত জিএসটি সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরের সংকলনটি (FAQs) অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। এই জিএসটি প্রশ্নোত্তর ২১শে সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী দ্বারা প্রকাশিত হয়, ২০১৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত সংশোধিত আদর্শ জিএসটি আইন ছিল তার ভিত্তি। সারা দেশে বহুল প্রচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই জিএসটি প্রশ্নোত্তর বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতেও অনুবাদ করা হয়।

প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখনো পর্যন্ত সিজিএসটি, এসজিএসটি, আইজিএসটি, ইউটিজিএসটি ও ক্ষতিপূরণ সেস সংক্রান্ত খসড়া আইন ছাড়াও বহুবিধ বিধিগুচ্ছ জিএসটি পর্ষদ অনুমোদন করেছে। কেন্দ্রীয় বিলগুলি আইনসভায় পেশ হয়েছে; রাজ্য সংক্রান্ত আইনগুলি যথাযোগ্য রাজ্য আইনসভাগুলিতে অনুমোদিত হবে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময়ের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, পার্লামেন্টে পেশ হওয়া বিলগুলির ভিত্তিতে ন্যাসেন এই প্রশ্নোত্তরের (FAQs) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করেছে। ন্যাসেনের ডিজি এবং তাঁর সহকর্মীদের এই প্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি নিশ্চিত, কর আধিকারিক, বাণিজ্যমহল এবং সাধারণ্যে জিএসটি সংক্রান্ত জ্ঞান এবং সচেতনতা প্রসারে এই প্রয়াস এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করবে।

নাজিব শাহ
চেয়ারম্যান, সিবিইসি

বি ষ য় সূ চি

মুখবন্ধ

১ একনজরে পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) ৫
Overview of Goods and Services Tax (GST)

২ লেভি ধার্য করা এবং কর থেকে অব্যাহতি ১৭
Levy of and Exemption from Tax

৩ রেজিস্ট্রেশন ২৩
Registration

৪ সরবরাহের অর্থ এবং সুযোগ ৩৬
Meaning & Scope of Supply

৫ সরবরাহের সময় ৪২
Time of Supply

৬ জিএসটিতে মূল্যনির্ধারণ ৪৭
Valuation in GST

৭ জিএসটি কর প্রদান ৫০
GST Payment of Tax

৮ ইলেকট্রনিক কমার্স ৫৮
Electronic Commerce

৯ জব-ওয়ার্ক ৬২
Job Work

১০ ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ৬৬
Input Tax Credit

১১ জিএসটিতে ইনপুট পরিষেবা বণ্টনকারীর ধারণা ৭৪
Concept of Input Service Distributor in GST

১২ রিটার্ন পদ্ধতি ও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের ম্যাচিং ৭৮
Return Process and Matching of Input Tax Credit

১৩ কর নির্ধারণ এবং অডিট ৮৫
Assessment & Audit

১৪ রিফান্ড ৯২
Refunds

১৫ ডিমান্ডস অ্যান্ড রিকভারি ৯৯
Demands & Recovery

১৬ জিএসটিতে আপিল, রিভিউ এবং রিভিশন ১০৫
Appeals, Review & Revision in GST

১৭ অগ্রিম বিধান ১১০
Advance Ruling

১৮ নিষ্পত্তি কমিশন ১১৬
Settlement Commission
[প্রত্যাহৃত]

১৯ পরিদর্শন, তল্লাশি, আটক এবং গ্রেপ্তার ১১৭
Inspection, Search, Seizure & Arrest

২০ অপরাধ এবং দণ্ড, মামলা রুজু করা এবং সমঝোতা ১২৯
Offences & Penalties, Prosecution & Compounding

২১ একনজরে আইজিএসটি আইন ১৩৮
Overview of the IGST Act

২২ পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের স্থান ১৪২
Place of Supply of Goods and Services

২৩ জিএসটি পোর্টালে ফ্রন্ট-এন্ড কার্যপদ্ধতি ১৪৮
Front-end Business Process on GST Portal

২৪ অন্তর্বর্তীকালীন বিধিব্যবস্থা ১৬০
Transitional Provisions

ডিসক্লেমার

এই প্রশ্নোত্তর শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ ও আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। এই পুস্তিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি শুধুই এক সাধারণ রূপরেখা দেওয়ার জন্য সন্নিবেশিত, আইনি পরামর্শ বা মত হিসেবে ব্যবহারের জন্য নয়। বিশদে জানার জন্য মূল সিজিএসটি/এসজিএসটি/ইউটিজিএসটি/আইজিএসটি আইন দ্রষ্টব্য।

১

একনজরে পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি)
OVERVIEW OF GOODS AND SERVICES TAX (GST)

প্র১: জিএসটি (GST) বা পণ্য পরিষেবা কর বিষয়টি কী?

উ: এটি পণ্য এবং পরিষেবা ব্যবহার করার (consumption) উপর গন্তব্যভিত্তিক কর (destination based tax)। প্রস্তাবনা অনুযায়ী উৎপাদক থেকে শুরু করে অন্তিম ব্যবহারকারী (last consumer) পর্যন্ত এটি সকল ধাপে আদায়ের কথা বলা হয়েছে। কোনও বিশেষ ধাপে কর-এর ক্ষেত্রে ঠিক আগের ধাপে দেওয়া কর-এর পরিমাণ ক্রেডিট রূপে গণ্য হবে। সংক্ষেপে বলতে হয় প্রতিটি ধাপে যে মূল্য (value) যুক্ত হবে শুধু তার উপরে কর দিতে হবে এবং অন্তিম ব্যবহারকারীকে (final consumer) কর-এর ভার বহন করতে হবে।

প্র২: ব্যবহার-এর উপর গন্তব্যভিত্তিক কর বলতে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে?

উ: যে স্থানে পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহৃত (consumed) হবে (যাকে সরবরাহের স্থানও বলা হবে) সেই অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের খাতে কর জমা হবে।

প্র৩: বর্তমান করগুলির কোন কোনটি পণ্য পরিষেবা কর-এর অন্তর্ভুক্ত হবে বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে?

উ:১) বর্তমানে কেন্দ্র দ্বারা ধার্য ও আদায়কৃত

ক) Central Excise Duty
খ) Duties of Excise [Medicinal and Toilet Preparations]
গ) Additional Duties of Excise (goods of special importance)
ঘ) Additional Duties of Excise (textile and textile products)

ঙ) Additional Duties of Customs (commonly knowns as CVD)
চ) Special Additional Duty of Customs (SAD)
ছ) Service Tax
জ) Goods এবং Service Supply-এর সঙ্গে জড়িত Central Surcharge এবং Cess.

২) রাজ্যের যে করগুলি পণ্য পরিষেবা কর-এর অন্তর্ভুক্ত হবে:
ক) State VAT
খ) Central Sales Tax
গ) Luxury Tax
ঘ) Entry Tax (all forms)
ঙ) Entertainment and Amusement Tax (ব্যতিক্রম স্থানীয় প্রশাসন (local bodies) দ্বারা ধার্য কর)
চ) বিজ্ঞাপনের উপর ধার্য কর
ছ) Purchase Tax
জ) Lottery, Betting এবং Gambling উপর Tax
ঝ) Goods এবং Service Supply-এর সঙ্গে জড়িত State Surcharge এবং Cess.

কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয় প্রশাসন (Local Body) যেসব কর, সেস এবং সারচার্জ ধার্য করে জিএসটি কাউন্সিল সেগুলি পণ্য পরিষেবা কর-এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যকে সুপারিশ করবে।

প্র৪: উল্লেখিত করগুলি পণ্য পরিষেবা কর-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে?

উ: কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয় প্রশাসন দ্বারা ধার্য করা নানা কর, এবং লেভি-র জিএসটি-র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। এদের চিহ্নিত করার সময় নিম্নলিখিত নীতিগুলির কথা মাথায় রাখা হয়েছে—

ক) যে সব কর অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলি যেন পণ্য কিংবা পরিষেবা সরবরাহ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরোক্ষ করের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হয়।
খ) যেসব কর বা লেভি অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলি যেন এমন এক বিনিময় শৃঙ্খল-এর অংশ হয় যে শৃঙ্খলের একপ্রান্তে থাকবে আমদানি/উৎপাদন/পণ্য উৎপাদন বা পরিষেবা দেওয়া, এবং অন্যপ্রান্তে থাকবে পণ্য কিংবা পরিষেবার ব্যবহার।
গ) অন্তর্ভুক্তিকরণের দরুণ অন্তঃরাজ্য এবং আন্তঃরাজ্য স্তরে কর-এর ক্রেডিট-এর ধারা যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়। যেসব কর, লেভি এবং ফি সরাসরি পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহার করার সঙ্গে জড়িত নয় সেগুলি জিএসটি-র অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়।
ঘ) কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ের আয়ের ক্ষেত্রে ন্যায্যতা আনার চেষ্টা করতে হবে।

প্র৫: কোন কোন জিনিস জিএসটি-র আওতার বাইরে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে?

উ: ১০১তম সংবিধান সংশোধনী আইন ২০১৬ দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬৬(১২এ)-তে পণ্য পরিষেবা করের সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে যে এটি সেই কর যা পণ্য বা পরিষেবা বা উভয়েরই সরবরাহের উপর ধার্য হয়, ব্যতিক্রম মানুষের ভোগের পক্ষে উপযুক্ত মদের সরবরাহ। সুতরাং সংবিধানের জিএসটির সংজ্ঞাতে পানযোগ্য মদ জিএসটির আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। আপাতত পাঁচটি পেট্রোলিয়াম পণ্য—অশোধিত পেট্রোলিয়াম, মোটর স্পিরিট (পেট্রোল), হাইস্পিড ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বিমানের জ্বালানি বা এভিয়েশন টার্বাইন ফুয়েল— জিএসটির বাইরে রাখা হয়েছে, কবে থেকে এদের জিএসটি-র আওতায় আনা হবে সে নিয়ে জিএসটি কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেবে। এছাড়া বিদ্যুৎকে জিএসটি-র বাইরে রাখা হয়েছে।

প্র৬: জিএসটি চালু হওয়ার পর উপরে উল্লেখিত দ্রব্যগুলির জন্য কর ব্যবস্থা কী হবে?

উ: উল্লেখিত দ্রব্যগুলির জন্য বর্তমান কর ব্যবস্থা (ভ্যাট এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদ শুল্ক বা Central Excise duty) চালু থাকবে।

প্র৭: জিএসটি চালু হলে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে কী হবে?

উ: তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য জিএসটি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে। একই সঙ্গে এদের উপর কেন্দ্রীয় উৎপাদ শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে।

প্র৮: কী ধরনের জিএসটি চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে?

উ: কমন ট্যাক্স বেস (অর্থাৎ একই করভিত্তি)-এর উপর কেন্দ্র ও রাজ্য দ্বারা ধার্য দ্বৈত (dual) জিএসটি চালু হবে। পণ্য বা পরিষেবার অন্তঃরাজ্য (intra-state) সরবরাহ-এর উপর কেন্দ্র যে জিএসটি নেবে তাকে কেন্দ্রীয় জিএসটি বা সিজিএসটি বলা হবে এবং এই একই সরবরাহের জন্য রাজ্য যা ধার্য করবে তাকে রাজ্য জিএসটি বা এসসিজিএসটি বলা হবে। একইভাবে প্রতিটি পণ্য বা পরিষেবার আন্তঃরাজ্য (inter-state) সরবরাহের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সংহত (Integrated) জিএসটি বা আইজিএসটি ধার্য করবে ও তার তদারকি করবে।

প্র৯: দ্বৈত জিএসটি কেন প্রয়োজন?

উ: ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ যেখানে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়কেই যথাযথ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই দুই স্তরের সরকারকেই সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং এজন্য সম্পদের প্রয়োজন। সেই কারণে

সংবিধানে যে আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার কথা বলা হয়েছে দ্বৈত জিএসটি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্র১০: কোন কর্তৃপক্ষ জিএসটি ধার্য করবে ও তার তদারকি করবে?

উ: সিজিএসটি এবং আইজিএসটি ধার্য করা ও তার তদারকির দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের, অন্যদিকে এসজিএসটি ধার্য করা ও তার তদারকির দায়িত্ব থাকবে রাজ্য সরকারের।

প্র১১: সাম্প্রতিককালে জিএসটি-র পরিপ্রেক্ষিতে কেন ভারতের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে?

উ: বর্তমানে সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতা (fiscal power) সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত এবং প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই এই এক্তিয়ারের সমাপতন (overlapping) হয় না। কেন্দ্রের হাতে যেমন পণ্য উৎপাদনের উপর কর ধার্য করার ক্ষমতা আছে (ব্যতিক্রম মদ, আফিম, নারকোটিক), অন্যদিকে পণ্য বিক্রির উপর রাজ্যের কর বসানোর ক্ষমতা আছে। আন্তঃরাজ্য পণ্য বিক্রির উপর কেন্দ্রের কর বসানোর জায়গা আছে (কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর) কিন্তু এই কর রাজ্য সংগ্রহ করে এবং পুরোটাই নিজের কাছে রেখে দেয়। পরিষেবার ক্ষেত্রে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পরিষেবা কর ধার্য করার ক্ষমতা আছে।

জিএসটি চালু করার জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন ছিল যার দ্বারা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই এই কর ধার্য ও সংগ্রহ করতে পারে। এই কারণে সম্প্রতি ভারতীয় সংবিধানে ১০১তম সংশোধনী, ২০১৬ দ্বারা সংশোধন আনা হয়েছে। বর্তমানে সংবিধানের ২৪৬এ ধারায় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কেই পণ্য পরিষেবা কর ধার্য করা ও সংগ্রহ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

প্র১২: পণ্য এবং পরিষেবা সংক্রান্ত কোনও বিনিময়ের (transaction) উপর কীভাবে একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় জিএসটি (সিজিএসটি) এবং রাজ্য জিএসটি (এসজিএসটি) বসানো হবে?

উ: করমুক্ত পণ্য ও পরিষেবা, জিএসটি-র আওতার বাইরে থাকা পণ্য, এবং প্রস্তাবিত প্রারম্ভিক সীমার (threshold limit) নীচে থাকা বিনিময়গুলি ছাড়া প্রতিটি পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহের উপর একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় জিএসটি এবং রাজ্য জিএসটি ধার্য করা হবে।

এই দুটি কর-ই একই দাম (price) বা মূল্যের (value) উপর ধার্য হবে; রাজ্য মূল্যযুক্ত কর (VAT)-এর সঙ্গে এখানেই এর অমিল কারণ পণ্যের মূল্যের সঙ্গে CENVAT যোগ করে রাজ্য মূল্যযুক্ত নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় জিএসটি-র ক্ষেত্রে সরবরাহকারী বা গ্রহীতা দেশের কোথায় অবস্থান করছেন জানা জরুরি নয়। রাজ্য জিএসটি কেবলমাত্র তখনই ধার্য হবে যখন সরবরাহকারী এবং গ্রহীতা উভয়ে একই রাজ্যে অবস্থান করবেন।

উদাহরণ ১ : ধরে নেওয়া যাক কেন্দ্রীয় জিএসটি-র হার ১০ শতাংশ এবং রাজ্য জিএসটি হার ১০ শতাংশ। যখন উত্তরপ্রদেশের কোনও স্টীল ব্যাপারি সেই রাজ্যের কোনও কনস্ট্রাকশন কোম্পানিকে স্টীল বার এবং রড সরবরাহ করবেন, সেই ব্যাপারি পণ্যের মূল দাম (basic

price) ছাড়াও ১০ টাকা সিজিএসটি এবং ১০ টাকা এসজিএসটি আদায় করবেন। তাঁর দায়িত্ব থাকবে সিজিএসটি-র টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে এবং এসজিএসটি-র টাকা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের খাতায় জমা দেওয়া। অবশ্যই তাঁকে নগদে ২০ (১০+১০) টাকা জমা দিতে হবে না কারণ তিনি ইনপুট কেনার সময় যতটা সিজিএসটি বা এসজিএসটি দিয়েছেন বর্তমান প্রদেয় থেকে ঠিক সেই পরিমাণ টাকা তাঁকে আর নগদে দিতে হবে না। কিন্তু সিজিএসটি মেটানোর জন্য কেনার সময় তিনি যেটুকু সিজিএসটি দিয়েছিলেন শুধু সেটুকুর ক্রেডিটই ব্যবহার করতে পারবেন। একইভাবে এসজিএসটি মেটানোর সময় শুধু এসজিএসটি–র ক্রেডিটই পাওয়া যাবে। অন্যভাবে বললে সিজিএসটি-র ক্রেডিট থেকে এসজিএসটি দেওয়া যাবে না বা এসজিএসটি-র ক্রেডিট থেকে সিজিএসটি দেওয়া যাবে না।

উদাহরণ ২ : ধরে নেওয়া যাক সিজিএসটি-র হার ১০ শতাংশ এবং এসজিএসটি-র হার ১০ শতাংশ। যদি মুম্বইয়ের কোনও বিজ্ঞাপন সংস্থা মহারাষ্ট্রের কোনও সাবান প্রস্তুতকারী সংস্থাকে ১০০ টাকার বিনিময়ে বিজ্ঞাপন পরিষেবা দেয় সেই বিজ্ঞাপন সংস্থা পরিষেবার মূল দামের উপর ১০ শতাংশ সিজিএসটি এবং ১০ শতাংশ এসজিএসটি আদায় করবে। তার দায়িত্ব থাকবে সিজিএসটি-র টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের খাতায় এবং এসজিএসটি-র টাকা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের খাতায় জমা দেওয়া। অবশ্যই তাকে নগদে ২০ (১০ + ১০) টাকা জমা দিতে হবে না কারণ ঐ সংস্থা কেনার সময় যতটা সিজিএসটি বা এসজিএসটি দিয়েছে বর্তমান প্রদেয় থেকে ততটা তাকে নগদে দিতে হবে না। কিন্তু সিজিএসটি দেওয়ার জন্য ইনপুট বা পরিষেবা কেনার সময় তিনি যেটুকু সিজিএসটি দিয়েছেন শুধু সেটুকুরই ক্রেডিট পাবেন। একইভাবে এসজিএসটি-দেওয়ার সময় শুধু সিজিএসটি-র ক্রেডিট পাওয়া যাবে। অন্যভাবে বললে সিজিএসটি-র ক্রেডিট থেকে সাধারণত এসজিএসটি দেওয়া যাবে না বা এসজিএসটি-র ক্রেডিট থেকে সিজিএসটি দেওয়া যাবে না।

প্র১৩: জিএসটি-র কারণে দেশ কী কী সুফল পাবে?

উ: ভারতে পরোক্ষ কর সংস্কারের ক্ষেত্রে জিএসটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কেন্দ্র এবং রাজ্যের একাধিক কর মাত্র একটি কর-এ সংহত করে এনে এবং ঠিক আগের ধাপে দেওয়া কর-কে ক্রেডিট রূপে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়ে জিএসটি ব্যবস্থা কর-এর উপর কর বসানোর (cascading effect) নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া কমাবে এবং একটি সাধারণ দেশব্যাপী বাজার তৈরির পথ প্রশস্ত হবে। উপভোক্তাদের (consumers) জন্য সবচেয়ে বড় লাভ এই যে, বর্তমানে পণ্যের উপর সব মিলিয়ে যে ২৫-৩০ শতাংশ কর বসে তার বোঝা অনেকটা কমবে। জিএসটি চালু হলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের উৎপাদন আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে এটি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি শুরু হবে। এছাড়াও কর ভিত্তি (tax base) আরও বিস্তৃত হয়ে ওঠার কারণে কেন্দ্র ও রাজ্যের আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। মোট বাণিজ্যের পরিমাণ এবং কর আনুগত্য (tax compliance) বাড়বে। এই ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা থাকার কারণে তদারকিতেও সুবিধা হবে।

প্র১৪: আইজিএসটি কী?

উ: জিএসটি ব্যবস্থায় পণ্য বা পরিষেবার আন্তঃরাজ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সংহত জিএসটি (আইজিএসটি) ধার্য করবে এবং সংগ্রহ করবে। সংবিধানের ২৬৯এ ধারা অনুযায়ী আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেসব বিনিময় হবে ভারত সরকার তার উপর কর ধার্য করবে ও সংগ্রহ করবে। এই কর কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে পার্লামেন্ট অনুমোদিত আইন এবং জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী বন্টন করা হবে।

প্র১৫: জিএসটি-র হার কে ঠিক করবে?

উ: কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে সিজিএসটি ও এসজিএসটি-র হার স্থির করবে। এই হার জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশ মেনে বিজ্ঞাপিত হবে।

প্র১৬: জিএসটি কাউন্সিলের ভূমিকা কী হবে?

উ: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী (যিনি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান), কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী (রাজস্ব) এবং বিভিন্ন রাজ্যের অর্থ / কর বিষয়ক মন্ত্রীদের নিয়ে জিএসটি কাউন্সিল গঠিত হবে। এই কাউন্সিল কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সুপারিশ করবে—

ক) কেন্দ্র, রাজ্য বা স্থানীয় প্রশাসন যেসব কর, সেস, এবং সারচার্জ ধার্য করে তাদের কোনগুলি জিএসটি-র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব;

খ) জিএসটি-র আওতায় কোন কোন পণ্য বা পরিষেবা থাকবে এবং কোনগুলি এর আওতার বাইরে থাকবে;

গ) কখন থেকে অশোধিত পেট্রোলিয়াম, মোটর স্পিরিট (পেট্রল), হাই স্পিড ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, এবং অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল-এর উপর জিএসটি ধার্য হবে;

ঘ) আদর্শ জিএসটি আইন, আইজিএসটি ধার্য করা ও বন্টনের নীতি এবং সরবরাহের এলাকা সংক্রান্ত নীতি;

ঙ) কোন প্রারম্ভিক সীমা (threshold limit) পর্যন্ত পণ্য বা পরিষেবার উপর জিএসটি দিতে হবে না;

চ) করহার, ন্যূনতম হার (floor rate) এবং বিভিন্ন জিএসটি ব্যান্ড;

ছ) কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের সময় বাড়তি সম্পদ সংগ্রহের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে কোনও বিশেষ হার স্থির করা;

জ) উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ, জম্মু কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (special provision) করা;

ঝ) কাউন্সিলের নির্বাচিত জিএসটি সংক্রান্ত অন্য যে কোনও বিষয়।

প্র১৭: জিএসটি কাউন্সিল কী নীতি মেনে চলবে?

উ: জিএসটি কাউন্সিলের কর্মপদ্ধতির দ্বারা কেন্দ্র ও রাজ্য এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জিএসটি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে। সংবিধানের ১০১তম সংশোধনী, ২০১৬ বলেছে নিজেদের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করার সময় জিএসটি কাউন্সিল যেন জিএসটি ব্যবস্থাটিকে সুসমন্বিত করে গড়ে তোলে এবং পণ্য বা পরিষেবার জন্য এক জাতীয় সুসমন্বিত বাজারের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রাখে।

প্র১৮: জিএসটি কাউন্সিল কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে?

উ: সংবিধানের ১০১তম সংশোধনী, ২০১৬ বলেছে জিএসটি কাউন্সিলে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের ভারান্বিত ভোটের (weighted votes) অন্তত তিন-চতুর্থাংশ পেতে হবে। সভায় এমন ভোটের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া ভোটের ভারান্বয় (weightage) হবে প্রদত্ত ভোটের এক-তৃতীয়াংশ এবং সব রাজ্যের ভোটের ভারান্বয় (weightage) প্রদত্ত দেওয়া ভোটের দুই-তৃতীয়াংশ। সভায় কোরামের জন্য কাউন্সিলের অন্তত অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।

প্র১৯: প্রস্তাবিত জিএসটি ব্যবস্থায় কাকে জিএসটি দিতে হবে?

উ: প্রস্তাবিত জিএসটি ব্যবস্থায় করযোগ্য ব্যক্তিকে কর দিতে হবে। পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র ছাড়া (যেমন প্রারম্ভিক সীমা অতিক্রম না করলেও যেখানে করযোগ্য ব্যক্তিকে কর দিতে হয়) প্রারম্ভিক সীমা অর্থাৎ ২০ লক্ষ টাকা (উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য ১০ লক্ষ টাকা) অতিক্রম করলেই কর দিতে হবে। সব অন্তঃরাজ্য পণ্য এবং/বা পরিষেবা সরবরাহ ক্ষেত্রে সিজিএসটি/এসজিএসটি দিতে হবে এবং আন্তঃরাজ্য পণ্য এবং/বা পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে আইজিএসটি দিতে হবে। নির্দিষ্ট আইনের হার অনুযায়ী সিজিএসটি/ এসজিএসটি এবং আইজিএসটি দিতে হবে।

প্র২০: জিএসটি ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র করদাতাদের কী সুবিধা হবে?

উ: একটি আর্থিক বর্ষে করদাতার মোট টার্নওভার একটি নির্দিষ্ট সীমার নীচে হলে (২০ লক্ষ টাকা, আর উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় ও বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলির জন্য ১০ লক্ষ টাকা) কর দিতে হবে না। এছাড়া, পূর্ববর্তী আর্থিক বর্ষে কোনও করদাতার মোট টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকার কম হলে তিনি একটি সরলীকৃত কম্পোজিশন স্কিম বেছে নিতে পারেন যেখানে একটি রাজ্যে তাঁর টার্নওভারের উপর হিসেব করে একটি সুবিধাজনক হারে কর দেওয়া যাবে।

[মোট টার্নওভারের মধ্যে থাকবে সমস্ত করযোগ্য সরবরাহের মোট মূল্য, করমুক্ত (exempt)

সরবরাহ, পণ্য ও/বা পরিষেবা সরবরাহের রফতানি। এর মধ্যে করের পরিমাণ (যথা জিএসটি) ধরা হবে না]। মোট টার্নওভার সারা ভারতের নিরিখে হিসেব করা হবে। উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় ও বিশেষ শ্রেণীর রাজ্যগুলির জন্য ছাড়ের প্রারম্ভিক সীমা হবে ১০ লক্ষ টাকা। প্রারম্ভিক কর ছাড়ের যোগ্য সমস্ত করদাতা ইচ্ছে করলে কর দিতেও পারেন, সেক্ষেত্রে তাঁরা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট-এর (আইটিসি) সুবিধা পাবেন। আন্তঃরাজ্য সরবরাহকারীরা বা বিপরীত আরোপে (রিভার্স চার্জ) করদায়ী ব্যক্তিরা প্রারম্ভিক কর ছাড়ের সুবিধা পাবেন না।

প্র২১: জিএসটি ব্যবস্থায় কীভাবে পণ্য এবং পরিষেবাকে শ্রেণীকরণ (classify) করা হবে?

উ: জিএসটি ব্যবস্থায় পণ্যের শ্রেণীকরণ করা হবে এইচএসএন (Harmonized System of Nomenclature) অনুযায়ী। যেসব করদাতার টার্নওভার ১.৫ কোটির বেশি কিন্তু ৫ কোটির কম তাঁরা ২ অঙ্কের কোড এবং যাঁদের টার্নওভার ৫ কোটির বেশি তাঁরা ৪ অঙ্কের কোড ব্যবহার করবেন। যে করদাতার টার্নওভার ১.৫ কোটির কম তাঁকে ইনভয়েসে এইচএসএন কোড উল্লেখ করতে হবে না।

বিভিন্ন পরিষেবাকে সার্ভিস অ্যাকাউন্টিং কোড (এসএসি) দ্বারা শ্রেণীকরণ করা হবে।

প্র২২: জিএসটি ব্যবস্থায় আমদানির উপর কীভাবে কর বসানো হবে?

উ: পণ্য বা পরিষেবা আমদানি করা আন্তঃরাজ্য সরবরাহ রূপে গণ্য করা হবে এবং আমদানি করে দেশে আনা পণ্য বা পরিষেবার উপর আইজিএসটি ধার্য করা হবে। গন্তব্য নীতি (destination principle) মেনে স্থির করা হবে কোথায় কর দিতে হবে। আমদানি করা পণ্য বা পরিষেবা যে রাজ্যে ব্যবহার (consume) করা হবে সেই রাজ্যের খাতে এই বাবদ এসজিএসটি জমা হবে। আমদানি করার সময় পণ্য বা পরিষেবার জন্য যে জিএসটি দেওয়া হবে তা সম্পূর্ণরূপে ছাড় দেওয়া হবে।

প্র২৩: জিএসটি ব্যবস্থায় রফতানির ক্ষেত্রে কী নীতি নেওয়া হবে?

উ: রফতানিকে শূন্য দর সরবরাহ বলে গণ্য করা হবে। পণ্য বা পরিষেবা রফতানি করলে কোনও কর দিতে হবে না। এই সময় ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি)-র সুবিধা থেকে যাবে এবং রফতানিকারী এই ক্রেডিট রিফান্ড নিতে পারবেন। রফতানিকারীর সানে দুটি বিকল্প থাকবে; হয় তিনি আউটপুটের উপর কর দেবেন আর আইজিএসটির রিফান্ড দাবি করবেন, নয় তিনি আইজিএসটি প্রদান না করেই বন্ডের মাধ্যমে রফতানি করতে পারবেন ও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি)-র রিফান্ড দাবি করবেন।

প্র২৪: জিএসটি ব্যবস্থায় কম্পোজিশন স্কিম-এ কী সুবিধা থাকবে?

উ: ক্ষুদ্র করদাতা, যাঁদের গত বছরে বার্ষিক মোট টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকার কম, তাঁরা এই কম্পোজিশন লেভি-র জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। এই স্কিমে কোনও করদাতা একটি রাজ্যে তাঁর সারা বছরের টার্নওভারের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ কর রূপে দেবেন এবং তিনি কোনও আইটিসি-র সুবিধা পাবেন না। সিজিএসটি এবং এসজিএসটি/ইউটিজিএসটি-র ন্যূনতম হার (floor rate)-এর কম হবে না— উৎপাদনকারীর জন্য ১% আর বাকিদের জন্য ০.৫%; শিডিউল-২-এর অনুচ্ছেদ ৬(বি)-তে উল্লেখিত নির্দিষ্ট পরিষেবাগুলির জন্য ২.৫%, যেমন খাদ্য বা মানুষের ভোজ্য অন্য কোনও সামগ্রীর পরিবেশন। কম্পোজিশন লেভি-তে থাকা কোনও করদাতা তাঁর গ্রহীতাদের থেকে কোনও কর নেবেন না। জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে সরকার এই ৫০ লক্ষ টাকার সীমা এক কোটি পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারেন।

যেসব করদাতা আন্তঃরাজ্য সরবরাহ করেন, বা সেইসব ই-কমার্স অপারেটরদের মাধ্যমে সবরাহ করেন যাঁদের উৎসে কর আদায় করার কথা, তাঁরা কম্পোজিশন স্কিমের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

প্র২৫: কম্পোজিশন স্কিমটি ঐচ্ছিক (optional), না বাধ্যতামূলক (compulsory)?

উ: ঐচ্ছিক।

প্র২৬: জিএসটিএন কী এবং জিএসটি ব্যবস্থায় এর ভূমিকা কী?

উ: জিএসটিএন বলতে বোঝায় গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স নেটওয়ার্ক। জিএসটি-র বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য জিএসটিএন নামে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের এই ব্যবস্থাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। জিএসটিএন কেন্দ্র, রাজ্য, করদাতা এবং নিজেদের স্বার্থজড়িত এমন সকলে (stakeholder) জিএসটি প্রণয়নের জন্য একটি সর্বজনীন তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিকাঠামো (shared IT infrastructure) প্রস্তুত করবে এবং এই সংক্রান্ত পরিষেবা দেবে। জিএসটিএন-এর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকবে—

ক) রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার সুবিধা করা;
খ) কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছে রিটার্ন পৌঁছে দেওয়া;
গ) আইজিএসটি-র হিসাব রাখা এবং তা নিষ্পত্তি করা;
ঘ) ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্কের সঙ্গে করদানের বিশদ মিলিয়ে দেখা;
ঙ) করদাতার রিটার্নের উপর ভিত্তি করে কেন্দ্র ও রাজ্যকে নানা এমআইএস রিপোর্ট পাঠানো;
চ) করদাতার প্রোফাইল বিশ্লেষণ করা; এবং
ছ) ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের ম্যাচিং, রিভার্সাল ও রিক্লেমের জন্য প্রয়োজনীয় স্বয়ংক্রিয় ম্যাচিং ব্যবস্থা চালানো।

সর্বজনীন জিএসটিএন পোর্টাল তৈরি করা এবং রেজিস্ট্রেশন, পেমেন্ট, রিটার্ন এবং এমআইএস/রিপোর্ট-এর মতো ব্যবহারিক প্রয়োজন সামলানোর জন্য জিএসটিএন-কে প্রস্তুত করা হচ্ছে। জিএসটিএন সর্বজনীন জিএসটি পোর্টাল-কে বর্তমান কর প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করে দেবে। এ ছাড়াও, জিএসটিএন ১৯টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির (Model-২ রাজ্য) জন্য অ্যাসেসমেন্ট, অডিট, রিফান্ড, আপিল ইত্যাদি পশ্চাত প্রান্তের মডিউল (back-end module) তৈরি করছে। সিবিইসি এবং মডেল-১ রাজ্যগুলি (১৫টি রাজ্য) নিজেদের back-end module তৈরি করছে। নতুন কর ব্যবস্থা মসৃণভাবে চালু করার জন্য জিএসটি-র সম্মুখ প্রান্ত (front-end) ও পশ্চাত প্রান্তের ব্যবস্থাগুলির সংহতিকরণের কাজটি যত দ্রুত সম্ভব শেষ করে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে।

প্র২৭: জিএসটি ব্যবস্থায় কীভাবে মতবিরোধ নিষ্পত্তি করা হবে?

উ: সংবিধানের ১০১তম সংশোধনী আইন, ২০১৬ অনুযায়ী জিএসটি কাউন্সিল নিম্নলিখিত মতবিরোধগুলির নিষ্পত্তি/বিচারের জন্য একটি ব্যবস্থা প্রণয়ন করবে—

ক) ভারত সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে মতবিরোধ; অথবা

খ) ভারত সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্য একদিকে, অপরদিকে এক বা একাধিক রাজ্য; অথবা

গ) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে মতবিরোধ,

যখন এই মতবিরোধ কাউন্সিলের কোনও সুপারিশ বা তার প্রয়োগের কারণে সৃষ্টি হবে।

প্র২৮: আইন আনুগত্যের হার নির্দেশের পদ্ধতিটির (compliance rating mechanism) উদ্দেশ্য কী?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১৪৯ অনুযায়ী প্রত্যেক রেজিস্টার্ড ব্যক্তিকে কতকগুলো নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে সংগৃহীত রেকর্ডের উপর নির্ভর করে একটি আইন আনুগত্যের রেটিং দেওয়া হবে। এই রেটিং পাবলিক ডোমেন-এ প্রকাশ করাও হবে। একজন উৎসুক গ্রাহক তাঁর সরবরাহকারীদের রেটিং দেখে নিতে পারবেন আর তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এর ফলে করযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

প্র২৯: ব্যবস্থাযোগ্য দাবি (actionable claims) কি জিএসটি-তে করযোগ্য?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২(৫২) অনুযায়ী ব্যবস্থাযোগ্য দাবিকে পণ্য হিসেবে ধরা হবে। যেসব কার্যকলাপ বা লেনদেন, পণ্য অথবা পরিষেবা কোনওটারই সরবরাহ বলে ধরা হবে না, সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের শিডিউল-৩ ও তৎসহ ধারা ৭-এ তার একটি তালিকা আছে। লটারি, বাজিধরা আর জুয়াখেলা ছাড়া আর সমস্ত ব্যবস্থাযোগ্য দাবিই এই তালিকার

অন্তর্গত। সুতরাং শুধু লটারি, বাজিধরা আর জুয়াখেলা জিএসটি আইনে সরবরাহ হিসেবে পরিগণিত। অন্যান্য কোনও ব্যবস্থাযোগ্য দাবিই সরবরাহ নয়।

প্র৩০: সিকিউরিটির লেনদেন কি জিএসটিতে করযোগ্য?

উ: সিকিউরিটিকে পণ্য ও পরিষেবার সংজ্ঞা থেকে নির্দিষ্ট করে বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সিকিউরিটির লেনদেন জিএসটিতে করযোগ্য নয়।

প্র৩১: তথ্য রিটার্ন-এর ধারণাটি কী?

উ: তথ্য রিটার্ন (information return)-এর ধারণাটির ভিত্তি বিভিন্ন তৃতীয় পক্ষের উৎস (third party sources) থেকে সংগৃহীত তথ্য যার মাধ্যমে রেজিস্টার্ড ব্যক্তির আইন আনুগত্যের মাত্রাটি যাচাই করা যাবে। সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১৫০ মোতাবেক যেসমস্ত কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রেশনের নথি, হিসাবের বিবৃতি, পর্যায়ক্রমিক রিটার্ন, করদানের নথি অথবা পণ্য বা পরিষেবা বা দুইয়েরই লেনদেন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি অথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য বা বিদ্যুৎ ব্যবহার অথবা পণ্য বা সম্পত্তি বা সম্পত্তি বিষয়ক অধিকার বা স্বার্থের ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর সংক্রান্ত তথ্যের নথি রাখতে ভারপ্রাপ্ত তাঁদের যথাবিহিত পর্যায়কালের জন্য যথাবিহিত সময়, ধরন ও পদ্ধতি অনুসারে যথাবিহিত কর্তৃপক্ষ বা প্রতিনিধি সংস্থার কাছে তথ্য রিটার্ন জমা দিতে হবে। অন্যথায় ধারা ১২৩ মোতাবেক দণ্ড ধার্য হতে পারে।

প্র৩২: বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার প্যাকেজ ব্যবহার করেন, নথি রাখার কোনও নির্দিষ্ট প্রণালীও বলা নেই। এইসব জটিল সফটওয়্যারের মর্মোদ্ধার ডিপার্টমেন্ট কেমন করে করবে?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১৫৩ অনুযায়ী, একটি কেসের চরিত্র ও জটিলতার নিরিখে, স্ক্রুটিনি, অনুসন্ধান, তদন্ত বা অন্য কোনও আইনি প্রক্রিয়ার যেকোনও পর্যায়ে ডিপার্টমেন্ট কোনও বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারে।

প্র৩৩: গ্রহীতা দ্বারা ফিরিয়ে দেওয়া পণ্যের কর হিসাবের জন্য জিএসটিতে কোনও ব্যবস্থা আছে কি?

উ: হ্যাঁ, ধারা ৩৪ এইসব পরিস্থিতি বিবেচনা করে। যখন সরবরাহ করা পণ্য গ্রহীতা ফিরিয়ে দেন তখন করযোগ্য ব্যক্তি (পণ্যের সরবরাহকারী) গ্রহীতাকে নির্ধারিত খুঁটিনাটি উল্লেখ করে একটি ক্রেডিট নোট দিতে পারেন। যে মাসে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা হলো সেই মাসের রিটার্নে ক্রেডিট নোটের খুঁটিনাটি ঘোষণা করতে হবে। তবে এই ঘোষণা সরবরাহের বছরটি শেষ হবার পরের

সেপ্টেম্বর মাস অথবা ঐ বছরের বার্ষিক রিটার্ন জমা দেওয়ার তারিখ— এই দুটি সময়ের মধ্যে যেটি আগে ঘটছে তার মধ্যে করতেই হবে। গ্রহীতার ঐ সময়ের বা পরবর্তী যেকোনও বৈধ রিটার্নে দাবি করা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের পরিপূরক হ্রাসের সঙ্গে এই ক্রেডিট নোটের খুঁটিনাটি মিলিয়ে নেওয়া হবে। সরবরাহকারীর আউটপুট করদায় হ্রাসের দাবির যতটুকু গ্রহীতার আইটিসি দাবি হ্রাসের অনুরূপ অঙ্কের সঙ্গে মিলে যাবে, ততটুকুই শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হবে এবং তা দুই পক্ষকেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

প্র৩৪: মুনাফা লোটার বিরুদ্ধে (anti-profiteering) কী ব্যবস্থা আছে?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১৭১ অনুযায়ী পণ্য বা পরিষেবার সরবরাহের উপর করের হারে যেকোনও হ্রাস, বা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের দরুন প্রাপ্ত যেকোনও সুবিধা, সমতুল্য মূল্যহ্রাসের মাধ্যমে গ্রহীতার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। একজন রেজিস্টার্ড ব্যক্তির নেওয়া ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট বা কর-হারের হ্রাস সত্যিসত্যিই পণ্য, পরিষেবা বা দুইয়েরই সমতুল্য মূল্যহ্রাস ঘটাতে সফল হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য সরকার একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করতে পারেন।

২

লেভি ধার্য করা এবং কর থেকে অব্যাহতি
LEVY OF AND EXEMPTION FROM TAX

প্র১: জিএসটি ধার্য করার ক্ষমতার উৎস কী?

উ: সংবিধানের ১০১তম সংশোধনী, ২০১৬ দ্বারা ২৪৬(এ) ধারায় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কেই জিএসটি আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা, কর ধার্য করা ও সংগ্রহ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সম্মিলিতভাবে ২৪৬(এ) ধারার ২য় অনুচ্ছেদ এবং ২৬৯(এ) ধারা বলে যে একমাত্র পার্লামেন্টকেই আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্র২: জিএসটি অনুযায়ী কোনগুলি করযোগ্য ঘটনা?

উ : জিএসটি নীতি অনুযায়ী পণ্য বা পরিষেবা বা দুইয়েরেই সরবরাহ করযোগ্য ঘটনা। অন্তঃরাজ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সিজিএসটি ও এসজিএসটি/ইউটিজিএসটি ধার্য্য করা হবে। আন্তঃরাজ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে আইজিএসটি ধার্য করা হবে।

প্র৩: কোনও বিনিময়মূল্যহীন সরবরাহ কি জিএসটি সরবরাহ বলে গণ্য হবে?

উ: হ্যাঁ, কিন্তু শুধুমাত্র সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের শিডিউল-১-এ যাদের উল্লেখ থাকবে তাদের জন্য এই কথা প্রযোজ্য। এই একই বিধান আইজিএসটি আইন ও ইউটিজিএসটি আইনে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্র৪: কোনও দাতব্য প্রতিষ্ঠান যদি প্রয়োজনীয় পণ্য বিতরণ করে সেটি কি করযোগ্য ঘটনা বলে গণ্য করা হবে?

উ: জিএসটির অধীনে কোনও সরবরাহ তখনই করযোগ্য বলে বিবেচিত হবে যখন তা ব্যবসার উদ্দেশ্যে অথবা তাঁর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে করা হবে। যেহেতু দাতব্য কার্যাবলীতে দেওয়ার পরিবর্তে কিছু পাওয়ার বিষয় নেই সুতরাং এমন কাজ জিএসটির অধীনে সরবরাহ বলে বিবেচ্য নয়।

প্র৫: কোনও পণ্য বা পরিষেবা বিনিময়কে বিজ্ঞাপিত করার অধিকার কার আছে?

উ: কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশ মেনে কোনও কার্যকলাপকে শুধুমাত্র পণ্যের সরবরাহ অথবা শুধুমাত্র পরিষেবা সরবরাহ অথবা পণ্য বা পরিষেবা কোনওটিরই সরবরাহ না বলে বিজ্ঞাপিত করতে পারে।

প্র৬: সংযুক্ত (composite) এবং মিশ্র (mixed) সরবরাহ কী? দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

উ: যেখানে দুই বা তার অধিক সংখ্যায় পণ্য ও/বা পরিষেবার সরবরাহ উপস্থিত, এবং একটির সঙ্গে অন্যটির স্বাভাবিক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক এবং সাধারণভাবে একটি সরবরাহের সময় অন্যটিও সরবরাহ করা হয়, এবং যেখানে একটি সরবরাহ মুখ্য রূপে গণ্য— সেই ধরনের সরবরাহকে কম্পোজিট সরবরাহ বলা হয়। যেমন কোনও ক্রেতা যখন কোনও টিভি কেনেন তিনি একইসঙ্গে ওয়ার‍্যান্টি এবং মেইনটেনেন্স কনট্র্যাক্ট-এর সুবিধা পান। এটি একটি কম্পোজিট সরবরাহ। এই উদাহরণে টিভি সরবরাহটি মুখ্য সরবরাহ, ওয়ার‍্যান্টি ও মেইনটেনেন্স পরিষেবা আনুষঙ্গিক।

মিশ্র সরবরাহে একাধিক পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ করা হয় ও তার জন্য একটা মোট মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে এইসব পণ্য ও/বা পরিষেবা আলাদা আলাদা ভাবে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কোনও দোকানদার ফ্রিজের সঙ্গে জল রাখার বোতল বিক্রি করছেন। বোতল এবং ফ্রিজের দাম সহজেই পৃথকভাবে নেওয়া যায় এবং এগুলি আলাদা আলাদাভাবে বিক্রি করা যায়।

প্র৭: জিএসটি-তে কম্পোজিট ও মিক্সড সরবরাহকে কীভাবে দেখা হয়েছে?

উ: কম্পোজিট সরবরাহকে মুখ্য সরবরাহের সরবরাহ বলে গণ্য করা হবে। মিক্সড সরবরাহের ক্ষেত্রে এটিকে সেই পণ্য বা পরিষেবার সরবরাহ রূপে গণ্য করা হবে যার করের হার সর্বোচ্চ।

প্র৮: জিএসটির অধীনে কি সব পণ্য ও পরিষেবা করযোগ্য?

উ: সব পণ্য ও পরিষেবা করযোগ্য, ব্যতিক্রম মদ। অশোধিত পেট্রোলিয়াম, হাইস্পিড ডিজেল, মোটর স্পিরিট (পেট্রল), প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বিমানের জ্বালানি সরবরাহ ভবিষ্যতে করযোগ্য হবে। কবে থেকে হবে সরকার তা জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশ মেনে বিজ্ঞাপিত করবে।

প্র৯: বিপরীত আরোপ (reverse charge)-এর অর্থ কী?

উ: এর অর্থ পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহকারীর পরিবর্তে কর দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহীতার উপর ন্যস্ত হওয়া।

প্র১০: রিভার্স চার্জ কি শুধুমাত্র পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

উ: না, সেই সব পণ্য ও পরিষেবা উভয়ের সরবরাহের ক্ষেত্রে রিভার্স চার্জ প্রযোজ্য যা জিএসটি কাউন্সলের সুপারিশ মেনে সরকার বিজ্ঞাপিত করবে।

প্র১১: রেজিস্টার্ড নন এমন কারও সরবরাহ গ্রহণ করলে কী হতে পারে?

উ: এমন কারও সরবরাহ গ্রহণ করলে রেজিস্টার্ড সংস্থা/ব্যক্তিকে রিভার্স চার্জ মেনে কর দিতে হবে।

প্র১২: সরবরাহকারী বা সরবরাহ গ্রহণকারী ছাড়া আর কাউকে কি জিএসটি অনুযায়ী কর দিতে হবে?

উ: হ্যাঁ। কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকার সেই সমস্ত পরিষেবার সরবরাহ চিহ্নিত করতে পারবে যে পরিষেবাগুলি ই-কমার্স অপারেটররা দিয়ে থাকেন এবং জিএসটি আইনের সব ধারা এই অপারেটরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, ধরা হবে এঁরাই চিহ্নিত পরিষেবাগুলির সরবরাহকারী।

প্র১৩: কম্পোজিট স্কিমে কর দেওয়ার মূল্যভিত্তিক প্রারম্ভিক সীমা (threshold) কত?

উ: বিগত আর্থিক বছরে মোট টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে থাকলে বর্তমান বছরে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কম্পোজিট স্কিমের সুবিধা নেওয়া যাবে।

প্র১৪: কম্পোজিট স্কিমে করের হার কী কী?

উ: বিভিন্ন ব্যবসার জন্য বিভিন্ন কর হার। সাধারণ ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহকারীদের (অর্থাৎ ট্রেডার) করের হার (তাঁর রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে) মোট টার্নওভারের ০.৫%। যদি কোনও পণ্য প্রস্তুতকারী (manufacturer) কম্পোজিট স্কিমে থাকতে চান তাঁকে ঐ রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট টার্নওভারের ১% কর দিতে হবে। রেস্তোরাঁ পরিষেবার ক্ষেত্রে করের হার ঐ রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট টার্নওভারের ২.৫%। এই হারগুলি একটি আইনে প্রযোজ্য এবং এই একই হার অন্য আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং সাধারণভাবে প্রকৃতপক্ষে কম্পোজিশন

রেট (হার) (সিজিএসটি এবং এসজিএসটি/ইউটিজিএসটির অধীনে সম্মিলিত হার) ১%, ২% এবং ৫% যা যথাক্রমে পণ্য সরবরাহকারী, পণ্য প্রস্তুতকারক ও রেস্তোরাঁ পরিষেবা প্রদানকারীর জন্য প্রযোজ্য।

প্র১৫: কম্পোজিশন স্কিমে একজন ব্যবসায়ীর বার্ষিক আয় বছরের মাঝামাঝি, ধরা যাক ডিসেম্বর মাসে, ৫০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করে গেল। তিনি কি আর্থিক বছরের বাকি সময়টা, ৩১ মার্চ অবধি, কম্পোজিশন স্কিমে থাকতে পারবেন?

উ: না। আর্থিক বছরের যেদিন তাঁর বার্ষিক আয় ৫০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করবে, সেদিন থেকে এই প্রকল্পের আওতায় তিনি আর থাকবেন না।

প্র১৬: অনেকগুলি রেজিস্ট্রেশন যাঁর আছে এমন করদাতা ব্যক্তি কি কয়েকটি রেজিস্ট্রেশনের সাপেক্ষে কম্পোজিশন প্রকল্পের আওতায় আসার জন্য মনোনয়ন দিতে পারেন?

উ: একই প্যান (PAN) নম্বরযুক্ত রেজিস্ট্রেশন আছে এমন ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সকলকেই কম্পোজিশন স্কিমের জন্য আবেদন করতে হবে। একজন যদি স্বাভাবিক হারে কর দেবেন বলে নির্দিষ্ট আবেদন করেন, বাকি সকলেই কম্পোজিশন স্কিমে আবেদনের অনুপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

প্র১৭: একজন উৎপাদনকারী (উৎপাদক) এবং একজন পরিষেবা প্রদানকারী উভয়েই কম্পোজিশন স্কিম-এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। সাধারণত একজন উৎপাদনকারী কম্পোজিশন স্কিম-এর আওতায় আসতে পারেন। কেবলমাত্র জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত নির্দিষ্ট পণ্য সমূহের উৎপাদনকারীরা এই প্রকল্পে আসতে পারবেন না। রেস্তোরাঁ পরিষেবা প্রদানকারীরা ছাড়া অন্যান্য সকল পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য এই প্রকল্প প্রযোজ্য নয়।

প্র১৮: কারা কারা কম্পোজিশন স্কিম-এর আওতাধীন হতে পারবেন না?

উ: মোটের উপর রেজিস্টার্ড ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পাঁচটি ভাগ করা হয়েছে যাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না।

ক) রেস্তোরাঁ পরিষেবা ব্যতীত সমস্ত পরিষেবা প্রদানকারীরা।
খ) সেইসব পণ্য সরবরাহকারী যাঁদের পণ্য সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের আওতায় নয়।
গ) আন্তঃরাজ্য পণ্য সরবরাহকারী।
ঘ) বৈদ্যুতিন বাণিজ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্য সরবরাহকারী।

ঙ) নির্দিষ্ট নথিভুক্ত পণ্য উৎপাদনকারী।

প্র১৯: কম্পোজিশন স্কিমের আওতায় রেজিস্টার্ড ব্যক্তিরা কি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করতে পারেন?

উ: না। কম্পোজিশন স্কিমের অন্তর্ভুক্ত রেজিস্টার্ড ব্যক্তিরা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট-এর সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

প্র২০: কম্পোজিশন স্কিমের আওতায় থাকা রেজিস্টার্ড ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রাহক যখন কোনও কিছু কিনবেন, তিনি কি কম্পোজিশনের আওতায় থাকা কর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হিসেবে দাবি করতে পারেন?

উ: না। কম্পোজিশন স্কিমে থাকা রেজিস্টার্ড ব্যক্তি আইনানুযায়ী করযুক্ত চালান দিতে পারেন না। ফলে গ্রাহক ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

প্র২১: কম্পোজিশন কর কি গ্রাহকের থেকে আদায় করা যাবে?

উ: না। কম্পোজিশন স্কিমে থাকা রেজিস্টার্ড ব্যক্তি কর আদায় করতে পারেন না। তিনি আইনানুযায়ী করযুক্ত চালানও দিতে পারেন না।

প্র২২: কম্পোজিশন স্কিমের আওতায় যোগ্যতামান নির্ধারণের জন্য 'মোট টার্নওভার' কীভাবে হিসাব হবে?

উ: এই মোট টার্নওভার নির্ধারণের নিয়মাবলী/প্রক্রিয়া ২(৬) ধারায় দেওয়া আছে। সেই অনুযায়ী 'মোট টার্নওভার' মানে, একই প্যান (PAN) যুক্ত ব্যক্তির সমস্ত বহির্মুখী সরবরাহের মূল্য (করযুক্ত + করমুক্ত + রফতানি + আন্তঃরাজ্য সরবরাহ)। যাতে সিজিএসটি, এসজিএসটি, ইউটিজিএসটি, আইজিএসটি এবং ক্ষতিপূরণমূলক সেস-এর অঙ্ক এতে ধরা হবে না। এছাড়া অন্তঃসরবরাহ-এর উপর বিপরীত প্রক্রিয়ায় দেওয়া করের আওতায় থাকা সরবরাহের মূল্যও এর মধ্যে ধরা হবে না।

প্র২৩: কম্পোজিশন স্কিমের আওতায় থাকা ব্যক্তি শর্তাবলী লঙ্ঘন করলে কী শাস্তির সম্মুখীন হতে পারেন?

উ: একজন করদাতা যোগ্যতামান না থাকা সত্ত্বেও কম্পোজিশন স্কিমে কর দিলে ধারা ৭৩ বা ৭৪ অনুযায়ী তাঁর শাস্তিবিধান, জরিমানা ও কর নির্ধারণ করা হবে।

প্র২৪: পণ্য ও পরিষেবা কর আইন কি সরকারকে পণ্য সরবরাহের উপর পণ্য-পরিষেবা কর মকুব করার অধিকার দেয়?

উ: হ্যাঁ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জনহিতের প্রয়োজনে কর, আংশিক বা পূর্ণরূপে মকুব করতে পারেন। এই আংশিক বা পূর্ণ কর মকুব জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী পণ্য বা পরিষেবা অথবা উভয়ক্ষেত্রেই হতে পারে। এ ছাড়াও সরকার, প্রয়োজনে, অসাধারণ পরিস্থিতিতে যেকোনও পণ্য বা পরিষেবার উপর থেকে কর মকুব করতে পারবেন। এ ছাড়াও, এসজিএসটি/ইউটিজিএসটি পণ্য পরিষেবা আইনে বলা রয়েছে যে সিজিএসটি আইনে প্রদত্ত যেকোনও কর-ছাড় এই আইনানুযায়ী ছাড় হিসেবে গণ্য হবে।

প্র২৫: যখন পণ্য পরিষেবা কর অনুযায়ী কোনও পণ্য বা পরিষেবায় বা উভয়কেই পূর্ণ কর ছাড় দেওয়া আছে, এক ব্যক্তি কি কর দিতে পারেন?

উ: না। কর মকুব করা পণ্য বা পরিষেবা অথবা দুয়েরই সরবরাহকারী ব্যক্তি কার্যকরী হারের অতিরিক্ত কর আদায় করতে পারেন না।

৩

রেজিস্ট্রেশন
REGISTRATION

প্র১: জিএসটিতে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের সুবিধা কী?

উ: জিএসটিতে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করলে ব্যবসায় এইসব সুবিধা মিলবে--

- আইনত পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহকারী হিসেবে স্বীকৃতি;
- ইনপুট পণ্য ও পরিষেবার উপর প্রদত্ত করের সঠিক হিসাবরক্ষণ, এই কর আবার পণ্য ও/বা পরিষেবা সরবরাহের উপর প্রদেয় জিএসটি প্রদানে ব্যবহার করা যাবে;
- ক্রেতাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ ও পণ্য ও/বা পরিষেবা সরবরাহের উপর প্রদত্ত করের ক্রেডিট ক্রেতা বা গ্রহীতাকে হস্তান্তর করে দেবার আইনি অধিকার।
- জিএসটি আইনে লভ্য অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার যোগ্যতা অর্জন।

প্র২: জিএসটি রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কি কোনও ব্যক্তি আইটিসি দাবি করতে ও কর সংগ্রহ করতে পারেন?

উ: না। জিএসটি রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনও ব্যক্তি তাঁর গ্রাহকদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতে পারেন না, নিজের দেওয়া জিএসটির ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটও দাবি করতে পারেন না।

প্র৩: রেজিস্ট্রেশনের কার্যকর তারিখ কী হবে?

উ: রেজিস্ট্রেশনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ার তিরিশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করলে রেজিস্ট্রেশনের কার্যকর তারিখটি হবে সেই দিন যেদিন আবেদনকারীর রেজিস্ট্রেশনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।

রেজিস্ট্রেশনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ার তিরিশ দিন পেরিয়ে যাবার পর রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করলে রেজিস্ট্রেশনের কার্যকর তারিখটি হবে সেই দিন যেদিন রেজিস্ট্রেশন মঞ্জুর হয়েছে।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রেজিস্ট্রেশন নিতে চাইলে, অর্থাৎ প্রারম্ভিক করছাড় সীমার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন নিতে চাইলে, রেজিস্ট্রেশনের কার্যকর তারিখটি হবে সেই দিন যেদিন রেজিস্ট্রেশনের আদেশ হয়েছে।

প্র৪: জিএসটি আইনে কোন কোন ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশন নিতে দায়বদ্ধ?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন ২০১৭-র ধারা ২২ অনুযায়ী প্রত্যেক সরবরাহকারী (তাঁর এজেন্ট সহ), যিনি জিএসটি আইনে করযোগ্য কোনও পণ্য ও/বা পরিষেবা করেন, এবং যাঁর মোট টার্নওভার কোনও এক আর্থিক বর্ষে ২০ লক্ষ টাকার প্রারম্ভিক সীমা ছাড়িয়ে যায়, তিনি রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত দিল্লি অথবা পণ্ডিচেরিতে রেজিস্ট্রেশন নিতে বাধ্য থাকবেন যেখান থেকে তিনি তাঁর করযোগ্য সরবরাহ করে থাকেন।

ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭৯(এ)(৪)(জি)-তে বর্ণিত বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে এই রেজিস্ট্রেশনের দায়বদ্ধতা ১০ লক্ষ টাকা।

এছাড়া, আইনের ধারা ২৪-এ কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণীর সরবরাহকারীর কথা উল্লেখিত আছে যাঁদের ক্ষেত্রে মোট টার্নওভার ঐ ২০ লক্ষ টাকার প্রারম্ভিক সীমার নিচে হলেও রেজিস্ট্রেশন নেওয়া জরুরি।

অপরপক্ষে, আইনের ধারা ২৩ অনুযায়ী, একজন কৃষিজীবী (agriculturist) তাঁর কৃষি উৎপাদনের সরবরাহের জন্য রেজিস্ট্রেশন নিতে দায়বদ্ধ নন। একইভাবে, যদি কোনও ব্যক্তি শুধুই এমন কোনও পণ্য ও/বা পরিষেবা সরবরাহ করেন যা জিএসটি আইনে নিষ্কর (non-taxable) বা সম্পূর্ণভাবে করমুক্ত (wholly exempted), তাহলে তাঁকেও রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে না।

প্র৫: মোট টার্নওভার কী?

উ : সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২(৬) অনুযায়ী মোট টার্নওভার এই সমস্ত কিছুর সর্বমোট মূল্য—

ক) সমস্ত করযোগ্য (taxable) সরবরাহ,

খ) সমস্ত করমুক্ত (exempt) সরবরাহ,

গ) পণ্য ও/বা পরিষেবার রফতানি, এবং

ঘ) সমস্ত আন্তঃরাজ্য সরবরাহ,

যা একই প্যানের অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা করা হয়েছে;

উপরোক্ত সবই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গণনা করা হবে, তবে এর মধ্যে সিজিএসটি আইন,

এসজিএসটি আইন, ইউটিজিএসটি আইন, আইজিএসটি আইনে ধার্য করা করের পরিমাণ ধরা হবে না। করযোগ্য ব্যক্তির মোট টার্নওভারের মধ্যে তাঁর সমস্ত সরবরাহ ধরা হবে— সে তাঁর নিজের খাতেই হোক বা তাঁর বিবিধ মুখ্য সরবরাহকারীর (principals) খাতেই হোক।

যে সরবরাহে কর বিপরীত আরোপে (রিভার্স চার্জে) প্রদেয় তার মূল্য, বা যে সরবরাহ ব্যবসার অভিমুখে (inward supply) এসেছে তার মূল্য মোট টার্নওভারে যোগ হবে না।

জব ওয়ার্ক সমাপ্ত হওয়ার পর পণ্যের মূল্য জব ওয়ার্কারের টার্নওভারে যোগ হবে না। এটা মুখ্য সরবরাহকারীর (principal) সরবরাহ বলে ধরা হবে ও তাঁরই টার্নওভারে যোগ হবে।

প্র৬: কোন কোন ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২৪ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রেশন নিতেই হবে; এঁরা এই প্রারম্ভিক সীমা নির্বিশেষে রেজিস্ট্রেশন নিতে বাধ্য—

ক) আন্তঃরাজ্য (inter-state) সরবরাহকারী ব্যক্তি;

খ) অনিয়মিত (casual) করযোগ্য ব্যক্তি;

গ) বিপরীত আরোপ, অর্থাৎ রিভার্স চার্জে করযোগ্য ব্যক্তি;

ঘ) ইলেকট্রনিক কমার্স অপারেটর যাঁরা ধারা ৯-এর উপধারা (৫) অনুযায়ী কর দেওয়ার যোগ্য;

ঙ) অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তি;

চ) ধারা (৫১) অনুযায়ী কর কেটে রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

ছ) যেসব ব্যক্তি অন্য রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে, এজেন্ট হিসেবে বা আর কোনও ভাবে, পণ্য ও/বা পরিষেবা সরবরাহ করে থাকেন, তাঁরা;

জ) ইনপুট পরিষেবা পরিবেশক (input service distributor) এই আইনে তাঁরা পৃথকভাবে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে থাকুন বা না-ই থাকুন;

ঝ) ধারা ৫২-য় যেসব ব্যক্তি কর আদায় করবেন তাঁরা;

ঞ) প্রত্যেক ই-কমার্স অপারেটর;

ট) প্রতিটি ব্যক্তি যিনি ভারতের বাইরের কোনও স্থান থেকে ভারতে অবস্থিত এমন কোনও ব্যক্তিকে অনলাইন তথ্য ও ডেটাবেস পুনরুদ্ধার (online information and database recovery) পরিষেবা প্রদান করছেন যিনি রেজিস্টার্ড নন;

ঠ) কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় অথবা কোনও রাজ্য সরকার আরও যেসমস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন, তাঁরা।

প্র৭: জিএসটি আইনে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার সময়সীমা কী?

উ: প্রত্যেক ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রেশনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ার তিরিশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন বিধিতে প্রস্তাবিত শর্ত ও পদ্ধতি অনুসরণ করে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। তবে অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি ও অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁদের ব্যবসা শুরু করার অন্তত পাঁচদিন আগে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হবে।

প্র৮: যদি কোনও ব্যক্তি একই প্যানে বিভিন্ন রাজ্যে কারবার করেন, তিনি কি একটি অভিন্ন রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করতে পারবেন?

উ: না। সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২২-এর উপধারা (১) অনুযায়ী, যে যে রাজ্যে ঐ ব্যক্তির ব্যবসা আছে তার প্রতিটিতে তাঁকে পৃথকভাবে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে।

প্র৯: একই রাজ্যে একাধিক বাণিজ্যধারা (business vertical) থাকলে কেউ কি আলাদা আলাদা রেজিস্ট্রেশন নিতে পারবেন?

উ: হ্যাঁ। ধারা ২৫-এর উপধারা (২) অনুযায়ী, যে ব্যক্তির একই রাজ্যে একাধিক বাণিজ্যধারা আছে তিনি ইচ্ছে করলে প্রতিটি বাণিজ্যধারার জন্য আলাদা রেজিস্ট্রেশন নিতে পারেন, তবে কিছু প্রস্তাবিত শর্ত পালন করতে হবে।

প্র১০: জিএসটি পরিশোধের দায়বদ্ধতা না থাকলেও কোনও ব্যক্তি কি স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রেশন নিতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। ধারা ২৫-এর উপধারা (৩) অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি, ধারা ২২ অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন নিতে বাধ্য না হলেও, স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রেশন নিতে পারেন, আর তখন একজন রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য এই আইনের সমস্ত বিধানই তাঁর উপরেও প্রযোজ্য হবে।

প্র১১: রেজিস্ট্রেশন নেবার জন্য পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান) থাকা কি জরুরি?

উ: হ্যাঁ। সিজিএসটি/এসজিএসটি ২৫(৬)আইনের ধারা ১৯ অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন পাবার জন্য যোগ্য হতে গেলে আয়কর আইন, ১৯৬১ (১৯৬১-র ৪৩)-এর অধীনে বিতরিত পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান) থাকতেই হবে।

তবে উপরোক্ত ধারা ২৫(৬)-এর অনুবিধি অনুযায়ী ধারা ৫১ মোতাবেক কর আদায়কারী ব্যক্তি প্যানের পরিবর্তে আয়কর আইনে ধার্য করা একটি কর বিয়োগ ও আদায় খাতা নম্বর (Tax

Deduction and Collection Account Number)-এর অধিকারী হলেও রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

আবার, ধারা ২৫ (৭) অনুযায়ী, অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্যান বাধ্যতামূলক নয়; অন্য কোনও প্রস্তাবিত নথির ভিত্তিতে তাঁকে রেজিস্ট্রেশন মঞ্জুর করা হবে।

প্র১২: এই আইনে, উপযুক্ত আধিকারিকের মাধ্যমে, ডিপার্টমেন্ট কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাউকে রেজিস্ট্রেশন দিতে অগ্রসর হতে পারে?

উ: হ্যাঁ। ধারা ২৫ (৮) অনুযায়ী, যদি কোনও ব্যক্তি এই আইনের অধীনে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার দায়বদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন নিতে ব্যর্থ হন, তাহলে উপযুক্ত আধিকারিক, এই আইন বা উক্ত সময়ে বলবৎ অন্য কোনও আইন মোতাবেক অন্যান্য যে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তার অপেক্ষা না করেই (without prejudice), রেজিস্ট্রেশন বিধিতে প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রেশন দিতে অগ্রসর হবেন।

প্র১৩: উপযুক্ত আধিকারিক কি রেজিস্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২৫-এর উপধারা ১০ অনুযায়ী, উপযুক্ত আধিকারিক যথোপযুক্ত তথ্যযাচাইয়ের পর কোনও আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

প্র১৪: কোনও ব্যক্তিকে মঞ্জুর করা রেজিস্ট্রেশন কি স্থায়ী?

উ: হ্যাঁ। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট একবার মঞ্জুর করা হলে তা স্থায়ী হয়, যতক্ষণ না তা সারেন্ডার, বাতিল, স্থগিত বা প্রত্যাহার হচ্ছে।

প্র১৫: জাতিসঙ্ঘের কোনও সংস্থার কি জিএসটি-র অধীনে রেজিস্ট্রেশন নেবার প্রয়োজন আছে?

উ: হ্যাঁ। সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২৫(৯) অনুযায়ী, সমস্ত বিজ্ঞাপিত (notified) জাতিসঙ্ঘের সংস্থা, কনস্যুলেট বা বিদেশি রাষ্ট্রের দূতাবাস ও এই মর্মে বিজ্ঞাপিত অন্য কোনও ব্যক্তিবর্গকে জিএসটি পোর্টাল থেকে একটি অনন্য সনাক্তকরণ নম্বর (ইউআইএন) নিতে হবে। এই সনাক্তকরণ নম্বরের গঠন জিএসটিআইএন-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রেই অভিন্ন হবে আর কেন্দ্র রাজ্য নির্বিশেষে একই হবে। বিজ্ঞাপিত পণ্য ও পরিষেবার যেসব সরবরাহ গৃহীত হয়েছে সেগুলির উপর প্রদত্ত করের টাকা রিফান্ড পেতে ও বিজ্ঞাপিত অন্যান্য কারণে এই ইউআইএন-এর প্রয়োজন হবে।

প্র১৬ : করযোগ্য ব্যক্তি কোনও জাতিসঙ্ঘের সংস্থাকে সরবরাহ করলে সেই সরবরাহকারীর দায়িত্ব কী?

উ: এই করযোগ্য সরবরাহকারী তাঁর ইনভয়েসে ঐ ইউআইএন-টি উল্লেখ করবেন আর এই সরবরাহগুলিকে আরেকজন করযোগ্য ব্যক্তিকে করা সরবরাহ (বি টু বি) বলে গণ্য করবেন। এই ইনভয়েসগুলি সরবরাহকারী আপলোড করবেন।

প্র১৭: সরকারি সংস্থাকে কি রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে?

উ: যেসব সরকারি কর্তৃপক্ষ/পিএসইউ জিএসটি পণ্য সরবরাহ করেন না (আর তাই জিএসটি রেজিস্ট্রেশন নিতে বাধ্য নন), কিন্তু আন্তঃ-রাজ্য ক্রয় করে থাকেন, তাঁদের সংশ্লিষ্ট রাজ্য কর কর্তৃপক্ষ জিএসটি পোর্টাল থেকে একটি অনন্য সনাক্তকরণ নম্বর (আইডি) দেবেন।

প্র১৮: অনিয়মিত (casual) করযোগ্য ব্যক্তি কে?

উ: অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তির সংজ্ঞা সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২(২০)-তে দেওয়া আছে। ওই ব্যক্তি এমন এক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কখনও সখনও লেনদেন করেন যেখানে তাঁর কোনও বাঁধাধরা ব্যবসাস্থল নেই। লেনদেন বলতে বোঝানো হচ্ছে পণ্য ও/বা পরিষেবার সরবরাহ যা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বা ব্যবসার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে— সে মুখ্য সরবরাহকারী হিসেবেই হোক বা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হোক বা অন্য কোনওভাবে।

প্র১৯: অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তি বলতে কী বোঝায়?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২(৭৭) অনুযায়ী, একজন করযোগ্য ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যিনি মুখ্য সরবরাহকারী বা প্রতিনিধি বা অন্য কোনও রূপে পণ্য ও/বা পরিষেবার সরবরাহ সংক্রান্ত লেনদেন কখনও সখনও করে থাকেন, কিন্তু যাঁর ভারতবর্ষে কোনও ব্যবসাস্থল বা বাসস্থান নেই।

প্র২০: অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি আর অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের মেয়াদ কত দিনের?

উ: ধারা ২৭(১) ও তার অনুবিধি অনুযায়ী 'অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি' আর 'অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তি'-কে দেওয়া রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন আবেদনে উল্লেখিত মেয়াদ অথবা রেজিস্ট্রেশনের কার্যকর তারিখ থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যেটি কম ততদিন পর্যন্ত বৈধ।

তবে উক্ত করযোগ্য ব্যক্তির অনুরোধে উপযুক্ত আধিকারিক এই সময়সীমা অনধিক আরও ৯০ দিন পর্যন্ত বাড়াতে পারেন।

প্র২১: কোনও অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি বা অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তিকে কি এই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত রেজিস্ট্রেশন নেবার সময় কোনও অগ্রিম কর প্রদান করতে হবে?

উ: হ্যাঁ। যদিও একজন সাধারণ করযোগ্য ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করার সময় কোনও অর্থ জমা করতে হয় না, একজন অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি বা অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তিকে, ২৭(২) ধারা ও তার অনুবিধি অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করার সময়, যতদিনের জন্য এই রেজিস্ট্রেশন চাওয়া হচ্ছে ততদিনের সম্ভাব্য করের পরিমাণের উপযোগী একটি আনুমানিক অর্থমূল্য অগ্রিম কর হিসেবে জমা করতে হবে। যদি প্রাথমিক ৯০ দিনের সময়সীমার পরেও রেজিস্ট্রেশন প্রলম্বিত করতে হয় তাহলে আরও যতদিনের জন্য তা প্রলম্বিত করতে চাওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অতিরিক্ত আনুমানিক করের পরিমাণ আবার অগ্রিম হিসেবে জমা করতে হবে।

প্র২২: রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কি সংশোধন করা যায়?

উ: ধারা ২৮ অনুযায়ী আবেদনকারীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, বা উপযুক্ত আধিকারিক নিজে নিশ্চিত হয়ে, রেজিস্ট্রেশনের তথ্যাদিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

সংশোধনের আবেদন প্রাপ্তির পনেরোটি সাধারণ কাজের দিনের মধ্যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় এলাকার তথ্যাদি সংশোধনের জন্যেই শুধু উপযুক্ত আধিকারিকের অনুমতির প্রয়োজন, অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে, জিএসটি সাধারণ পোর্টালে আবেদন দাখিল করলেই রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটটি সংশোধিত হয়ে গেছে বলে ধরা হবে।

প্র২৩: রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কি বাতিল করা যায়?

উ: হ্যাঁ। এই আইনে প্রদত্ত কোনও রেজিস্ট্রেশন সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২৯-এ উল্লেখিত পরিস্থিতিগুলিতে উপযুক্ত আধিকারিক বাতিল করে দিতে পারেন। উপযুক্ত আধিকারিক নিজের উদ্যোগে, অথবা রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি, বা তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকলে তাঁর আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীর করা আবেদনের ভিত্তিতে, প্রস্তাবিত পদ্ধতি ও সময়সীমা মেনে, রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন বিধি অনুযায়ী, বাতিলের আদেশ কারণ দর্শানোর নোটিশের উত্তর পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে (যেখানে উপযুক্ত আধিকারিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের প্রস্তাব দিয়েছেন) অথবা বাতিলের আবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে (যেখানে করযোগ্য ব্যক্তি/তাঁর আইনগত ওয়ারিশ এই বাতিলের আবেদন করেছেন) জারি করতে হবে।

প্র২৪: সিজিএসটি আইনে কোনও রেজিস্ট্রেশন বাতিল হলে এসজিএসটি আইনেও কি তা বাতিল হবে?

উ: হ্যাঁ। এক আইনে (যেমন ধরা যাক সিজিএসটি) কোনও রেজিস্ট্রেশন বাতিল হলে অন্যান্য আইনেও (অর্থাৎ এসজিএসটি) তা বাতিল বলে গণ্য হবে [ধারা ২৯(৪)]।

প্র২৫: উপযুক্ত আধিকারিক কি নিজে থেকে কোনও রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারেন?

উ: হ্যাঁ, সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২৯(২)-এ নির্দেশিত কিছু পরিস্থিতিতে উপযুক্ত আধিকারিক নিজে থেকে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারেন। এইসব পরিস্থিতির উদাহরণ— সিজিএসটি আইন বা তদনুযায়ী বিধি নির্দেশিত কোনও বিধানের লঙ্ঘন, কোনও কম্পোজিশন ডিলার কর্তৃক পরপর তিনটি কর পর্যায়ের রিটার্ন দাখিল না করা, নিয়মিত করদাতার ক্ষেত্রে, ছয় মাস একটানা রিটার্ন দাখিল না করা, আর স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার দিন থেকে ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও ব্যবসা চালু না করা। তবে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার আগে উপযুক্ত আধিকারিককে স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করতে হবে [ধারা ২৯(২)(ই)-এর অনুবিধি]।

প্র২৬: ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বিবৃতি, জালিয়াতি বা তথ্য গোপন করে লাভ করা রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কী করণীয়?

উ: এইসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত আধিকারিক অতীত কাল থেকে (retrospectively) রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারেন [ধারা ২৯(২)(ই)]।

প্র২৭: জিএসটি আইনে কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশন (centralized registration) নেওয়ার কোনও সুযোগ আছে কি?

উ: না। করদাতাকে তাঁর করযোগ্য সরবরাহ সম্পন্ন করার প্রতিটি রাজ্য থেকে আলাদা আলাদা রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে।

প্র২৮: যদি কোনও একটি রাজ্যে কোনও করদাতার আলাদা আলাদা বাণিজ্যধারা থাকে তাহলে কি তাঁকে ঐ রাজ্যের প্রতিটি বাণিজ্যধারার জন্য আলাদা আলাদা রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে?

উ: না। তবে ধারা ২৫(২)-এর অনুবিধি অনুযায়ী তাঁর প্রতিটি বাণিজ্যধারার জন্য স্বাধীনভাবে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার বিকল্প আছে।

প্র২৯: আইএসডি (ISD) কী?

উ: আইএসডি-র অর্থ ইনপুট সার্ভিস ডিস্ট্রিবিউটর। সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২(৬১)-তে এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে। এটা মূলত একটা অফিস যা ইনপুট পরিষেবা প্রাপ্তির ইনভয়েসগুলি গ্রহণ করবে আর নিজের যে সব ইউনিট (একই প্যান-ভুক্ত) থেকে বহির্মুখী সরবরাহ হচ্ছে তাদের মধ্যে সেই ক্রেডিট আনুপাতিক হারে বণ্টন করে দেবে।

প্র৩০: করদাতার চালু রেজিস্ট্রেশন থাকলেও আইএসডির জন্য আলাদা করে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে?

উ: হ্যাঁ। আইএসডি রেজিস্ট্রেশন করদাতার একটি অফিসের জন্য। এটি সাধারণ রেজিস্ট্রেশন থেকে আলাদা।

প্র৩১: কোনও করদাতার কি একাধিক আইএসডি রেজিস্ট্রেশন থাকতে পারে?

উ: হ্যাঁ। করদাতা তাঁর বিভিন্ন অফিসের জন্য আলাদা আলাদা আইএসডি রেজিস্ট্রেশন চেয়ে আবেদন করতে পারেন।

প্র৩২: ব্যবসা হস্তান্তরিত হলে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কী দায় বর্তাবে?

উ: প্রাপক বা উত্তরাধিকারী ঐ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কার্যকর হওয়ার দিন থেকে রেজিস্টার্ড হতে দায়বদ্ধ থাকবেন, তাঁকে ঐ হস্তান্তর বা ওয়ারিশনের দিন থেকে নতুন রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে [ধারা ২২(৩)]।

প্র৩৩: বর্তমান কেন্দ্রীয় উৎপাদ শুল্ক/ পরিষেবা কর/ ভ্যাট আইনে যে করদাতা ও ব্যবসায়ীদের রেজিস্ট্রেশন আছে তাঁদের কি নতুন রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে?

উ: না। জিএসটিএন এই সমস্ত করদাতা/ব্যবসায়ীদের জিএসটি নেটওয়ার্কে স্থানান্তরিত করবে এবং জিএসটি শুরুর দিনে তাঁদের এক-একটি অস্থায়ী (provisional) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট জিএসটিআইএন নম্বর সহ প্রদান করবে। বিভাগীয় আধিকারিকরা ছয় মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করলে এটিই চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন থেকে চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনে পরিবর্তিত করার জন্য রেজিস্ট্রেশন গ্রহীতাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই সমস্ত নথিপত্র ও তথ্য সরবরাহ করতে বলা হবে যা রেজিস্ট্রেশন নিতে গেলে প্রয়োজন হয়। এর অন্যথা হলে অস্থায়ী জিএসটিআইএন নম্বরটি বাতিল হয়ে যাবে।

যেসব পরিষেবা করদাতার কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রেশন আছে তাঁদের ব্যবসাক্ষেত্রের প্রতিটি রাজ্যের জন্য এক একটি নতুন রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হবে।

প্র৩৪: জব ওয়ার্কারকে কি বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে?

উ: না। জব ওয়ার্কার একজন পরিষেবা সরবরাহকারী। তাঁর টার্নওভার ২০/১০ লক্ষ টাকা পেরিয়ে গেলে তবেই তাঁর রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার দায় আসবে।

প্র৩৫: জব ওয়ার্কারের ব্যবসার স্থান থেকে পণ্যের সরবরাহ কি অনুমোদনযোগ্য?

উ: হ্যাঁ। কিন্তু শুধু সেইসব ক্ষেত্রেই যেখানে জব ওয়ার্কার রেজিস্টার্ড, অথবা তা না হলে যখন মুখ্য সরবরাহকারী জবওয়ার্কারের ব্যবসার স্থানকে তাঁর নিজের অতিরিক্ত ব্যবসার স্থান হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

প্র৩৬: রেজিস্ট্রেশনের সময় করদাতাকে কি তাঁর সমস্ত ব্যবসার স্থান ঘোষণা করতে হবে?

উ : হ্যাঁ। মুখ্য ব্যবসার স্থান ও ব্যবসার স্থানের সংজ্ঞা সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের যথাক্রমে ধারা ২(৮৯) ও ২(৮৫)-তে আলাদা করে দেওয়া আছে। করদাতাকে রেজিস্ট্রেশনের আবেদনপত্রে মুখ্য (principal) ব্যবসার স্থান ও অতিরিক্ত (additional) ব্যবসার স্থানের বিশদ তথ্য দিতে হবে।

প্র৩৭: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বা এমন ব্যবসায়ী যাঁদের তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নেই, তাঁদের সহায়তা করার কোনও ব্যবস্থা আছে কি?

উ: যে সব করদাতা তথ্যপ্রযুক্তিতে দড় নন তাঁদের জন্য এই সব সুবিধের ব্যবস্থা করা হয়েছে—

ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ারার (টিআরপি) : একজন করদাতা তাঁর রেজিস্ট্রেশনের আবেদনপত্র/রিটার্ন নিজেও তৈরি করতে পারেন অথবা একজন টিআরপি-র সহায়তা নিতে পারেন। করদাতার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে টিআরপি যথাযথ ফর্মে এই রেজিস্ট্রেশনের আবেদনপত্র/রিটার্ন তৈরি করে দেবেন। এর আইনগত দায়িত্ব সম্পূর্ণতই করদাতার, কোনও ভুলভ্রান্তির জন্য টিআরপি দায়ী হবেন না।

সহায়তা কেন্দ্র (facilitation centre or FC) : করদাতার অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ফর্ম, নথিপত্র ও সারসংক্ষেপ (summary sheet) সহায়তা কেন্দ্রে জমা দিলে এফসি তার ডিজিটাইজেশন ও/ অথবা আপলোড করবে। এফসি তার নিজস্ব আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে এই তথ্য কমন পোর্টালে আপলোড করার পর তার স্বীকৃতিপত্রের প্রিন্ট-আউট নেবে ও তা সই করে করদাতাকে দিয়ে দেবে। এফসি অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষরিত সারসংক্ষেপটি স্ক্যান ও আপলোড করে দেবে।

প্র৩৮: জিএসটিএন রেজিস্ট্রেশনে ডিজিটাল স্বাক্ষরের সুবিধা আছে?

উ: বৈধ ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে আবেদন পত্র জমা দেওয়ার উপায় আছে। আবেদনপত্র বা অন্য কোনও নিবেদনপত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে স্বাক্ষর করার দুটি বিকল্প পদ্ধতি আছে— আধার নম্বরের মাধ্যমে ই-স্বাক্ষর করে, অথবা ডিএসসি ব্যবহার করে, অর্থাৎ জিএসটি পোর্টালে করদাতার ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট নথিভুক্ত করে নিয়ে। তবে কোম্পানি অথবা সীমিত দায়ের অংশীদারি সংস্থাগুলিকে (LLP) বাধ্যতামূলকভাবে ডিএসসির মাধ্যমেই স্বাক্ষর করতে হবে। শুধু লেভেল ২ ও লেভেল ৩ ডিএসসি সার্টিফিকেটই স্বাক্ষরের জন্য গৃহীত হবে।

প্র৩৯: অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত জানার সময়সীমা কী?

উ: যদি তথ্য ও আপলোড নথি সঠিক থাকে তাহলে রাজ্য ও কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ তিনটি কাজের দিনের মধ্যে ঐ আবেদনে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দেবেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা যদি আবেদনে কোনও খামতি অথবা ত্রুটির কথা জানান, তাহলে আবেদনকারী তাঁকে তা জানানোর সাত দিনের মধ্যে সেই খামতি বা ত্রুটি সংশোধন করে দেবেন। তারপর করদাতা তাঁর ত্রুটি সংশোধনের কথা জানানোর পর থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সাত দিন সময় পাবেন। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর কর্তৃপক্ষ কোনও প্রতিক্রিয়া না জানান তাহলে পোর্টাল স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করে দেবে।

প্র৪০: অনলাইন আবেদনের উপর যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তাহলে তার প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য আবেদনকারী কতটা সময় পাবেন?

উ : যাচাই প্রক্রিয়ার সময় যদি দুই কর কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোনও একজন কোনও প্রশ্ন তোলেন বা কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ করেন, তাহলে জিএসটি কমন পোর্টালে তিনটি কাজের দিনের মধ্যে তা আবেদনকারীকে ও অপর কর কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। ত্রুটি গোচরে আনার সাত দিনের মধ্যে আবেদনকারী প্রশ্নের উত্তর দেবেন বা ত্রুটি সংশোধন করবেন।

এই অতিরিক্ত নথিপত্র বা ব্যাখ্যার প্রতিক্রিয়া জানাতে কর্তৃপক্ষ করদাতার ব্যাখ্যা প্রাপ্তির দিন থেকে অনধিক সাত দিন সময় পাবেন।

প্র৪১: রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাখ্যানের পদ্ধতি কী?

উ: রেজিস্ট্রেশন যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে এই প্রত্যাখ্যানের কারণ সংবলিত একটি লিখিত আদেশ জারি করে তা আবেদনকারীকে জানাতে হবে। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার আবেদনকারীর থাকবে। সিজিএসটি আইনের ধারা ২৬-এর উপধারা (২) অনুযায়ী,

কোনও এক কর কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রেশনের আবেদন বাতিল করলে (যেমন সিজিএসটি/ এসজিএসটি আইন অনুযায়ী) অন্য কর কর্তৃপক্ষের কাছেও রেজিস্ট্রেশনের আবেদন (যেমন এসজিএসটি/ ইউটিজিএসটি/সিজিএসটি আইন) বাতিল হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে।

প্র৪২: সংশ্লিষ্ট আবেদনের নিষ্পত্তির বিষয়ে আবেদনকারীকে অবহিত করা হবে কি?

উ: রেজিস্ট্রেশনের আবেদনের মঞ্জুরি বা প্রত্যাখ্যানের সংবাদ জিএসটি কমন পোর্টাল এসএমএস ও ই-মেলের মাধ্যমে আবেদনকারীকে জানিয়ে দেবে। এই পর্যায়ে আবেদনকারীকে জুরিসডিকশন সংক্রান্ত তথ্যও দিয়ে দেওয়া হবে।

প্র৪৩: জিএসটিএন পোর্টাল থেকে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ডাউনলোড করা যাবে?

উ: রেজিস্ট্রেশন মঞ্জুর হলে আবেদনকারী জিএসটি কমন পোর্টাল থেকে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ডাউনলোড করতে পারবেন।

প্র৪৪: রেজিস্ট্রেশন বাতিলের আদেশ কি প্রত্যাহার করা যায়?

উ: হ্যাঁ, কিন্তু তা শুধুমাত্র সেইসব ক্ষেত্রেই যেখানে উপযুক্ত আধিকারিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রাথমিক বাতিলের কাজটি করেছেন, করদাতা বা তাঁর আইনি ওয়ারিশদের অনুরোধক্রমে নয়। যে ব্যক্তির রেজিস্ট্রেশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে তিনি বাতিলের আদেশ প্রাপ্তির তিরিশ দিনের মধ্যে তা প্রত্যাহারের জন্য উপযুক্ত আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন বাতিলের আদেশ প্রত্যাহারের আবেদন প্রাপ্তির দিন অথবা তথ্য/ব্যাখ্যা প্রাপ্তির দিন থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে উপযুক্ত আধিকারিক হয় বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার করবেন অথবা প্রত্যাহারের আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করবেন।

প্র৪৫: যে ব্যক্তির রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হচ্ছে এই বাতিলের ফলে তাঁর উপর কি কোনও করদায় বর্তাবে?

উ: হ্যাঁ। সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২৯(৫) অনুযায়ী প্রত্যেক রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি, যাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল হচ্ছে, তিনি ঐ বাতিলের ঠিক আগের দিন স্টকে থাকা ইনপুট আর অর্ধসমাপ্ত ও সমাপ্ত পণ্য অথবা ক্যাপিটাল পণ্য অথবা কারখানা ও যন্ত্রপাতির (plant and machinery) মধ্যে উপস্থিত ইনপুট ট্যাক্সের ক্রেডিটের সমতুল্য অর্থ অথবা সেই পণ্যের উপর প্রদেয় আউটপুট ট্যাক্স— এই দুইয়ের মধ্যে যেটি বেশি— তা ইলেকট্রনিক ক্যাশ লেজারে ডেবিট করে প্রদান করে দেবেন।

প্র৪৬: অনিয়মিত ও অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কী?

উ: অনিয়মিত ও অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তির সংজ্ঞা পৃথকভাবে সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের যথাক্রমে ধারা ২(২০) এবং ২(৭৭)-এ দেওয়া আছে। কিছু কিছু পার্থক্য নীচে উল্লেখ করা হলো :

অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি	অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তি
এমন এক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মাঝে মাঝে পণ্য বা পরিষেবা সংক্রান্ত লেনদেন করেন, যেখানে তাঁর নির্দিষ্ট কোনও ব্যবসাস্থল নেই।	মাঝে মাঝে পণ্য বা পরিষেবা সংক্রান্ত লেনদেন করেন, কিন্তু তাঁর ভারতে কোনও নির্দিষ্ট ব্যবসাস্থল বা বাসস্থান নেই।
প্যান আছে।	প্যান নেই। অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তির যদি প্যান থাকে তাহলে তিনি অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে রেজিস্ট্রেশন নিতে পারেন।
সাধারণ করযোগ্য ব্যক্তির মতই একই রেজিস্ট্রেশনের আবেদনের ফর্ম— GST REG-01।	অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তির জন্য আলাদা আবেদন ফর্ম— GST REG-10।
ব্যবসার উদ্দেশ্যে অথবা তা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে লেনদেন থাকা বাঞ্ছনীয়।	সংজ্ঞায় ব্যবসা সংক্রান্ত বিচার বিবেচনার কথা নেই।
সাধারণ GSTR-1, GSTR-2 এবং GSTR-3 রিটার্ন দাখিল করবেন।	একটি পৃথক সরলতর রিটার্ন দাখিল করবেন GSTR-5 ফর্মে।
অন্তর্মুখী সরবরাহগুলির উপর আইটিসি দাবি করতে পারবেন।	শুধুমাত্র পণ্য ও/বা পরিষেবা আমদানির উপর আইটিসি পেতে পারেন।

8

সরবরাহের অর্থ এবং সুযোগ
MEANING & SCOPE OF SUPPLY

প্র১: জিএসটি-র অধীনে করযোগ্য ঘটনাটি কী?

উ: জিএসটি-র অধীনে করযোগ্য ঘটনা হল পণ্য বা পরিষেবা বা উভয়েরই সরবরাহ যা কোনও বিবেচনার বিনিময়ে (for consideration) ব্যবসার স্বার্থে বা তার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে করা হয়।

প্র২: জিএসটি আইনে 'সরবরাহ' বলতে কী বোঝায়?

উ: 'সরবরাহ' শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত এবং এর মধ্যে রয়েছে কোনও ব্যক্তির দ্বারা ব্যবসার স্বার্থে বা ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সব প্রকার পণ্য এবং/ অথবা পরিষেবার সরবরাহ, যেমন বিক্রি, স্থানান্তর, বিনিময়, লাইসেন্স, ভাড়া, অথবা হস্তান্তর করা অথবা করবার জন্য রাজি হওয়া। এটা পরিষেবা আমদানিকেও অন্তর্ভুক্ত করছে। আদর্শ পণ্য পরিষেবা (জিএসটি) আইন এমন কিছু বিনিময়কে সরবরাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলি কোনও বিবেচনা (consideration) ছাড়াই ঘটেছে।

প্র৩: একটি করযোগ্য সরবরাহ কী?

উ: 'করযোগ্য সরবরাহ' বলতে বোঝায় এমন পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা সরবরাহ যা পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা কর-এর (জিএসটি) আওতায় পড়ে।

প্র৪: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে 'সরবরাহের' আবশ্যিক উপাদানগুলি কী?

উ: 'সরবরাহ' হিসেবে বিবেচিত হতে গেলে নিচের উপাদানগুলি থাকতে হবে—

ক) কাজটি পণ্য বা পরিষেবা বা উভয়েরই সরবরাহ সংক্রান্ত;

খ) নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সরবরাহটি কোনও বিবেচনার (consideration) বিনিময়েই করা;
গ) সরবরাহটি ব্যবসার স্বার্থে অথবা তা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে করা;
ঘ) করযোগ্য এলাকায় সরবরাহটি সম্পাদিত;
ঙ) সরবরাহটি করযোগ্য; এবং
চ) সরবরাহটি করেছেন একজন করযোগ্য ব্যক্তি।

প্র৫: কোনও বিনিময় উপরোক্ত মাপকাঠিগুলির একটি বা তার বেশি পূরণ না করলেও পণ্য পরিষেবা করের অধীনে সরবরাহ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে?

উ: হ্যাঁ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন বিবেচনার বিনিময়ে পরিষেবা আমদানি, সে ব্যবসার স্বার্থে বা তার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকুক বা অন্যতর উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকুক না কেন [(ধারা ৩(১)(বি)], অথবা বিবেচনা ছাড়াই করে দেওয়া সরবরাহ, যার উল্লেখ আছে সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের শিডিউল-১-এ— সেইসব ক্ষেত্রে চার নং প্রশ্নের উত্তরের মাপকাঠিগুলির এক বা একাধিক পূরণ না হলেও সরবরাহটি জিএসটি-যোগ্য হবে।

প্র৬: ধারা ৩-এ পণ্য আমদানির অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। এর কারণ কী?

উ: পণ্য আমদানির বিষয়টি সীমাশুল্ক আইন ১৯৬২-এর অধীনে পৃথকভাবে বিবেচিত, যেখানে আইজিএসটি অতিরিক্ত সীমাশুল্ক হিসেবে মৌলিক সীমাশুল্কের সঙ্গে কাস্টমস ট্যারিফ আইন ১৯৭৫ প্রয়োগ করে ধার্য হয়।

প্র৭: নিজেকে করা সরবরাহ বা স্ব-সরবরাহ (self-supply) কি জিএসটি-তে করযোগ্য?

উ: আন্তঃরাজ্য স্ব-সরবরাহ (self-supply) যেমন, স্টক ট্রান্সফার, ব্রাঞ্চ ট্রান্সফার বা কনসাইমেন্ট সেল আইজিএসটি-তে করযোগ্য হবে— যদিও এইসব লেনদেনে বিবেচনার বিনিময় নাও হতে পারে। যে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে একজন সরবরাহকারী সরবরাহ করছেন তাঁকে সেখানে রেজিস্ট্রেশন নিতেই হবে। অবশ্য অন্তঃরাজ্য স্ব-সরবরাহ (intra-state self-supply) করযোগ্য নয়।

প্র৮: কোনও বিনিময়কে পণ্য সরবরাহ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য নামস্বত্ব এবং/অথবা অধিকার পরিবর্তন কি আবশ্যিক?

উ: কোনও বিনিময়কে পণ্য সরবরাহ হিসাবে গণ্য করতে গেলে নামস্বত্ব (title) এবং অধিকার (possession) উভয়ই হস্তান্তরিত হতে হবে। সেক্ষেত্রে বিনিময়টি শিডিউল-২ (১)(বি) মোতাবেক পরিষেবা সরবরাহ হিসেবে পরিগণিত হবে। কিছু ক্ষেত্রে অধিকার তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন হয়, কিন্তু

নামস্বত্ব হস্তান্তরিত হয় পরবর্তী কোনও সময়ে। যেমন অনুমোদনের ভিত্তিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে (sale on approval basis) বা হায়ার-পারচেজ চুক্তির ভিত্তিতে। এ ধরনের বিনিময়ও পণ্য সরবরাহ বলে ধরা হবে।

প্র৯: 'ব্যবসায়িক স্বার্থে অথবা ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরবরাহ' বলতে কী বোঝায়?

উ: ধারা ২(১৭)-র 'ব্যবসার' সংজ্ঞা অনুযায়ী তার মধ্যে রয়েছে বেচাকেনা (trade), বাণিজ্য (commerce), উৎপাদন (manufacture), পেশা (profession), বৃত্তি প্রভৃতি যা অর্থকরী লাভের উদ্দেশ্যে হতে পারে বা নাও হতে পারে। উপরোক্ত কার্যকলাপগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত বা জড়িত (incidental or ancillary) যে কোনও কাজ বা লেনদেন ব্যবসার সংজ্ঞার অন্তর্গত। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যে কোনও কার্যকলাপ যা তাঁরা জনসাধারণের কর্তৃপক্ষ (public authority) হিসেবে সম্পাদন করছেন, তাও ব্যবসা বলে গণ্য হবে। এর থেকে এই বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য— ব্যবসার স্বার্থে বা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কৃত কার্যকলাপের সংজ্ঞায় জিএসটি আইনের সরবরাহের বিষয়টি ধরা আছে।

প্র১০: কোনও ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গাড়ি কিনলেন এবং একবছর পর তিনি সেই গাড়িটিকে একজন গাড়ি ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করলেন। এক্ষেত্রে বিনিময়টি কি সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন অনুযায়ী সরবরাহের অধীনে আসবে?

উ: না, কারণ সরবরাহটি ব্যবসার স্বার্থে বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য করা হয়নি। আরও বলা যায় যে গাড়িটি কেনার সময় কোনও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া গ্রাহ্য ছিল না, যেহেতু এটি অব্যবসায়িক ব্যবহারের জন্য কেনা হয়েছিল।

প্র১১: একজন বাতানুকূল যন্ত্রের দ্বারা তাঁর ব্যবসায়িক ভাণ্ডার (স্টক) থেকে একটি বাতানুকূল যন্ত্র তাঁর বাড়িতে নিজস্ব ব্যবহারের জন্য স্থানান্তরিত করলেন। এই বিনিময়টিকে কি সরবরাহ বলা যাবে?

উ: হ্যাঁ। শিডিউল-১-এর ক্রমিক সংখ্যা ১ অনুযায়ী ইনপুট ক্রেডিট নেওয়া ব্যবসায়িক সম্পত্তির স্থায়ী স্থানান্তর বা নিষ্পত্তি (transfer or disposal) জিএসটি-তে সরবরাহ বলে গণ্য হবে— তাতে বিবেচনার বিনিময় না থাকলেও।

প্র১২: কোনও ক্লাব বা সংগঠন বা সমিতি তাদের সদস্যদের কোনও পরিষেবা বা পণ্য প্রদান করলে তা কি সরবরাহ হিসেবে গণ্য হবে?

উ: হ্যাঁ। কোনও ক্লাব, সংগঠন, সমিতি বা এরকম কোনও সংস্থার দ্বারা তাদের সদস্যদের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ হিসাবে গণ্য হবে। এটি সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২(১৭)-তে 'ব্যবসা'-র সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

প্র১৩: জিএসটি আইনে বিভিন্ন ধরনের সরবরাহগুলি কী?

উ: ক) করযোগ্য ও করমুক্ত সরবরাহ,

খ) আন্তঃরাজ্য ও অন্তঃরাজ্য সরবরাহ,

গ) যৌগিক ও মিশ্র সরবরাহ, এবং

ঘ) শূন্য হারে সরবরাহ।

প্র১৪: আন্তঃরাজ্য ও অন্তঃরাজ্য সরবরাহগুলি কী কী?

উ: আন্তঃরাজ্য এবং অন্তঃরাজ্য সরবরাহ বিশেষভাবে আইজিএসটি আইনের ধারা ৭(১), ৭(২) এবং ৮(১), ৮(২)-এ যথাক্রমে সংজ্ঞায়িত আছে। মোটামুটিভাবে যেখানে সরবরাহকারীর স্থান আর সরবরাহের স্থান একই রাজ্যে তখন এটা অন্তঃরাজ্য সরবরাহ; যদি তা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে হয় তাহলে সরবরাহটি আন্তঃরাজ্য।

প্র১৫: ওয়ার্কস কনট্র্যাক্ট এবং ক্যাটারিং সার্ভিস কি পরিষেবা সরবরাহ, না কি পণ্য সরবরাহ? কেন?

উ: ওয়ার্কস কনট্র্যাক্ট এবং ক্যাটারিং সার্ভিস সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের শিডিউল-২-এর অধীনে পরিষেবা সরবরাহ হিসাবে গণ্য হয়।

প্র১৬: পণ্য সরবরাহ হায়ার-পারচেজ-এর ভিত্তিতে হলে তা পণ্য সরবরাহ, না কি পরিষেবা সরবরাহ হিসাবে গণ্য করা হবে? কেন?

উ: ওয়ার্কস কনট্র্যাক্ট এবং ক্যাটারিং সার্ভিস পরিষেবা হিসেবে গণ্য হবে— শিডিউল-২, সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন।

প্র১৭: সফটওয়্যার সরবরাহ কি জিএসটি আইনে পণ্য সরবরাহ হিসেবে ধরা হবে নাকি পরিষেবা সরবরাহ?

উ: শিডিউল-২-এর ক্রমিক সংখ্যা ৫(২)(ডি) অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তির সফটওয়্যারের ডেভেলপমেন্ট, ডিজাইন, প্রোগ্রামিং, কাস্টমাইজেশন, অগ্‌মেন্টেশন, আপগ্রেডেশন, এনহ্যান্সমেন্ট, ইমপ্লিমেন্টেশন—

সবই সরবরাহ হিসেবে গণ্য।

প্র১৮: পণ্য সরবরাহ হায়ার-পারচেজ-এর ভিত্তিতে হলে তা পণ্য সরবরাহ, না কি পরিষেবা সরবরাহ হিসেবে গণ্য করা হবে? কেন?

উ: হায়ার-পারচেজ-এর ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহ হলে সেটি পণ্য সরবরাহ হিসেবে গণ্য হবে, যেহেতু সেক্ষেত্রে স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়, যদিও তা পরবর্তী সময়ে হয়।

প্র১৯: সিজিএসটি/এসজিএসটি/ইউটিজিএসটি আইনে যৌগিক (composite) সরবরাহ কী?

উ: একজন করযোগ্য ব্যক্তি যদি তাঁর গ্রাহককে দুই বা ততোধিক পণ্য বা পরিষেবা, বা এগুলির যেকোনও রকম গুচ্ছ সরবরাহ করেন— যেখানে এই গুচ্ছগুলি স্বাভাবিক (naturally bundled) এবং সাধারণভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে এগুলি সচরাচর পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থাতেই সরবরাহ করা হয়ে থাকে তাহলে এই সরবরাহকে যৌগিক সরবরাহ বলা হবে। এখানে ঐ গুচ্ছের মধ্যে একটি সরবরাহ মুখ্য হতে পারে। উদাহরণ, যেখানে প্যাক করা পণ্য বীমা করে পরিবহন করা হয়েছে সেখানে পণ্য, প্যাকিং সামগ্রী, পরিবহন ও বীমা— এই সবকিছুর সরবরাহ মিলে একটি যৌগিক সরবরাহ, পণ্যের সরবরাহ এখানে মুখ্য সরবরাহ (principal supply)।

প্র২০: যৌগিক সরবরাহে কর নির্ধারণ কীভাবে হবে?

উ: যৌগিক সরবরাহে দুই বা ততোধিক সরবরাহ একসঙ্গে করা হয়, এর মধ্যে একটি মুখ্য সরবরাহ। যৌগিক সরবরাহকে এই মুখ্য সরবরাহের সরবরাহ বলেই ধরা হবে।

প্র২১: মিশ্র সরবরাহ (mixed supply) কী?

উ: যখন একজন করযোগ্য ব্যক্তি একটি মূল্যের মধ্যে দুই বা ততোধিক পণ্য ও পরিষেবা, বা এগুলির যেকোনও রকম গুচ্ছ সরবরাহ করেন, আর তা যদি যৌগিক সরবরাহ না হয়, তাহলে তাকে মিশ্র সরবরাহ বলা হবে। উদাহরণ, একটি মাত্র মূল্যের বিনিময়ে একটি প্যাকেজ সরবরাহ করা হল— যার মধ্যে আছে ক্যানড ফুড, মিষ্টি, চকোলেট, কেক, শুকনো ফল, এয়ারেটেড পানীয় আর ফলের রস— এটা মিশ্র সরবরাহ। এগুলির প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা করে সরবরাহ করা যেতে পারতো আর কোনওটাই অন্য কোনওটার উপর নির্ভরশীল নয়। যদি সামগ্রীগুলি আলাদা আলাদা করে সরবরাহ করা হত তাহলে তা আর মিশ্র সরবরাহ হত না।

প্র২২: মিশ্র সরবরাহের ক্ষেত্রে জিএসটি-তে কর কীভাবে ধার্য হবে?

উ: দুই বা ততোধিক সরবরাহের সমন্বয়ে একটি মিশ্র সরবরাহ হয়। এই সরবরাহগুলির মধ্যে যেটিতে করের হার সর্বাধিক, মিশ্র সরবরাহটিকে তার সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে।

প্র২৩: এমন কোনও কার্যকলাপ আছে কি যা কিনা পণ্য বা পরিষেবা হিসেবে গণ্য করা হবে না?

উ: হ্যাঁ। শিডিউল-৩-এ এরকম কার্যকলাপের একটি তালিকা আছে, এতে আছে,

ক) বেতনভোগী কর্মচারীর নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত তাঁর নিয়োজন সম্বন্ধিত পরিষেবা;
খ) আদালত বা ট্রাইবুনালের দেওয়া কোনও পরিষেবা;
গ) সাংসদ, বিধায়ক, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সদস্য, সাংবিধানিক কার্যকর্তাদের কার্যাবলী;
ঘ) সৎকার সমাধি, দাহ বা মরদেহ সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিষেবা;
ঙ) জমি বিক্রয় এবং
চ) লটারি, বাজি ধরা আর জুয়াখেলা ছাড়া অন্যসব ব্যবস্থাযোগ্য দাবি (actionable claim)।

এগুলির কোনওটিই না পণ্য সরবরাহ, না পরিষেবা সরবরাহ।

প্র২৪: জিএসটি-তে শূন্য হারে (zero-rated) সরবরাহ কী?

উ: শূন্য হারে সরবরাহ মানে পণ্য ও/বা পরিষেবার রফতানি অথবা এসইজেড ডেভেলপার বা এসইজেড ইউনিটে পণ্য ও/বা পরিষেবার সরবরাহ।

প্র২৫: কোনও রকম মূল্য বা বিবেচনা (consideration) ছাড়া পরিষেবার আমদানি কি জিএসটি-তে করযোগ্য?

উ: সাধারণভাবে, ধারা ৩ অনুযায়ী বিবেচনা ছাড়া পরিষেবার আমদানি জিএসটি-তে সরবরাহ হিসেবে ধরা হয় না। তবে, কোনও করযোগ্য ব্যক্তি যদি তাঁর সম্পর্কিত কোনও ব্যক্তির (related person) কাছ থেকে, অথবা তাঁরই বিদেশে অবস্থিত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যবসার স্বার্থে বা তার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পরিষেবা আমদানি করেন, তাহলে কোনওরকম মূল্য বা বিবেচনা না থাকলেও শিডিউল-১-এর ক্রমিক সংখ্যা ৪ অনুযায়ী একে সরবরাহ বলে ধরা হবে।

৫

সরবরাহের সময়
TIME OF SUPPLY

প্র১: সরবরাহের সময় কী?

উ: জিএসটি প্রযোজ্য হওয়ার প্রশ্ন যখন ওঠে তখন তার সঠিক সময়টিকে চিহ্নিত করা জরুরি হয়ে পড়ে। এটা আরও নির্দেশ করে যে কখন সরবরাহ ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া হবে। সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণের ব্যবস্থা ভিন্ন।

প্র২: পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে জিএসটি প্রদান করার দায় কখন বর্তায়?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১২ এবং ১৩-তে পণ্য সরবরাহের বিষয়টি বলা আছে। নীচের তারিখগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে আগে সেটিই পণ্য সরবরাহের সময় ধরা হবে—

ক) যে তারিখে সরবরাহকারী ইনভয়েস ইস্যু করেছেন অথবা ধারা ২৮ অনুযায়ী ঐ সরবরাহের জন্য ইনভয়েস ইস্যু করার শেষ তারিখ; অথবা

খ) যে তারিখে সরবরাহকারী ঐ সরবরাহের জন্য তাঁর পাওনা (payment) পেয়েছেন।

প্র৩: পণ্য এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে ভাউচার (voucher) সরবরাহের সময় কী?

উ: পণ্য এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে ভাউচার সরবরাহের সময় হলো—

ক) যে তারিখে ভাউচার ইস্যু করা হয়েছে, যদি সেই সময়ে সরবরাহটিকে সনাক্ত করা যায়;

খ) অন্য সবক্ষেত্রে ভাউচার ভাঙিয়ে নেওয়ার (redemption) তারিখ।

প্র৪: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১২-র উপধারা ১,৩,৪ অথবা ধারা ১৩-র উপধারাগুলির সাহায্যে সরবরাহের সময় স্থির না করা গেলে কীভাবে তা করা যাবে?

উ: ১২(৫) ধারার অবশিষ্টভুক্তি বা ১৩(৫) ধারা অনুযায়ী যদি পর্যায়ভিত্তিক (periodical) রিটার্ন জমা দেওয়া হয়ে থাকে তবে সেই পর্যায়ভিত্তিক রিটার্ন জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ (due date) হবে সরবরাহের সময়। অন্যক্ষেত্রে তা হবে সিজিএসটি/এসজিএসটি/ আইজিএসটি চোকানোর তারিখ।

প্র৫. পেমেন্ট পাওয়ার দিন বলতে কী বোঝায়?

উ: সরবরাহকারীর হিসেবের খাতায় যেদিন পেমেন্টটি তোলা হচ্ছে অথবা তাঁর ব্যাঙ্ক খাতে যেদিন পেমেন্টটি জমা হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে যেটি আগে তাকেই 'পেমেন্ট পাওয়ার দিন' বলা হয়েছে।

প্র৬: ধরা যাক, আংশিক অগ্রিম পেমেন্ট হলো, অথবা আংশিক পেমেন্টের জন্য ইনভয়েস কাটা হলো; এই সরবরাহের সময়টি কি পুরো সরবরাহের জন্যই প্রযোজ্য হবে?

উ: না। ইনভয়েসে যতখানি আছে বা যতখানির আংশিক পেমেন্ট পাওয়া গিয়েছে ততটুকু সরবরাহই হয়েছে বলে ধরা হবে।

প্র৭: যেখানে বিপরীত আরোপ বা রিভার্স চার্জে কর প্রদেয় সেখানে পণ্য সরবরাহের সময়টা কী হবে?

উ: এক্ষেত্রে সরবরাহের সময়টি হবে—

ক) পণ্য প্রাপ্তির তারিখ, বা

খ) পেমেন্ট পাওয়ার তারিখ, বা

গ) সরবরাহকারীর ইনভয়েস কাটার দিনের ঠিক তিরিশ দিন পরের দিনটি।

প্র৮: যেখানে রিভার্স চার্জে ট্যাক্স প্রদেয় সেখানে পরিষেবা সরবরাহের সময়টা কী হবে?

উ: সরবরাহের সময় হবে নিম্নে উল্লেখিত তারিখগুলির মধ্যে যেটি আগে—

ক) যেদিন পেমেন্ট করা হয়েছে, বা

খ) সরবরাহকারীর ইনভয়েস কাটার দিনের ঠিক ষাট দিন পরের দিনটি।

প্র ৯: মূল মূল্যের অতিরিক্ত কিছু— যেমন, সুদ, লেট-ফি বা দণ্ড অথবা বিবেচনারই কোনও বিলম্বিত অংশ— যদি মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে সরবরাহের সময়টি কী হবে?

উ: যেখানে মূল মূল্যের সঙ্গে সুদ, লেট-ফি, দণ্ড/জরিমানা বা বিবেচনার কোনও বিলম্বিত অংশ যুক্ত হয়েছে সেখানে এই সংযোজনটি সরবরাহের সময় হলো যে তারিখে অতিরিক্ত বিবেচনা/মূল্য প্রাপ্ত হয়েছে সেই তারিখটি।

প্র১০: যেখানে কর-এর হারের পরিবর্তনের আগে বা পরে সরবরাহ সম্পূর্ণ হয়েছে সেখানে সরবরাহের সময়ের কোনও পরিবর্তন হবে কি?

উ: হ্যাঁ। এ ক্ষেত্রে ধারা ১৪ প্রযোজ্য হবে।

প্র১১: যেখানে কর-এর হারের পরিবর্তনের আগে সরবরাহ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, সেখানে সরবরাহের সময় কী হবে?

উ: এ সমস্ত ক্ষেত্রে সরবরাহের সময় হলো—

ক) যেখানে কর-এর হারের পরিবর্তনের পরে ইনভয়েস কাটা হয়েছে এবং পেমেন্টও কর-হার পরিবর্তনের পরেই পাওয়া গেছে, সেখানে সরবরাহের সময় হলো পেমেন্ট প্রাপ্তির তারিখ বা ইনভয়েস কাটার তারিখ, যেটা আগে; বা

খ) যেখানে কর-এর হারের পরিবর্তনের আগে ইনভয়েস কাটা হয়েছে কিন্তু পেমেন্ট পাওয়া গেছে কর-এর হারের পরিবর্তনের পর, সেখানে সরবরাহের সময় হবে ইনভয়েস কাটার তারিখ; বা

গ) যেখানে পেমেন্ট পাওয়া গিয়েছে কর-এর হারের পরিবর্তনের আগে কিন্তু ইনভয়েস কাটা হয়েছে কর-এর হারের পরিবর্তনের পর, সে ক্ষেত্রে সরবরাহের সময় হলো পেমেন্ট প্রাপ্তির তারিখ।

প্র১২: যেখানে কর-এর হারের পরিবর্তনের পর সরবরাহ সম্পূর্ণ হয়েছে, সেখানে সরবরাহের সময় কী?

উ: এ ক্ষেত্রে সরবরাহের সময় হলো—

ক) যেখানে পেমেন্ট পাওয়া গিয়েছে কর-এর হারের পরিবর্তনের পর কিন্তু ইনভয়েস কাটা হয়েছে কর-এর হারের পরিবর্তনের আগে, সেখানে সরবরাহের সময় হলো পেমেন্ট প্রাপ্তির তারিখ; বা

খ) যেখানে ইনভয়েস কাটা হয়েছে এবং পেমেন্ট পাওয়া গিয়েছে কর-এর হারের পরিবর্তনের আগে, সেখানে সরবরাহের সময় হলো পেমেন্ট পাওয়ার তারিখ বা ইনভয়েস কাটার তারিখ, যেটা আগে; বা

গ) যেখানে ইনভয়েস কাটা হয়েছে কর-এর হারের পরিবর্তনের পর কিন্তু পেমেন্ট পাওয়া গিয়েছে কর-এর হারের পরিবর্তনের আগে, সেখানে সরবরাহের সময় হলো ইনভয়েস কাটার তারিখ।

প্র১৩: ধরা যাক, ১/৬/২০১৭ তারিখ থেকে কর-এর হার বেড়ে ১৮% থেকে ২০% হলো। এ ক্ষেত্রে, যেখানে পরিষেবা প্রদান এবং ইনভয়েস কাটা— দুইই করা হয়েছে কর-এর হার পরিবর্তনের

আগে এপ্রিল মাসে, কিন্তু পেমেন্ট পাওয়া গিয়েছে জুন মাসে, কর-এর হার পরিবর্তনের পরে, সে ক্ষেত্রে কর-এর হার কী ধার্য হবে?

উ: পুরনো হার ১৮% ধার্য হবে কেননা পরিষেবা প্রদান ও ইনভয়েস কাটা দুই-ই ১/৬/২০১৭-র আগে হয়েছে।

প্র১৪: ধরা যাক, ১/৬/২০১৭ থেকে কর-এর হার পরিবর্তন হয়ে ১৮% থেকে বেড়ে ২০% হলো। এ ক্ষেত্রে যেখানে পণ্য সরবরাহ এবং ইনভয়েস কাটা— দুইই করা হয়েছে জুন মাসে কর-এর হার পরিবর্তনে পর, কিন্তু পুরো অগ্রিম পাওয়া গিয়েছে এপ্রিল ২০১৭-য়, সে ক্ষেত্রে কর-এর হার কী হবে?

উ: এ ক্ষেত্রে নতুন হারে ২০% হিসেবে কর ধার্য হবে যেহেতু পণ্য সরবরাহ এবং ইনভয়েস কাটা হয়েছে ১/৬/২০১৭-র পরে।

প্র১৫: পণ্য সরবরাহের জন্য ইনভয়েস কাটার সময়কাল (time period) কী যার মধ্যে ইনভয়েস কাটতেই হবে?

উ: একজন করযোগ্য রেজিস্টার্ড ব্যক্তি সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২৮ অনুযায়ী পণ্যের বিস্তৃত বিবরণ, পরিমাণ, মূল্য, ধার্য কর, এবং অন্যান্য প্রস্তাবিত তথ্যাদিসহ ইনভয়েস কাটবেন। এই ইনভয়েস কাটার কাজটি নীচের ঘটনাগুলি ঘটার সময়ে বা তার আগেই করতে হবে—

ক) প্রাপকের কাছে সরবরাহ করার জন্য পণ্যের অপসারণ (removal), যেখানে সরবরাহের সঙ্গে পণ্যের গতিবিধি যুক্ত হয়ে আছে, বা

খ) অন্যথায় গ্রহীতার কাছে পণ্য পৌঁছে যাওয়া (delivery) বা লভ্য হওয়া।

প্র১৬: পরিষেবা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে কতদিনের মধ্যে ইনভয়েস কাটতে হবে?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২৮ অনুযায়ী একজন করযোগ্য রেজিস্টার্ড ব্যক্তিকে পরিষেবা দেবার আগে বা পরে, এ বিষয়ে নির্ধারিত সময়কালের জন্য সম্পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ, পণ্যের দাম, প্রদেয় করের পরিমাণ এবং অন্যান্য নির্ধারিত তথ্যাদিসহ ইনভয়েস কাটতে হবে।

প্র১৭: একটানা পণ্য সরবরাহের (continuous supply) ক্ষেত্রে ইনভয়েস কাটার সময়কাল কী?

উ: একটানা পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে, যেখানে হিসাব বিবৃতি অথবা পেমেন্টের একটা আনুক্রমিক ধারা রয়েছে সেখানে ইনভয়েস কাটতে হবে ঐ প্রতিটি বিবৃতি ইস্যু করার সময়, অথবা ক্ষেত্র বিশেষে, ঐ প্রতিটি পেমেন্ট পাওয়ার সময়।

প্র১৮: পরিষেবার একটানা সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন সময়কালের মধ্যে ইনভয়েস কাটতে হবে?

উ: পরিষেবার একটানা সরবরাহের ক্ষেত্রে—

ক) যেখানে চুক্তিপত্র থেকে পেমেন্ট করার নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করা যায়, সেখানে গ্রহীতার পেমেন্ট করার নির্দিষ্ট দিনের আগে বা পরে ইনভয়েস ইস্যু করতে হবে; কিন্তু এ বিষয়ে আইনে বিহিত সময়সীমার মধ্যেই তা করতে হবে, তাতে সরবরাহকারী পেমেন্ট পান বা না-ই পান।

খ) যেখানে চুক্তিপত্র থেকে পেমেন্ট করার নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করা যাচ্ছে না, সেখানে সরবরাহকারীর প্রতিটি এইরকম পেমেন্ট পাবার আগে বা পরে ইনভয়েস ইস্যু করতে হবে; এ ক্ষেত্রেও একটি আইনবিহিত সময়সীমার মধ্যেই ইনভয়েস কাটতে হবে।

গ) যেখানে কোনও ঘটনা সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে পেমেন্টটি সম্পর্কযুক্ত, সেখানে এইরকম ঘটনা সম্পূর্ণ হবার আগে বা পরে কিন্তু আইনবিহিত সময়সীমার মধ্যেই ইনভয়েস কাটতে হবে।

প্র১৯: যেখানে অনুমোদন সাপেক্ষে বিক্রয়ের জন্য পণ্য পাঠানা হয়েছে বা আনা হয়েছে, সেখানে ইনভয়েস কাটার সময়সীমা কী?

উ: যেখানে অনুমোদন সাপেক্ষে বিক্রির জন্য পণ্য পাঠানো বা আনা বা ফেরত দেওয়া হয়েছে, সেখানে ইনভয়েস কাটতে হবে সরবরাহের সময় বা তার আগে অথবা অনুমোদনের তারিখের ছয় মাসের মধ্যে, যেটা আগে।

জিএসটিতে মূল্যনির্ধারণ
VALUATION IN GST

প্র১: জিএসটি আরোপের ক্ষেত্রে করযোগ্য সরবরাহের মূল্য (value of taxable supply) কী ধরা হবে?

উ: পণ্য ও পরিষেবার করযোগ্য সরবরাহের মূল্য সাধারণত সেই 'বিনিময় মূল্য' ('transaction value')-ই হবে যা কিনা সেই দর যা দেওয়া হয়েছে বা প্রদেয় হয়েছে, যখন বিনিময়কারীরা সম্পর্কিত নন আর যখন দরই একমাত্র বিবেচনা (when the parties are not related and price is the sole consideration)। সিজিএসটি/এসটিএসজি আইনের ধারা ১৫-তে বিনিময় মূল্যের আওতায় থাকা আর না-থাকা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশদে বলা আছে। যেমন, ফেরতযোগ্য জমা, সরবরাহের সময় বা তার আগে দেওয়া শর্তসাপেক্ষ ছাড় বিনিময় মূল্যের মধ্যে ধরা হবে না।

প্র২: বিনিময় মূল্য কী?

উ: বিনিময় মূল্য নির্দেশ করে সেই দর যা পণ্য ও/ বা পরিষেবার সরবরাহের জন্য দেওয়া হয়েছে বা প্রদেয় হয়েছে, যখন সরবরাহকারী ও প্রাপক সম্পর্কিত নন আর দরই সরবরাহের একমাত্র বিবেচনা। সরবরাহকারীর প্রদেয় কোনও অঙ্ক যদি ঐ সরবরাহের প্রাপক মিটিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে সেই অঙ্ক ঐ বিনিময় মূল্যে যোগ হবে।

প্র৩: সিজিএসটি/এসজিএসটি আর আইজিএসটি-এর জন্য, বা পণ্য আর পরিষেবার জন্য মূল্যনির্ধারণ পদ্ধতি কি আলাদা আলাদা হবে?

উ: না। ১৫ নং ধারা তিনটি করের প্রতিটির ক্ষেত্রেই পণ্য ও পরিষেবা নির্বিশেষে একইভাবে প্রযোজ্য।

প্র৪: সরবরাহের মূল্যনির্ধারণের জন্য চুক্তিমূল্য কি যথেষ্ট নয়?

উ: চুক্তিমূল্যকে আরও যথাযথভাবে 'বিনিময়মূল্য' হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে এবং তাকে কর গণনার ভিত্তি ধরা হয়েছে। তবে, কোনও কারণবশত দর যদি প্রভাবিত হয়— যেমন ধরা যাক বিনিময়কারীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, অথবা দর ছাড়াই কোনও বিনিময় হলো যাকে সরবরাহ হিসেবেই ধরতে হবে (deemed supply)— তাহলে এইসব কারণ গুলিকে অতিক্রম করে সঠিক বিনিময় মূল্যটি নির্ধারণ করতে হবে।

প্র৫: মূল্যনির্ধারণ বিধি (Valuation Rules)-র আশ্রয় নেওয়া কি প্রতিটি ক্ষেত্রেই জরুরি ?

উ: না। মূল্যনির্ধারণ বিধির আশ্রয় নেওয়া শুধু সেই সব ক্ষেত্রেই জরুরি যেখানে ধারা ১৫-র উপধারা (১) অনুযায়ী মূল্যনির্ধারণ সম্ভব নয়।

প্র৬: ধারা ১৫(১)-এ যে বিনিময়মূল্য ঘোষিত হয়েছে তা কি গ্রহণ করা যেতে পারে?

উ: হ্যাঁ। ধারা ১৫(২)-এর অন্তর্ভুক্তিগুলি যাচাই করে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া, সরবরাহকারী ও প্রাপক সম্পর্কিত হলেও বিনিময়মূল্য গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি এই সম্পর্ক দরকে প্রভাবিত করে না থাকে।

প্র৭: সরবরাহ-উত্তর ছাড় বা প্রোৎসাহ (post-supply discounts or incentives) কি বিনিময়মূল্যের মধ্যে ধরা হবে?

উ: হ্যাঁ। যদি ঐ সরবরাহ-উত্তর ছাড় চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং সরবরাহের সময়ে বা তার আগে থেকেই জানা থাকে এবং নির্দিষ্ট ইনভয়েসের সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত থাকে ও এই ছাড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট প্রাপক ফিরিয়ে দিয়ে (reverse) থাকেন তাহলে এই ছাড় ধারা ১৫ অনুযায়ী গ্রাহ্য বিয়োজন (admissible deduction) বলে ধরা হবে।

প্র৮: প্রাক্-সরবরাহ ছাড় (pre-supply discounts), যা সরবরাহের সময়ে বা তার আগেই দেওয়া হয়েছে, বিনিময়মূল্যের মধ্যে ধরা হবে কি?

উ: না। যদি তা ব্যবসার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে আর যদি তা ইনভয়েসে যথাযথভাবে নথিবদ্ধ হয়ে থাকে।

প্র৯: মূল্যনির্ধারণ বিধির বিধানগুলি কখন প্রযোজ্য?

উ: মূল্য নির্ধারণবিধি প্রযোজ্য হবে এইসব ক্ষেত্রে—

ক) বিবেচনাটি সম্পূর্ণত অথবা অংশত আর্থিক নয়;

খ) বিনিময়কারীরা সম্পর্কিত অথবা কোনও একটি বিশেষ শ্রেণীর সরবরাহকারী সরবরাহটি করছেন; এবং

গ) ঘোষিত বিনিময়মূল্য নির্ভরযোগ্য নয়।

প্র১০: ধারা ১৫(২)-এ কোন কোন অন্তর্ভুক্তিগুলি নির্দেশ করা আছে যা বিনিময়মূল্যের সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে?

উ: ধারা ১৫(২)-এ যে যে অন্তর্ভুক্তিগুলি নির্দেশ করা আছে যা বিনিময়মূল্যের সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে তা নীচে দেওয়া হলো —

ক) যে কোনও কর, শুল্ক, সেস, ফি বা চার্জ যা এসজিএসটি/সিজিএসটি আইন ও পণ্য ও পরিষেবা কর (রাজ্যগুলির জন্য করবিষয়ক ক্ষতিপূরণ) আইন ২০১৬ ছাড়া অন্য যে কোনও আইনবলে সরবরাহকারী পৃথকভাবে গ্রাহকের কাছ থেকে দাবি করেছেন;

খ) যে কোনও অঙ্ক যা কোনও সরবরাহের উদ্দেশ্যে সরবরাহকারীর তরফে ব্যয়িত হওয়ার কথা থাকলেও আদতে গ্রাহকই ব্যয় করেছেন এবং যা কিনা ইতিমধ্যেই পণ্য ও/বা পরিষেবার জন্য প্রদত্ত বা প্রদেয় মূল্যে ধরে নেওয়া নেই;

গ) আনুষঙ্গিক ব্যয়, যেমন কমিশন ও প্যাকিং যা সরবরাহকারী তাঁর সরবরাহের গ্রহীতার কাছ থেকে দাবি করেছেন; এর মধ্যে থাকবে যে কোনও অঙ্ক যা সরবরাহকারী তাঁর পণ্য ও/বা পরিষেবা সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে করা যে কোনও কিছুর মূল্য হিসেবে সেই পণ্য বা পরিষেবা হস্তান্তর/সরবরাহ করার সময় বা তার আগে দাবি করেছেন।

ঘ) কোনও সরবরাহের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও বিবেচনার দেরিতে পেমেন্টের জন্য ধার্য যে কোনও সুদ বা লেট্ ফি বা পেনাল্টি; এবং

ঙ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দ্বারা প্রদত্ত ভর্তুকি ছাড়া মূল্যের সঙ্গে যুক্ত যে কোনও ভর্তুকি।

৭

জিএসটি কর প্রদান
GST Payment of Tax

প্র১: জিএসটি শাসন ব্যবস্থায় কী কী কর প্রদেয়?

উ: জিএসটি শাসন ব্যবস্থায় একই রাজ্যের ভিতর যদি সরবরাহ করতে হয় তবে সিজিএসটি (কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে) এবং এসজিএসটি/ইউটিজিএসটি (রাজ্য সরকারের খাতে) দিতে হবে। যদি এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে সরবরাহ করতে হয় তবে সংহত (ইন্টিগ্রেটেড) জিএসটি বা আইজিএসটি দিতে হবে যা হবে সিজিএসটি ও এসজিএসটি দুইটি করের সমন্বয়। এছাড়া কিছু শ্রেণীর রেজিস্টার্ড ব্যক্তিকে টিডিএস (Tax Deducted at Source) অথবা টিসিএস (Tax Collected at Source) দিতে হতে পারে। এছাড়াও সুদ, দণ্ড/জরিমানা, ফি অথবা আরও কিছু বিশেষ খাতে টাকা দিতে হতে পারে।

প্র২: জিএসটি শাসন ব্যবস্থায় কাদের কর দিতে হবে?

উ: সাধারণভাবে যাঁরা পণ্য সরবরাহ করবেন বা কোনও পরিষেবা দেবেন তাঁদের জিএসটি দিতে হবে। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন, আমদানি, অথবা আরও কিছু বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত সরবরাহের ক্ষেত্রে এই দায় বর্তাবে পরিষেবা গ্রহীতার উপর। এ ছাড়াও, অন্তঃরাজ্য পরিষেবা সরবরাহের মতো কিছু বিজ্ঞাপিত ক্ষেত্রে জিএসটি প্রদানের দায় সেইসব ই-কমার্স অপারেটরদের উপর অর্পণ করা হতে পারে যাঁদের মাধ্যমে সরবরাহগুলি করা হচ্ছে। আবার যে সমস্ত সরকারি বিভাগ সরবরাহকারীদের একটি বিশেষ আর্থিক সীমার [ধারা ৫১(১) (ডি) অনুযায়ী একটি বরাতের (contract) জন্য আড়াই লক্ষ টাকা] অধিক পেমেন্ট করছেন তাঁদের কর বিয়োগ (টিডিএস) করতে হবে; ই-কমার্স অপারেটরদের তাঁদের মাধ্যমে করা সমস্ত সরবরাহের নেট মূল্যের [অর্থাৎ অপারেটর যে পরিষেবা মূল্যের উপর সিজিএসটি আইনের ধারা ৯(৫) অনুযায়ী

জিএসটি প্রদান করতে দায়বদ্ধ তা বাদ দিয়ে তাঁর সমস্ত করযোগ্য পণ্য ও/বা পরিষেবা সরবরাহের মোট মূল্য] উপর কর আদায় (টিসিএস) করতে হবে ও তা সরকারের ঘরে জমা দিতে হবে।

প্র৩: জিএসটি প্রদানের দায় কখন বর্তাবে?

উ: ধারা ১২-তে বর্ণিত পণ্য সরবরাহের সময়ে এবং ধারা ১৩-য় বর্ণিত পরিষেবা সরবরাহের সময়ে এই দায় বর্তাবে।

নিচের তিনটি ঘটনার মধ্যে যেটি সবার আগে ঘটে সাধারণত সেটির সময়েই এই দায় বর্তায়—

ক) পেমেন্ট প্রাপ্তি,

খ) ইনভয়েস জারি, এবং

গ) সরবরাহের সমাপ্তি।

উপরোক্ত ধারাগুলিতে বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কর-মুহূর্ত (tax point) ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্র৪: জিএসটি পেমেন্ট ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

উ: জিএসটি আইনে করদান সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—

- সব পেমেন্টের ক্ষেত্রেই জিএসটিএন কমন পোর্টাল থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে চালান প্রস্তুত করতে হবে। হাতে করে চালান তৈরি করা চলবে না;
- কর প্রদানকারীর সুবিধার্থে কোনও রকম প্রতিবন্ধকতাবিহীনভাবে যে কোনও সময় যে কোনও স্থানে কর দেওয়া যাবে;
- অনলাইন জমার সুবিধা থাকবে;
- বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গতভাবে কর আদায় সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ;
- সরকারি খাতে দ্রুত রাজস্ব আগম;
- সম্পূর্ণভাবে কাগজহীন কার্যসম্পাদন;
- দ্রুত হিসাবরক্ষণ ও তার বিবরণী;
- প্রাপ্তির সম্পূর্ণভাবে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সমন্বয় সাধন;
- ব্যাঙ্কের পদ্ধতির সরলীকরণ;
- ডিজিটাল চালানের সংরক্ষণ;

প্র৫: পেমেন্ট কীভাবে করা যাবে?

উ: পেমেন্ট নিম্নোক্ত যে কোনও উপায়ে করা যাবে—

১) কমন পোর্টাল-এ রক্ষিত কর প্রদানকারীর ক্রেডিট রেজিস্টার থেকে কর-এর টাকা ডেবিট করা যেতে পারে। তবে শুধুমাত্র কর-ই দেওয়া যাবে। ক্রেডিট রেজিস্টার থেকে সুদ, জরিমানা অথবা ফি দেওয়া যাবে না। ইনপুটের উপর কর প্রদানকারীর দেওয়া কর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হিসেবে তাঁর ক্রেডিট লেজারে জমা হবে ও তার থেকে তাঁকে তাঁর প্রদেয় কর দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ব্যবহার করার সময় এটা খেয়াল রাখতে হবে যে সিজিএসটি-র জমা কর এসজিএসটি-র প্রদেয় কর প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না, এর বিপরীত কাজটিও করা যাবে না। আইজিএসটি-র জমা কর প্রথমে আইজিএসটি, তারপরে সিজিএসটি ও সবশেষে এসজিএসটি পেমেন্ট করার জন্য ব্যবহার করা যাবে।

২) কর-এর টাকা কমন পোর্টাল-এ রক্ষিত ক্যাশ লেজার ব্যবহার করে দেওয়া যেতে পারে। টাকা ক্যাশ লেজার-এ নানাভাবে জমা দেওয়া যেতে পারে যেমন ই-পেমেন্ট [Internet Banking, Credit Card, Debit Card, Real time Gross Settlement (RTGS)/ National Electronic Fund Transfer (NEFT)]; কিছু স্বীকৃত ব্যাঙ্ক-এ সরাসরি টাকা জমা দেওয়া যেতে পারে।

প্র৬: কর প্রদানকারীকে কবে কর জমা দিতে হবে?

উ: সাধারণ কর প্রদানকারীর ক্ষেত্রে কর দেওয়ার নিয়ম মাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের কুড়ি তারিখের মধ্যে। প্রথমে কর প্রদানকারীর ক্যাশ লেজার-এ নগদ টাকা জমা করতে হবে। তারপর সেই ক্যাশ লেজারে জমা রাখা টাকা দিয়ে নগদ দায় মেটানো যাবে। রিটার্ন দাখিলের সময় সেই ডেবিট এনট্রি নম্বর উল্লেখ করতে হবে। তাছাড়া পেমেন্ট ক্রেডিট লেজারও ব্যবহার করা যাবে। মার্চ মাসের পেমেন্ট ২০শে এপ্রিল-এর মধ্যে করা যাবে। কম্পোজিশন ট্যাক্স প্রদানকারীদের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কর দিতে হবে।

প্র৭: মাসিক প্রদেয় কর-এর সময়সীমা কি বাড়ানো যাবে?

উ: না। স্বনির্ধারিত মাসিক প্রদেয় কর-এর সময়সীমা কোনওভাবেই বাড়ানো যাবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সময়সীমা বাড়ানোর অথবা কিস্তিতে টাকা দেওয়ার মঞ্জুরির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে [ধারা ৮০, সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন]।

প্র৮: যদি কোনও ব্যক্তি রিটার্ন দাখিল করেন কিন্তু কর না দেন?

উ: এ ক্ষেত্রে রিটার্নটিকে বৈধ রিটার্ন হিসেবে গণ্য করা হবে না। ধারা ২(১১৭)-র সংজ্ঞা অনুযায়ী বৈধ রিটার্ন হলো সেই রিটার্ন যা ধারা ৩৯-এর উপধারা (১) অনুযায়ী দাখিল করা হয়েছে এবং যেখানে স্ব-নির্ধারিত কর পুরোপুরি পেমেন্ট করা হয়েছে। শুধুমাত্র বৈধ রিটার্ন

থাকলেই গ্রহীতা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারবেন। অর্থাৎ যতক্ষণ না সরবরাহকারী স্বনির্ধারিত পুরো কর প্রদান করছেন এবং এবং রিটার্ন জমা দিচ্ছেন, গ্রহীতার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট-এর মান্যতা দেওয়া হবে না।

প্র৯: কোন দিনটিকে কর জমা দেওয়ার জন্য মান্যতা দেওয়া হবে— চেক জমা দেওয়ার দিন, অথবা পেমেন্ট যেদিন হয়েছে, অথবা সরবরাহের খাতে জমা হওয়ার দিন?

উ: যেদিন সরকারের খাতে টাকা জমা পড়বে সেই দিনটিকে টাকা জমা দেওয়ার দিন হিসাবে মান্যতা দেওয়া হবে।

প্র১০: ই-লেজার কী?

উ: ইলেকট্রনিক লেজার বা ই-লেজার হলো একজন কর প্রদানকারীর নগদ ও জমা করের (আইটিসি) বিবৃতি। এ ছাড়াও, একজন কর প্রদানকারীর একটি ইলেকট্রনিক ট্যাক্স লায়াবিলিটি রেজিস্টারও থাকবে। যখনই তাঁর নাম কমন পোর্টালে (জিএসটিএন) নথিভুক্ত হবে তখনই দুটি ই-লেজার (নগদ ও আইটিসি লেজার) এবং একটি ইলেকট্রনিক ট্যাক্স লায়াবিলিটি রেজিস্টার খুলে যাবে এবং তাঁর ড্যাশবোর্ডে সবসময় প্রদর্শিত হবে।

প্র১১: ট্যাক্স লায়াবিলিটি রেজিস্টার কী?

উ: ট্যাক্স লায়াবিলিটি রেজিস্টারে একজন কর প্রদানকারীর কোনও নির্দিষ্ট মাসে প্রদেয় মোট কর প্রদর্শিত হবে।

প্র১২: ক্যাশ লেজার কী?

উ: ক্যাশ লেজারে একজন করদাতার সমস্ত জমার (নগদে বা টিডিএস/টিসিএস-এর) সম্পূর্ণ বিবরণ থাকবে। সমস্ত তথ্য প্রকৃত সময় প্রদর্শিত হবে। এই লেজার থেকে জিএসটি-র যে কোনও পেমেন্ট করা যাবে।

প্র১৩: আইটিসি লেজার কী?

উ: স্বনির্ধারিত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট-এর মাসিক বিবরণী যে খাতায় থাকবে তাকে আইটিসি লেজার বলা হবে। এই খাতায় স্বীকৃত রাশি থেকে শুধুমাত্র ট্যাক্স পেমেন্টই করা যাবে, অন্য কোনও পেমেন্ট যেমন সুদ (ইন্টারেস্ট), দণ্ড/জরিমানা (পেনাল্টি), অথবা ফি দেওয়া যাবে না।

প্র১৪: জিএসটিএন এবং স্বীকৃত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কীভাবে সমন্বয় থাকবে?

উ: জিএসটিএন এবং কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন (সিবিএস)-এর মধ্যে প্রকৃত সময় ভিত্তিক সমন্বয় থাকবে। সিআইএন-টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ব্যাঙ্কে পাঠানো হবে তার সত্যতা যাচাই ও নগদ প্রাপ্তিস্বীকার করার জন্য। ব্যাঙ্ক নগদ প্রাপ্তির পর তার স্বীকৃতিস্বরূপ চালান আইডেনটিফিকেশন নম্বর (সিআইএন) পাঠাবে কমন পোর্টাল-এ। এই পদ্ধতিতে কোনও ব্যক্তির হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে না। এমনকি ব্যাঙ্ক-এর ক্যাশিয়ার/টেলার অথবা কর প্রদানকারীরও না।

প্র১৫: একটি চালান কি একবারেই ভরতে হবে, না অনেক বারে ভরা যাবে?

উ: একটি চালান অনেক বারে ভরা যেতে পারে। একবার কিছুটা ভরার পর সাময়িকভাবে চালানটি সেভ করতে হবে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য। সেভ্ড চালানটিকে আপনি পরের বার এডিট করতে পারবেন। যখন চালানটি সম্পূর্ণভাবে চূড়ান্ত হবে তখন চালানটিকে কর দেওয়ার জন্য সিস্টেম থেকে জেনারেট করতে পারবেন। কর প্রদানকারী নিজের রির্টানের জন্য চালানের একটি প্রিন্টআউট নিতে পারবেন।

প্র১৬: চালান একবার সিস্টেম-এ জেনারেট হয়ে গেলে আর কি কোনও পরিবর্তন করা যাবে?

উ: না। জিএসটিএন পোর্টাল-এ লগ করার পর ও চালান সম্বন্ধিত তথ্য জমা দেওয়া পর এক ব্যক্তির চালানটিকে সেভ করার স্বাধীনতা থাকে। তার ফলে তিনি পরবর্তী সময়ে চালানটি চূড়ান্ত করার আগে পর্যন্ত এডিট করতে পারেন। কিন্তু একবার চালান চূড়ান্ত করে ফেলার পর যখন সিস্টেম থেকে সিপিআইএন জেনারেট হয় তারপর আর চালানে কোনওরকম পরিবর্তন করা যায় না।

প্র১৭: একটি চালানের কি কোনও বৈধতার সময়সীমা আছে?

উ: হ্যাঁ। একটি চালান জেনারেট-এর পর পনেরো দিনের জন্য সিস্টেমে রাখা হয়। তারপর তা সিস্টেম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে কর প্রদানকারী আরও একটি চালান সিস্টেম থেকে বের করতে পারবেন।

প্র১৮: সিপিআইএন কী?

উ: সিপিআইএন (Common Portal Identification Number) এমন একটি চৌদ্দ অঙ্কের

অনন্য (unique) সংখ্যা যা সিস্টেম থেকে জেনারেট হয় চালান ভরার পর। এর দ্বারা চালানটিকে চিহ্নিত করা যায়। সিপিআইএন পনেরো দিনের জন্য বৈধ থাকে।

প্র১৯: সিআইএন কী এবং কী তার তাৎপর্য?

উ: সিআইএন হলো চালান আইডেনটিফিকেশন নম্বর। এটি একটি সতেরো অঙ্কের সংখ্যা (সিপিআইএন চোদ্দ অঙ্ক ও ব্যাঙ্ক কোড-এর তিনটি অঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত নম্বর)। যখন আরবিআই অথবা অন্য যে কোনও স্বীকৃত ব্যাঙ্কের একটিতে টাকা জমা দেওয়া হয় এবং সেই টাকা সরকারি খাতে জমা পড়ে তখন সিস্টেম থেকে একটি সিআইএন বেরিয়ে আসে। সিআইএন দ্বারাই প্রমাণ করা যায় যে ওই টাকা সরকারি খাতে জমা পড়েছে। সিআইএন-টি কর প্রদানকারীকে ও জিএসটি নেটওয়ার্কে পাঠানো হয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে।

প্র২০: যদি কোনও ব্যক্তি তাঁর পূর্ববর্তী মাসের বকেয়া করও দিতে চান তাহলে তাঁকে কোন ক্রম অনুযায়ী ট্যাক্স দিতে হবে?

উ: যদি কোনও করদাতার চলতি রিটার্নের সময়ের চেয়ে পুরনো কোনও কর বাকি থাকে সেক্ষেত্রে ধারা ৪৯(৮) একটি ক্রমপর্যায়ের নির্দেশ দিয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে, পেমেন্টের ক্রমটি এইরকম হবে— প্রথমে পূর্ববর্তী কোনও স্বনির্ধারিত কর ও পূর্ববর্তী পর্যায়ের অন্যান্য বকেয়া; তারপর বর্তমান সময়কালীন কোনও স্বনির্ধারিত কর ও বর্তমান পর্যায়ের অন্যান্য বকেয়া এবং পরিশেষে ধারা ৭৩ এবং ৭৪ অনুযায়ী প্রদেয় কোনও রাশি [সাব্যস্ত (confirmed) ডিমান্ড সহ]। এই ক্রমটি বজায় রাখা বাধ্যতামূলক।

প্র২১: ''অন্যান্য বকেয়া'' শব্দবন্ধটির অর্থ কী?

উ: ''অন্যান্য বকেয়া'' বলতে বোঝায় সুদ, দণ্ড/জরিমানা, ফি বা অন্য যে কোনও অঙ্ক যা এই আইন বা তদনুসারী বিধি অনুযায়ী প্রদেয়।

প্র২২: ই-এফপিবি কী?

উ: ই-এফপিবি হলো ইলেকট্রনিক ফোকাল পয়েন্ট ব্রাঞ্চ। এই ব্রাঞ্চটি স্বীকৃত ব্যাঙ্কের এমন একটি ব্রাঞ্চ যাকে অনুমতি দেওয়া হবে ব্যাঙ্কের হয়ে ভারতবর্ষব্যাপী লেনদেন করার জন্য। ই-এফপিবি-টি প্রত্যেকটি সরকারের প্রধান প্রতিটি খাতে খাতা খুলবে। একটি সিজিএসটি, একটি আইজিএসটি ও একটি এসজিএস-টি প্রত্যেক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য এই হিসেবে মোট ৩৮টি খাতা খুলবে। ই-এফপিবি জিএসটি-র কোনও টাকা পেলেই সেই নির্দিষ্ট খাতে জমা করবে।

এনইএফটি/আরটিজিএস লেনদেনের জন্য আরবিআই হবে ই-এফপিবি।

প্র২৩: টিডিএস কী?

উ: টিডিএস হলো উৎসে কেটে নেওয়া কর (Tax Deducted at Source)। ধারা ৫১ অনুযায়ী এই বিধান সরকারি বা সরকার অধিগৃহীত (Government undertaking) বা সরকার নির্দিষ্ট কোনও সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাঁরা তাঁদের সরবরাহকারীকে একই বরাতে (contract) আড়াই লক্ষ টাকার অধিক পেমেন্ট করবেন। এই বরাত সংক্রান্ত পেমেন্ট করার সময় সরকার পক্ষ এক শতাংশ অর্থ কেটে রাখবেন ও তা সঠিক জিএসটি খাতে জমা দেবেন।

প্র২৪: সরবরাহকারী রিটার্ন ভরার সময় কীভাবে টিডিএস-এর হিসাব করবেন?

উ: টিডিএস-এর কেটে রাখা টাকা সরবরাহকারীর বৈদ্যুতিন নগদ খাতায় (ইলেকট্রনিক ক্যাশ লেজার)-এ প্রদর্শিত হবে। এই টাকায় সরবরাহকারী তাঁর যাবতীয় প্রদেয় যথা কর, সুদ বা ফি দিতে পারবেন।

প্র২৫: টিডিএস যিনি কাটবেন তিনি কী করে টিডিএস-এর হিসাব রাখবেন?

উ: টিডিএস যিনি কাটবেন তিনি নীচে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁর কাটা টিডিএস-এর হিসাব রাখবেন—

ক) টিডিএস আদায়কারীকে সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ২৪ অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে।

খ) তাঁদের আদায় করা ও জিএসটিআর-৭-এ জ্ঞাপিত টিডিএস-এ টাকা, টাকা আদায়ের পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে জমা করতে হবে।

গ) আদায়কৃত টাকা সরবরাহকারীর বৈদ্যুতিন নগদ খাতায় প্রদর্শিত হবে।

ঘ) টিডিএস আদায়কারী টিডিএস কাটার পর সরবরাহকারীকে টাকা কাটার একটি শংসাপত্র দেবেন। যদি কোনও কারণে এই শংসাপত্র পাঁচ দিনের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে আদায়কারীকে প্রত্যেক দিনের জন্য ১০০ টাকা হিসেবে, অনধিক ৫০০০ টাকা, ফি দিতে হবে।

প্র২৬: টিসিএস কী?

উ: এই বিধান সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৫২-য় বর্ণিত ই-কমার্স অপারেটরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রত্যেক ই-কমার্স অপারেটর, যিনি প্রতিনিধি (এজেন্ট) হিসেবে কাজ করছেন না, তাঁর মাধ্যমে হওয়া 'সমস্ত করযোগ্য সরবরাহের নেট মূল্যের' (যে সমস্ত সরবরাহের

বিবেচনামূল্য এই অপারেটর সংগ্রহ করেন) একটি অংশ সরিয়ে রাখবেন, এর হার এক শতাংশের বেশি হবে না। এই সরিয়ে রাখা অঙ্ক ই-কমার্স অপারেটর যথোপযুক্ত জিএসটি খাতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে জমা করবেন। টিসিএস হিসেবে জমা দেওয়া অর্থ সরবরাহকারীর ইলেকট্রনিক ক্যাশ লেজারে প্রদর্শিত হবে।

প্র২৭: 'করযোগ্য সরবরাহের নেট মূল্য' বলতে কী বোঝায়?

উ: 'করযোগ্য সরবরাহের নেট মূল্য' বলতে বোঝায় ধারা ৯(৫)-এ বিজ্ঞাপিত পরিষেবাগুলি ছাড়া সমস্ত পণ্য ও পরিষেবার সর্বমোট মূল্য যা ঐ অপারেটরের মাধ্যমে কোনও একটি মাসে সমস্ত রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি সরবরাহ করেছেন, এর থেকে ঐ মাসে সরবরাহকারীদের কাছে ফেরত চলে আসা করযোগ্য সরবরাহগুলির সর্বমোট মূল্য বাদ দিতে হবে।

প্র২৮: ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ট্যাক্স দেওয়ার জন্য কি ক্রেডিট কার্ডটি জিএসটিএন পোর্টাল-এ নথিবদ্ধ (রেজিস্টার) করতে হবে?

উ: হ্যাঁ। যে সরবরাহকারী ক্রেডিট কার্ড-এর মাধ্যমে ট্যাক্স জমা করতে চান তাঁকে আগে ক্রেডিট কার্ড জিএসটিএন পোর্টাল-এ নথিবদ্ধ করতে হবে। জিএসটিএন সেই ক্রেডিট কার্ডটির বৈধতা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখবে এবং তার বৈধতা ব্যাঙ্কের স্বীকৃতি পেলে সেই কার্ডটি ব্যবহার করা যাবে।

৮

ইলেকট্রনিক কমার্স
ELECTRONIC COMMERCE

প্র১: ইলেকট্রনিক কমার্স কী?

উ: সংজ্ঞা অনুযায়ী ইলেকট্রনিক কমার্সের অর্থ— পণ্য বা পরিষেবা বা দুইয়েরই সরবরাহ— এর মধ্যে ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ডিজিটাল উৎপাদনগুলিও অন্তর্ভুক্ত।

প্র২: ই-কমার্স অপারেটর কে?

উ: সংজ্ঞা অনুযায়ী ইলেকট্রনিক কমার্স অপারেটর হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ইলেকট্রনিক কমার্স সংক্রান্ত কোনও ডিজিটাল অথবা ইলেকট্রনিক সুবিধা বা মঞ্চের মালিক বা চালক বা ব্যবস্থাপক।

প্র৩: ই-কমার্স অপারেটরদের রেজিস্ট্রেশন নেওয়া কি বাধ্যতামূলক?

উ: হ্যাঁ, ই-কমার্স অপারেটররা প্রারম্ভিক কর ছাড় (threshold exemption) পাবেন না। তাঁদের সরবরাহের মূল্য যাই হোক না কেন তাঁদের রেজিস্ট্রেশন নিতেই হবে।

প্র৪: যদি কোনও সরবরাহকারী ই-কমার্স অপারেটরের মাধ্যমে পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ করেন তাহলে তিনি কি প্রারম্ভিক কর ছাড় (threshold exemption) পাবেন?

উ: না। এইরকম সরবরাহকারীরা প্রারম্ভিক কর ছাড়ের সুবিধা পাবেন না। সরবরাহের মূল্যের পরিমাণ নির্বিশেষে এঁদের রেজিস্ট্রেশনও নিতে হবে। অবশ্য, এই নিয়ম তখনই প্রযোজ্য যখন সরবরাহটি করা হচ্ছে এমন কোনও ই-কমার্স অপারেটরের মাধ্যমে যিনি উৎসে কর আদায় করার জন্য দায়বদ্ধ।

প্র৫: যে ই-কমার্স অপারেটরের মাধ্যমে পণ্য বা পরিষেবার সরবরাহটি হচ্ছে মূল সরবরাহকারীর পরিবর্তে তিনিই কি কর প্রদানে দায়বদ্ধ?

উ: হ্যাঁ, কিন্তু শুধুমাত্র কতকগুলি বিজ্ঞাপিত (notified) পরিষেবার জন্যই। ঐ পরিষেবাগুলি কোনও ইলেকট্রনিক কমার্স অপারেটরের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়ে থাকলে ঐ অপারেটরকেই কর প্রদান করতে হবে; এই আইনের সমস্ত নির্দেশ ঐ ইলেকট্রনিক কমার্স অপারেটরদের ক্ষেত্রে এমনভাবে প্রযোজ্য হবে যেন এইসব পরিষেবা সরবরাহের জন্য কর প্রদানের দায়ভার তাঁরই।

প্র৬: বিজ্ঞাপিত পরিষেবাগুলির (notified services) উপর কর প্রদানের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক কমার্স অপারেটররা প্রারম্ভিক কর ছাড় (threshold exemption) পাবেন কি?

উ: না। যে ই-কমার্স অপারেটরদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত পরিষেবা সরবরাহ হচ্ছে করের দায়ভারও তাঁদেরই। এঁরা কোনও প্রারম্ভিক কর ছাড় পাবেন না।

প্র৭: উৎসে কর আদায় [Tax Collection at Source (TCS)] কী?

উ: ই-কমার্স অপারেটরদের তাঁদের মাধ্যমে হওয়া করযোগ্য সরবরাহগুলির নেট মূল্যের অনধিক এক শতাংশ হারে একটি অঙ্ক আদায় করে রাখতে হবে, যদি ঐ সরবরাহের মূল্য তাঁর মাধ্যমেই সংগৃহীত হয়। এইভাবে আদায় হওয়া অঙ্কই উৎসে কর আদায় (TCS) বলে পরিচিত।

প্র৮: ই-কমার্স কোম্পানির খরিদ্দাররা প্রায়শই পণ্য ফেরত দিতে চান। এই ফেরতগুলি কীভাবে মেলানো হবে?

উ: করযোগ্য সরবরাহের শুধু নেট মূল্যের উপরেই ই-কমার্স কোম্পানিগুলি কর আদায় করবেন। অর্থাৎ, ফেরত আসা সরবরাহগুলির মূল্য করযোগ্য সরবরাহের সর্বমোট মূল্যের সঙ্গে মিটমাট করে নেওয়া হবে।

প্র৯: "করযোগ্য সরবরাহের নেট মূল্য" বলতে কী বোঝানো হচ্ছে?

উ: "করযোগ্য সরবরাহের নেট মূল্য" মানে কোনও একটি মাসে একজন অপারেটরের মাধ্যমে সমস্ত রেজিস্টার্ড ব্যক্তি দ্বারা সরবরাহ হওয়া সমস্ত করযোগ্য পণ্য বা পরিষেবা বা দুইয়েরই মোট মূল্য (এর মধ্যে সেইসব পরিষেবা ধরা হচ্ছে না যেগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কর দায়ভার ঐ ই-কমার্স অপারেটরের) থেকে ঐ মাসে সরবরাহকারীদের কাছে ফেরত যাওয়া করযোগ্য সরবরাহগুলির সর্বমোট মূল্য বাদ দিলে যা পড়ে থাকে সেই রাশিটি।

প্র১০: প্রত্যেক ই-কমার্স অপারেটরই কি মূল সরবরাহকারীর তরফে কর আদায় করতে দায়বদ্ধ?

উ: হ্যাঁ। সরবরাহের মূল্য বা বিবেচনা (consideration) যদি ই-কমার্স অপারেটর সংগ্রহ করেন তাহলে তাঁকে করও আদায় করতে হবে।

প্র১১: ই-কমার্স অপারেটর এই আদায়ের কাজটি কখন করবেন?

উ: যে মাসে সরবরাহটি হচ্ছে আদায়টিও সেই মাসেই করতে হবে।

প্র১২: ই-কমার্স অপারেটর যে টিসিএস আদায় করছেন তা কখন সরকারের ঘরে জমা দেবেন?

উ: যে মাসে আদায়টি হয়েছে তা শেষ হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে এই অঙ্কটি যথোপযুক্ত সরকারের ঘরে জমা করতে হবে।

প্র১৩: মূল সরবরাহকারীরা এই টিসিএস-এর ক্রেডিট কীভাবে পাবেন?

উ: যথোপযুক্ত সরকারের ঘরে জমা করা টিসিএস ই-কমার্স অপারেটরের দাখিল করা বিবৃতির ভিত্তিতে মূল রেজিস্টার্ড সরবরাহকারীর (যাঁর তরফে এই আদায় হয়েছে) ক্যাশ লেজারে প্রদর্শিত হবে। মূল সরবরাহকারী তাঁর সরবরাহজনিত করদায় মেটানোর জন্য এই ক্রেডিট ব্যবহার করতে পারবেন।

প্র১৪: ই-কমার্স অপারেটরকে কোনও বিবৃতি দাখিল করতে হবে কি? ঐ বিবৃতিতে কী কী খুঁটিনাটি দিতে হবে?

উ: হ্যাঁ। প্রত্যেক অপারেটর মাস শেষ হওয়ার দশ দিনের মধ্যে একটি ইলেকট্রনিক বিবৃতি দাখিল করবেন, তাতে থাকবে ঐ মাসে তাঁর মাধ্যমে সংঘটিত সমস্ত বহির্মুখী সরবরাহের (পণ্য/পরিষেবা) খুঁটিনাটি, তাঁর মাধ্যমে ফেরত আসা সমস্ত পণ্য বা পরিষেবার সরবরাহের তথ্য, আর টিসিএস আদায়ের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি। কর আদায়ের অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার পরের অংশে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে অপারেটর একটি বার্ষিক বিবৃতিও দাখিল করবেন।

প্র১৫: ই-কমার্স-এ ম্যাচিং প্রোভিশন কী এবং কীভাবে তা কাজ করবে?

উ: কোনও একটি বিশেষ মাসের সরবরাহ ও অর্থ সংগ্রহের খুঁটিনাটি, যা অপারেটর তাঁর বিবৃতিতে দাখিল করেছেন তা সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীর দাখিল করা ঐ মাসের বা কোনও পূর্ববর্তী মাসের বৈধ রিটার্ন-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। বহির্মুখী সরবরাহের খুঁটিনাটি, যার উপরে কর

সংগ্রহ করা হয়ে গেছে ও অপারেটরের বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যদি তার সঙ্গে সরবরাহকারীর ঘোষিত বিবরণীর অসঙ্গতি ধরা পড়ে তবে তা উভয়কেই জানানো হবে।

প্র১৬: কী হবে যদি বিবরণের মধ্যে গরমিল থেকেই যায়?

উ: পাওনাগণ্ডা সংক্রান্ত যে কোনও অসঙ্গতি, যা তাঁকে জানানো সত্ত্বেও সরবরাহকারী তাঁর ঐ মাসের বৈধ রিটার্নে সংশোধন করে নেননি, তার মূল্যমান তাঁর এই অসঙ্গতি নজরে আনার মাসের পরবর্তী ক্যালেন্ডার মাসের আউটপুট দায়ভারে যোগ হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী, যাঁর আউটপুট করদায়ে এইভাবে কোনও অঙ্ক যোগ হয়ে গেছে, তিনি সুদসহ এই কর মিটিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। কর বাকি পড়ার দিন থেকে প্রদানের দিন পর্যন্ত সুদ প্রযোজ্য।

প্র১৭: কর আধিকারিকদের কোনও অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কি?

উ: ডেপুটি কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদাধিকারী কোনও আধিকারিক ইলেকট্রনিক অপারেটরদের কাছে নির্দিষ্ট খুঁটিনাটি দাখিল করার জন্য নোটিশ দিতে পারেন। এই নোটিশ হাতে পাওয়ার পনেরোটি কাজের দিনের মধ্যে এইসব খুঁটিনাটি দাখিল করতে হবে।

৯

জব ওয়ার্ক
JOB WORK

প্র১: জব ওয়ার্ক কী?

উ: কোনও ব্যক্তি যদি অন্য এক রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির পণ্যের উপর কোনও প্রক্রিয়া নির্বাহকরণ করেন তাহলে কৃত প্রক্রিয়াটিকে জব ওয়ার্ক বলা হয়। যিনি পণ্যের উপর প্রক্রিয়া নির্বাহকরণ করেন তাঁকে জব ওয়ার্কার ও যাঁর পণ্যের উপর প্রক্রিয়া নির্বাহকরণ হয় তাঁকে মূল সরবরাহকারী বলা হয়।

প্র২: কোনও করযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা জব ওয়ার্কারের কাছে প্রেরিত পণ্য কি সরবরাহ? তা কি পণ্য পরিষেবা কর আকর্ষণ করে? কেন?

উ: একে সরবরাহ ধরা হবে। কারণ সরবরাহ সমস্ত ধরনের সরবরাহ যেমন বিক্রি, হস্তান্তর ইত্যাদি সূচিত করে। অবশ্য রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি (মুখ্য সরবরাহকারী) নির্দেশিত নিয়মাবলী মেনে যে কোনও ইনপুট/ক্যাপিটাল গুড্স কর প্রদান না করে কোনও জব ওয়ার্কের জন্য জব ওয়ার্কারের কাছে পাঠাতে পারবেন এবং পরবর্তী সময়ে, অন্য জব ওয়ার্কারদের পাঠাতে পারবেন এবং জব ওয়ার্ক শেষ হলে ইনপুট/ক্যাপিটাল গুড্স ফেরত নিয়ে আসতে পারেন বা এই ইনপুট/ক্যাপিটাল গুড্স পাঠানোর ১/৩ বছরের মধ্যে জব ওয়ার্কারের জায়গা থেকে কর প্রদান করে ভারতের মধ্যে সরবরাহ করতে পারেন অথবা কর না দিয়ে ভারতের বাইরে রফতানি করতে পারেন।

প্র৩: জব ওয়ার্কারের রেজিস্টার্ড হওয়া কি আবশ্যিক?

উ: হ্যাঁ, যেহেতু জব ওয়ার্ক একটি পরিষেবা, তাই মোট টার্নওভার নির্ধারিত প্রারম্ভিক সীমা পেরিয়ে গেলে জব ওয়ার্কারকে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে।

প্র৪: মুখ্য সরবরাহকারীর যেসব পণ্য জব ওয়ার্কারের প্রাঙ্গণ থেকে সরাসরি সরবরাহ করে দেওয়া হচ্ছে তার মূল্য কি জব ওয়ার্কারের মোট টার্নওভারে যোগ হবে?

উ: না। তা মুখ্য সরবরাহকারীর টার্নওভারের অংশ হবে। অবশ্য জব ওয়ার্কের জন্য জব ওয়ার্ক যে মূল্যের পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহার করবে তা জব ওয়ার্কারের পরিষেবা মূল্যের অংশ বলে বিবেচিত হবে।

প্র৫: মুখ্য সরবরাহকারী তাঁর পণ্য সরাসরি জব ওয়ার্কারের প্রাঙ্গণ থেকে সরবরাহ করলে কি সেই পণ্য জব ওয়ার্কারের টার্নওভারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে?

উ: হ্যাঁ। মুখ্য সরবরাহকারীর সেই অধিকার আছে। যে ইনপুট/ক্যাপিটাল গুড্স জব ওয়ার্কারের কাছে সরাসরি পাঠানো হবে মুখ্য সরবরাহকারী তার ইনপুট ক্রেডিট নিতে পারবে। ইনপুট বা ক্যাপিটাল গুড্স যেন যথাক্রমে ১/৩ বছরের মধ্যে মুখ্য সরবরাহকারীর কাছে ফেরত আসে; নচেৎ শুরুতে পাঠানোর কাজটি সরবরাহ বলে গণ্য হবে এবং মুখ্য সরবরাহকারীকে তার উপর কর দিতে হবে।

প্র৬: মুখ্য সরবরাহকারী কি জব ওয়ার্কারের ঠিকানা থেকে কোনও পণ্য ফেরত না এনে সরাসরি সরবরাহ করতে পারেন?

উ: হ্যাঁ, কিন্তু মুখ্য সরবরাহকারীকে রেজিস্টার্ড নয় এমন জব ওয়ার্কারের ঠিকানাকে তাঁর নিজের অতিরিক্ত ব্যবসার ঠিকানা বলে ঘোষণা করতে হবে। যদি জব ওয়ার্কার রেজিস্টার্ড হন সেক্ষেত্রে কোনও পণ্যকে জব ওয়ার্কারের ঠিকানা থেকে সরাসরি সরবরাহ করা যাবে। এ বিষয়ে কমিশনার এমন সমস্ত পণ্য চিহ্নিত করতে পারবেন যা জব ওয়ার্কের জন্য পাঠানোর পর জব ওয়ার্কারের ঠিকানা থেকে সরাসরি সরবরাহ করা যাবে।

প্র৭: জব ওয়ার্কারের ঠিকানাকে নিজের অতিরিক্ত ব্যবসার ঠিকানা বলে ঘোষণা না করেই কোন অবস্থায় মুখ্য সরবরাহকারী জব ওয়ার্কারের ঠিকানা থেকে সরাসরি পণ্য সরবরাহ করতে পারবেন?

উ: দুটি ক্ষেত্রে জব ওয়ার্কারের ঠিকানা থেকে সরাসরি পণ্য সরবরাহ করলেও জব ওয়ার্কারের ঠিকানাকে নিজের অতিরিক্ত ব্যবসার ঠিকানা বলে ঘোষণা করতে হবে না। যেমন, যখন জব ওয়ার্কার একজন রেজিস্টার্ড ব্যক্তি অথবা মুখ্য সরবরাহকারী কমিশনার- চিহ্নিত পণ্য সরবরাহে যুক্ত থাকবেন।

প্র৮: জব ওয়ার্কারের কাছে পাঠানো ইনপুট/ক্যাপিটাল গুড্সের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়ার নিয়মগুলি কী?

উ: মুখ্য সরবরাহকারী জব-ওয়ার্কারের কাছে যে ইনপুট/ক্যাপিটাল গুড্স পাঠাবেন তা নিজের

ঠিকানায় এনে তার পরে পাঠানো হোক, বা সরাসরি জব ওয়ার্কারের ঠিকানায় পাঠানো হোক, উভয় ক্ষেত্রেই ইনপুট/ক্যাপিটাল গুড্‌সের উপর ক্রেডিট পাবেন। অবশ্য জব ওয়ার্কের পর ১/৩ বছরের মধ্যে ইনপুট/ক্যাপিটাল গুড্‌স ফেরত আনতে হবে বা জব ওয়ার্কারের ঠিকানা থেকে সরবরাহ করতে হবে।

প্র৯: যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইনপুট বা ক্যাপিটাল গুড্‌স ফেরত না আনা হয় বা জব ওয়ার্কারের ঠিকানা থেকে সরবরাহ করা না হয় তাহলে কী হবে?

উ: যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইনপুট বা ক্যাপিটাল গুড্‌স ফেরত না আনা হয় বা জব ওয়ার্কারের ঠিকানা থেকে সরবরাহ না করা হয় তখন মুখ্য সরবরাহকারী দ্বারা জব ওয়ার্কারের কাছে পাঠানো ইনপুট/ক্যাপিটাল গুড্‌সকে সরবরাহ বলে গণ্য করা হবে, সরবরাহের তারিখ ধরা হবে মুখ্য সরবরাহকারী যেদিন তা পাঠিয়েছিলেন সেই দিনটি (অথবা যে ক্ষেত্রে মুখ্য সরবরাহকারীর ঠিকানায় না পৌঁছে সরাসরি জব ওয়ার্কারের ঠিকানায় ইনপুট বা ক্যাপিটাল গুড্‌স পৌঁছেছে সেই দিনটি)। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অবস্থা অনুযায়ী মুখ্য সরবরাহকারীকে কর দিতে হবে।

প্র১০: কিছু ক্যাপিটাল গুড্‌স, যেমন জিগস (jigs) এবং ফিক্সচার (fixture), পুনর্ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং একবার ব্যবহার করার পর স্ক্র্যাপ রূপে বিক্রি করা হয়। জব ওয়ার্ক ব্যবস্থায় এই বস্তুগুলির জন্য কী নিয়ম স্থির করা হয়েছে?

উ: তিন বছরের মধ্যে ক্যাপিটাল গুড্‌স ফেরত আনার নিয়ম মোল্ড (mould), ডাই (die), জিগ, ফিক্সচার বা যন্ত্রাংশের (tool) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

প্র১১: জব ওয়ার্কের সময় যে ছাঁট বা স্ক্র্যাপ উৎপন্ন হয় তার জন্য কী নিয়ম স্থির করা হয়েছে?

উ: জব ওয়ার্কার যদি রেজিস্টার্ড হন তিনি নিজের ঠিকানা থেকে কর প্রদান করে ছাঁট বা স্ক্র্যাপ বিক্রি করতে পারবেন। যদি জব ওয়ার্কার রেজিস্টার্ড না হন মুখ্য সরবরাহকারী কর প্রদান করে সেই ছাঁট বা স্ক্র্যাপ সরবরাহ করবেন।

প্র১২: অন্তর্বর্তী পণ্য (intermediate goods) কি জব ওয়ার্কের জন্য পাঠানো যাবে?

উ: হ্যাঁ। জব ওয়ার্কের জন্য পাঠানো ইনপুটের সংজ্ঞায় ইন্টারমিডিয়েট গুড্‌স অন্তর্ভুক্ত আছে। অর্থাৎ, ইনপুটের উপর মুখ্য সরবরাহকারী বা জব ওয়ার্কার কর্তৃক কোনও প্রক্রিয়া নির্বাহকরণের পর উৎপন্ন বস্তু ফের জব ওয়ার্কের জন্য পাঠানো যাবে।

প্র১৩: জব ওয়ার্ক সংক্রান্ত হিসাব রাখার জন্য কে দায়বদ্ধ?

উ: এই দায়িত্ব সম্পূর্ণ রূপে মুখ্য সরবরাহকারীর। তিনি ইনপুট এবং ক্যাপিটাল গুড্স সম্পর্কিত জব ওয়ার্কের যথাযথ হিসাব রাখবেন।

প্র১৪: জব ওয়ার্কের জন্য নির্ধারিত নিয়মগুলি কি সমস্ত প্রকার পণ্যের জন্য প্রযোজ্য?

উ: না। জব ওয়ার্কের জন্য নির্ধারিত নিয়মগুলি শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা পাঠানো করযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ এই নিয়মগুলি করমুক্ত বা করযোগ্য নয় এমন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, অথবা রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত অন্য প্রেরকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

প্র১৫: মুখ্য সরবরাহকারীকে কি জব ওয়ার্ক সংক্রান্ত নিয়মগুলি বাধ্যতামূলক ভাবে মানতে হবে?

উ: না। মুখ্য সরবরাহকারী জিএসটি প্রদত্ত কর প্রদানের পর ইনপুট বা ক্যাপিটাল গুড্স পাঠালে এই বিশেষ নিয়মগুলি মানতে হবে না। এ ক্ষেত্রে জব ওয়ার্কার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবে এবং প্রক্রিয়াকরণের পর (জব ওয়ার্কের পর) প্রক্রিয়াজাত পণ্যটি জিএসটি দিয়ে মুখ্য সরবরাহকারীকে সরবরাহ করবে।

প্র১৬: জব ওয়ার্কার এবং মুখ্য সরবরাহকারীকে একই রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অধীন হতে হবে?

উ: না, এমন হওয়ার দরকার নেই। জব ওয়ার্কার সংক্রান্ত নিয়মগুলি আইজিএসটি আইন ও ইউটিজিএসটি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই কারণে জব ওয়ার্কার এবং মুখ্য সরবরাহকারী একই রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কিংবা ভিন্ন রাজ্য ও ভিন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত হতে পারেন।

১০

ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট
Input Tax Credit

প্র১: ইনপুট ট্যাক্স কী?

উ: ইনপুট ট্যাক্স মানে কেন্দ্রীয় কর (সিজিএসটি), রাজ্য কর (এসজিএসটি), সংহত কর (আইজিএসটি) অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর (ইউটিজিএসটি)— যা একজন রেজিস্টার্ড ব্যক্তিকে সরবরাহ করা পণ্য বা পরিষেবা বা দুইয়ের উপরেই প্রদেয় হয়েছে। বিপরীত আরোপ বা রিভার্স চার্জ হিসেবে প্রদেয় কর এবং আমদানিকৃত পণ্যের উপর প্রদেয় সংহত করও এর অন্তর্গত। কম্পোজিশন লেভিতে প্রদত্ত কর অবশ্য এর আওতায় আসবে না।

প্র২: বিপরীত আরোপ অর্থাৎ রিভার্স চার্জে প্রদত্ত জিএসটিকে কি ইনপুট ট্যাক্স বলা যাবে?

উ: হ্যাঁ, রিভার্স চার্জে প্রদেয় ট্যাক্স ইনপুট ট্যাক্সের সংজ্ঞাতেই অন্তর্ভুক্ত আছে।

প্র৩: ইনপুট পণ্য, ইনপুট পরিষেবা ও মূলধনী পণ্য (ক্যাপিটাল গুড্‌স)— এদের ওপর প্রদত্ত করকে ইনপুট ট্যাক্স ধরা হবে কি?

উ: হ্যাঁ, ইনপুট পণ্য, ইনপুট পরিষেবা আর ক্যাপিটাল গুড্‌সের উপর প্রদত্ত কর এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ক্যাপিটাল গুড্‌সের উপর প্রদত্ত কর-এর ক্রেডিট এক লপ্তেই নেওয়া অনুমোদিত।

প্র৪: পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহের উপর প্রদেয় সমস্ত ইনপুট ট্যাক্সের ক্রেডিটই কি জিএসটিতে অনুমোদিত?

উ: একজন রেজিস্টার্ড ব্যক্তি তাঁকে সরবরাহ করা পণ্য বা পরিষেবা বা দুইয়েরই উপর প্রদেয় ইনপুট

ট্যাক্সের ক্রেডিট নিতে তখনই পারবেন যদি ঐ পণ্য বা পরিষেবা বা উভয়ই ব্যবসার স্বার্থে বা ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত হয় বা সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়, অন্যান্য শর্তাবলী ও বিধিনিষেধ সাপেক্ষে।

প্র৫: আইটিসি গ্রহণের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি কী?

উ: একজন রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তিকে আইটিসি পেতে গেলে নিচের চারটি শর্ত পূরণ করতে হবে :

ক) তাঁর কাছে ট্যাক্স ইনভয়েস অথবা ডেবিট নোট অথবা প্রস্তাবিত (prescribed) আর কোনও কর প্রদানের নথিপত্র থাকতে হবে;

খ) তিনি পণ্য বা পরিষেবা বা উভয়ই গ্রহণ করেছেন;

গ) সরবরাহকারী এই সরবরাহের জন্য প্রদেয় কর সরকারের কাছে জমা করেছেন; এবং

ঘ) তিনি ধারা ৩৯ মোতাবেক রিটার্ন জমা করেছেন।

প্র৬: যদি একটি ইনভয়েসে পাঠানো পণ্য ভাগে ভাগে বা কিস্তিতে পৌঁছয় তাহলে রেজিস্টার্ড প্রাপক কীভাবে আইটিসির অধিকার পাবেন?

উ: রেজিস্টার্ড ব্যক্তিটি একদম শেষভাগ বা কিস্তি প্রাপ্তির পরেই ক্রেডিটের অধিকারী হবেন।

প্র৭: সরবরাহকারীকে সরবরাহের জন্য প্রাপ্য অর্থ (বা বিবেচনা) কর সহ মিটিয়ে না দিয়েও কী কেউ ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারবেন?

উ: হ্যাঁ, প্রাপক আইটিসি নিতে পারবেন। কিন্তু ইনভয়েস কাটার ১৮০ দিনের মধ্যে সমস্ত পাওনা তাঁকে কর সহ মিটিয়ে দিতে হবে। এই শর্ত বিপরীত আরোপে প্রদেয় করের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

প্র৮: ইনভয়েস কাটার ১৮০ দিনের মধ্যে কর সহ পাওনা না মেটালে রেজিস্টার্ড ব্যক্তি যে আইটিসি নিয়ে নিয়েছেন তার কী হবে?

উ: এক্ষেত্রে আইটিসির অঙ্ক ঐ ব্যক্তির আউটপুট ট্যাক্স দায়ের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে। তাঁকে সুদও দিতে হবে। তবে, কর সহ ঐ পাওনা মিটিয়ে দিলে তিনি আবার আইটিসি পাবেন।

প্র৯: করযোগ্য ব্যক্তিকে পণ্য সরবরাহ না করে যদি অন্য কাউকে সরবরাহ করা হয় (বিল এখানে—প্রেরণ অন্যখানে, এইরকম ক্ষেত্রগুলিতে) তাহলে আইটিসি কে পাবেন?

উ: যদি রেজিস্টার্ড ব্যক্তির নির্দেশক্রমে পণ্যটি কোনও তৃতীয় ব্যক্তিকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে তাহলে ঐ রেজিস্টার্ড ব্যক্তিই সরবরাহ পেয়েছেন বলে ধরে নেওয়া হবে। সুতরাং ঐ নির্দেশদাতা ব্যক্তিই আইটিসি ভোগ করবেন।

প্র১০: আইটিসি নেওয়ার কোনও সময়সীমা আছে? থাকলে, তার কারণই বা কী?

উ: আইটিসির জন্য প্রয়োজনীয় ইনভয়েস বা ডেবিট নোটটি যে অর্থবর্ষে ইস্যু করা হয়েছে সেই অর্থবর্ষ পূর্ণ হওয়ার ঠিক পরের সেপ্টেম্বর মাসের রিটার্ন জমা দেওয়ার (ধারা ৩৯ অনুযায়ী) নির্দিষ্ট তারিখ, অথবা বার্ষিক রিটার্ন জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ— এই দুইয়ের মধ্যে যেটি আগে— পেরিয়ে গেলে রেজিস্টার্ড ব্যক্তি আর আইটিসি নিতে পারবেন না। সুতরাং, আইটিসি নেওয়ার সর্বোচ্চ সীমা হলো— পরবর্তী অর্থবর্ষের ২০শে অক্টোবর অথবা বার্ষিক রিটার্নের তারিখ— যেটা আগে।

এই বাধা নিষেধের অন্তর্গত কারণ এই যে পরবর্তী অর্থবর্ষের সেপ্টেম্বর মাসের পরে রিটার্নে কোনও পরিবর্তন করার অনুমোদন নেই। আর সেপ্টেম্বরের আগেই যদি বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ঐ দাখিলের পরে আর কোনও পরিবর্তনই করা চলবে না।

প্র১১: যখন রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি আয়কর আইন, ১৯৬১ মোতাবেক ক্যাপিটাল পণ্যের জন্য ব্যয়িত মূল্যের করের অংশের উপরে মূল্যহ্রাস (depreciation) দাবি করেন, তখন তিনি কি আইটিসি পাওয়ার যোগ্য?

উ: মূল্যহ্রাস দাবি করা এই কর অংশের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট মিলবে না।

প্র১২: করযোগ্য পণ্য অথবা পরিষেবা অথবা দুইয়েরই সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি ইনপুটের উপর প্রদত্ত কর-এরই কি ক্রেডিট মিলবে?

উ: হ্যাঁ, আইনে নির্ধারিত অল্প কিছু সামগ্রীর একটি তালিকা বাদ দিয়ে সব কিছুর উপরেই ক্রেডিট পাওয়া যাবে। ঐ তালিকার সামগ্রীগুলি মূলত এই : ব্যক্তিগত ব্যবহারের সামগ্রী, সেই ধরনের ইনপুট যা ব্যবহারের ফলে স্থাবর সম্পত্তির উৎপত্তি হয় (plant and machinery বাদে), টেলিযোগাযোগের টাওয়ার, কারখানার বাইরে পাতা পাইপলাইন, ইত্যাদি। এছাড়া, কর ফাঁকি ধরা পড়ার ফলে জমা দেওয়া করের ক্রেডিট হয় না।

প্র১৩: তথ্য প্রযুক্তি ব্যবসায় নিযুক্ত একজন করযোগ্য ব্যক্তি তাঁর নির্বাহী পরিচালকদের ব্যবহারের জন্য একটি মোটরগাড়ি কিনলেন। তিনি কি তাঁর কেনা এই গাড়িটির উপর দেওয়া জিএসটি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হিসেবে ভোগ করতে পারবেন?

উ: না। যদি করযোগ্য ব্যক্তি শুধুমাত্র যাত্রী বা পণ্য পরিবহন ব্যবসা অথবা মোটরযানের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবসায় নিয়োজিত থাকেন একমাত্র তাহলেই তিনি মোটর গাড়ির উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পেতে পারেন।

প্র১৪: কখনো কখনো নানা কারণে পণ্য বিনষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়। এই ধরনের পণ্যের উপর আইটিসি পাওয়া যাবে?

উ: না। খোয়া যাওয়া, চুরি যাওয়া, ধ্বংস বা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বা খাতা থেকে মুছে দেওয়া (written off) কোনও পণ্যের উপর আইটিসি নেওয়া যাবে না। উপরন্তু, উপহার বা বিনামূল্যে বিতরিত নমুনার ক্ষেত্রেও আইটিসি অনুমোদিত নয়।

প্র১৫: ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবনের নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত পণ্য ও পরিষেবার আইটিসি পাওয়া যাবে কি?

উ: না। কারখানা ও যন্ত্রাদি (plant and machinery) ছাড়া কোনও স্থাবর সম্পত্তি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত পণ্য বা পরিষেবার আইটিসি পাওয়া যাবে না। কারখানা ও যন্ত্রাদির মধ্যে ধরা হবে শুধু সেইসব যন্ত্রাংশ, উপকরণ বা যন্ত্রপাতি (apparatus, equipment and machinery) যা ভিত বা কাঠামোর দ্বারা ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত, তবে জমি বা বাড়ি, আরো অনেক কিছুর মতোই, এর মধ্যে ধরা হবে না।

প্র১৬: নতুন রেজিস্ট্রেশন নেওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইটিসির প্রাপ্তিযোগ্যতা কী?

উ: রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি তাঁর রেজিস্ট্রেশন মঞ্জুর হওয়ার ঠিক আগের দিনে স্টকে মজুত ইনপুট, আর সমাপ্ত বা অর্ধসমাপ্ত পণ্যের মধ্যে অবস্থিত ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন। এই ব্যক্তি যদি রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকেন আর যেদিন তিনি রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ হয়েছেন সেদিন থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করে থাকেন তাহলে তিনি তাঁর করদায় শুরু হওয়ার ঠিক আগের দিন তাঁর স্টকে মজুত ইনপুট, এবং সমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত পণ্যের মধ্যে অবস্থিত ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন।

প্র১৭: এক ব্যক্তির ১লা অগস্ট, ২০১৭ থেকে করদায় শুরু হলো, তিনি রেজিস্ট্রেশন নিলেন ১৫ই অগস্ট, ২০১৭-য়। এই ব্যক্তির কোন তারিখের স্টকে মজুত ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট প্রাপ্য হবে?

ক) ১লা অগস্ট, ২০১৭
খ) ৩১শে জুলাই, ২০১৭
গ) ১৫ই অগস্ট, ২০১৭
ঘ) অতীতের জন্য ক্রেডিট মিলবে না।

উ: খ) ৩১শে জুলাই, ২০১৭।

প্র১৮: যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রেশন নিয়েছেন, তাঁর মজুত ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়ার যোগ্যতা কী?

উ: স্বেচ্ছায় রেজিস্টার্ড ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশনের ঠিক আগের দিন স্টকে মজুত ইনপুট সমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত পণ্যের মধ্যে অবস্থিত ইনপুটের উপর প্রদত্ত কর-এর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার অধিকারী।

প্র১৯: যখন কোনও রেজিস্টার্ড ব্যক্তির গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন ঘটে, তাঁর ইনপুট ট্যাক্সের যোগ্যতা কী?

উ: যদি গঠনতন্ত্রগত পরিবর্তনের (change in the constitution) সময় দায়ভার হস্তান্তরের নির্দিষ্ট বিধান থাকে, তাহলে রেজিস্টার্ড ব্যক্তি তাঁর ইলেকট্রনিক লেজারে পড়ে থাকা অব্যবহৃত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পরিবর্তিত গঠনতন্ত্রে হস্তান্তর করে দিতে পারবেন।

প্র২০: করযোগ্য ব্যক্তি যে পণ্য বা পরিষেবা বা উভয়ই পেয়েছেন তা যদি করযোগ্য ও নিষ্কর (non-taxable), দু'রকম সরবরাহ সম্পাদন করতেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন কি?

উ: রেজিস্টার্ড ব্যক্তি শুধুমাত্র করযোগ্য সরবরাহের সঙ্গে সম্বন্ধিত পণ্য বা পরিষেবা বা দুইয়েরই উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন। যথাযোগ্য ক্রেডিটের পরিমাণ গণনার পদ্ধতি বিধিতে নির্দেশিত হবে।

প্র২১: শুধু করযোগ্য সরবরাহ সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত পণ্য বা পরিষেবা বা দুইয়ের উপরেই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট অনুমোদিত— তাহলে করমুক্ত (exempt) সরবরাহ রফতানি করা হলে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নষ্ট হয়ে যাবে না?

উ: শূন্য হারযুক্ত (zero-rated) সরবরাহগুলিকে করযোগ্য সরবরাহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, যাতে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট না বাতিল হয়ে যায়। সংহত পণ্য ও পরিষেবা কর আইনে (Integrated Goods and Services Tax Act) শূন্য হারযুক্ত সরবরাহের ক্ষেত্রটি নির্দেশিত হয়েছে— এতে এমনকি করমুক্ত (exempt) সরবরাহগুলিও অন্তর্ভুক্ত আছে।

প্র২২: নিম্নলিখিত কোনটি ক্রেডিট নেবার উপযুক্ত করযোগ্য সরবরাহ বলে গণ্য হবে?

ক) শূন্য হারযুক্ত সরবরাহ

খ) করমুক্ত সরবরাহ

গ) দুইই

উ: ক) শূন্য হারযুক্ত সরবরাহ।

প্র২৩: একজন রেজিস্টার্ড ব্যক্তি যে পণ্য বা পরিষেবা পেলেন তার কিছুটা তিনি ব্যবসার কাজে ব্যবহার করলেন, অন্য অংশটা ব্যবহার করলেন অন্য উদ্দেশ্যে— সেক্ষেত্রে কি তিনি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন?

উ: পণ্য বা পরিষেবা বা দুইয়েরই শুধু ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অংশের উপরেই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট লভ্য। উপযুক্ত পরিমাণ ক্রেডিটের গণনা সংক্রান্ত পদ্ধতি বিধিতে নির্দেশিত হবে।

প্র২৪: এক ব্যক্তি যৌগিক ভিত্তিতে (compounding basis) কর দিচ্ছেন, যৌগিক সীমা (compounding threshold) অতিক্রম করে তিনি একজন নিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। ইনি কি আইটিসি পাবেন? পেলে, তা কবে থেকে পাবেন?

উ: যেদিন থেকে তাঁর যৌগিক যোজনার (compounding scheme) যোগ্যতা শেষ হয়ে গেল ঠিক তার আগের দিন ঐ ব্যক্তি তাঁর মজুত স্টকের মধ্যে উপস্থিত ইনপুট এবং সমাপ্ত বা অর্ধসমাপ্ত পণ্যের মধ্যে উপস্থিত ইনপুট এবং ক্যাপিটাল পণ্যের উপর (নির্দেশিত শতকরা হার অনুযায়ী হ্রাস করে নিয়ে) আইটিসি নিতে পারবেন। উপযুক্ত পরিমাণ ক্রেডিটের গণনা সংক্রান্ত পদ্ধতি বিধিতে নির্দেশিত হবে।

প্র২৫: ব্যাঙ্কিং কোম্পানিগুলির জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে কি?

উ: নির্ধারিত (specified) কিছু পরিষেবা সরবরাহকারী ব্যাঙ্কিং কোম্পানি বা আর্থিক সংস্থাগুলি (নন্-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থাগুলি সহ) হয় আনুপাতিক হারে ক্রেডিট নেবে, নয়তো উপযুক্ত (eligible) ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের ৫০% গ্রহণ করতে পারবে।

প্র২৬: শ্রীমান ক একজন রেজিস্টার্ড ব্যক্তি। ইনি ৩০শে জুলাই, ২০১৭ পর্যন্ত যৌগিক যোজনায় (composition scheme) কর দিয়েছেন। ৩১শে জুলাই, ২০১৭ থেকে ইনি নিয়মিত করদাতার স্তরে এসে গেলেন। শ্রীমান ক কি আইটিসি পাবেন?

উ: ৩০শে জুলাই, ২০১৭ তারিখে শ্রীমান ক তাঁর মজুত স্টকে উপস্থিত ইনপুট এবং সমাপ্ত বা অর্ধসমাপ্ত পণ্যের মধ্যে উপস্থিত ইনপুট এবং ক্যাপিটাল পণ্যের উপর (নির্দেশিত শতকরা হার অনুযায়ী হ্রাস করে নিয়ে) আইটিসি নিতে পারবেন।

প্র২৭: শ্রীমান খ ৫ই জুন, ২০১৭ তারিখে স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করলেন। ইনি রেজিস্ট্রেশন পেলেন ২২শে জুন, ২০১৭। শ্রীমান খ তাঁর ..... তারিখে স্টকে মজুত ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন?

উ: শ্রীমান খ ২১শে জুন, ২০১৭ তারিখে তাঁর স্টকে মজুত ইনপুট এবং সমাপ্ত বা অর্ধসমাপ্ত পণ্যের মধ্যে মজুত ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন। শ্রীমান খ ক্যাপিটাল পণ্য সংক্রান্ত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন না।

প্র২৮: কোনও রেজিস্টার্ড ব্যক্তি যৌগিক যোজনা (composition scheme) বেছে নিলে বা তাঁর সরবরাহ করা পণ্য বা পরিষেবা বা দুইই সম্পূর্ণ করমুক্ত (wholly exempt) হয়ে গেলে তাঁর জমা থাকা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের কী হবে?

উ: পছন্দ বাছাইয়ের দিন বা করমুক্তির দিনের ঠিক আগের দিনের মজুত স্টকের উপর যা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হয় তার সমপরিমাণ অর্থ ঐ রেজিস্টার্ড ব্যক্তিকে মিটিয়ে দিতে হবে। ক্যাপিটাল পণ্যের ক্ষেত্রে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ একটি নির্দেশিত শতকরা হারে হ্রাস করে নেওয়া হবে। এই অর্থপ্রদান বৈদ্যুতিন ক্রেডিট লেজার থেকে মেটানো যেতে পারে— যদি তাতে যথেষ্ট জমা থাকে। বিকল্পে তা বৈদ্যুতিন ক্যাশ লেজার থেকেও মেটানো যেতে পারে। তার পরে ক্রেডিট লেজারে কোনও রাশি থেকে গেলে তা তামাদি হয়ে যাবে।

প্র২৯: আইটিসি নেওয়ার সময়সীমা সংক্রান্ত কোনও বাধানিষেধ আছে?

উ: নতুন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে, যৌগিক যোজনা (composition scheme) থেকে সাধারণ যোজনায় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, করমুক্ত থেকে করযোগ্য সরবরাহে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ট্যাক্স ইনভয়েসের তারিখের পর এক বছর পেরিয়ে গেলে আর তার উপর আইটিসি নিতে পারবেন না।

প্র৩০: গ্রহীতার দাখিল করা অন্তর্মুখী সরবরাহের (inward supply) বর্ণনার সঙ্গে সরবরাহকারীর দাখিল করা বৈধ রিটার্নে দেওয়া বহির্মুখী সরবরাহের (outward supply) বর্ণনার খুঁটিনাটি মিলল না। তখন কী হবে?

উ: অমিল হলে, দুই পক্ষকেই তা জানানো হবে। এই অমিল শুধরে নেওয়া না হলে তার পরিমাণ গ্রহীতার আউটপুট দায়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। যে মাসে অমিল সংক্রান্ত বিষয়টি জানানো হয়েছে গ্রহীতার তার পরের মাসের রিটার্নে এই সংযোজনটি করা হবে।

প্র৩১: শুধুমাত্র ম্যাচিং-এর পরেই কি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট গ্রাহ্য হবে?

উ: না। ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দু'মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে (provisionally) মঞ্জুর হয়। সরবরাহের খুঁটিনাটিগুলি সিস্টেমে ম্যাচ করা হয় আর অমিলগুলি সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী ও গ্রহীতাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। অমিলের অবসান না হলে গৃহীত আইটিসি স্বংয়ক্রিয়ভাবে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

প্র৩২: অস্থায়ীভাবে (provisionally) মঞ্জুর হওয়া আইটিসি কি সবরকম দায়ভার মেটানোর কাজেই ব্যবহার করা যেতে পারে?

উ: না। অস্থায়ীভাবে মঞ্জুর হওয়া আইটিসি দিয়ে শুধু রিটার্নের স্ব-নির্ধারিত (self-assessed) আউটপুট করই মেটানো যাবে।

প্র৩৩: কোনও করযোগ্য ব্যক্তি যে ক্যাপিটাল পণ্যের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিয়েছেন তা যদি সরবরাহ করেন, তাঁর করের উপর কী প্রভাব পড়বে?

উ: যদি কোনও রেজিস্টার্ড ব্যক্তি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া কোনও ক্যাপিটাল পণ্য বা কারখানা ও যন্ত্রাদি সরবরাহ করেন তাহলে তিনি সেই ক্যাপিটাল পণ্য বা কারখানা ও যন্ত্রাদির উপর নেওয়া ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের পরিমাণ এই মর্মে নির্ধারিত শতকরা হারে হ্রাস করে, অথবা ঐ ক্যাপিটাল পণ্যের বিনিময় মূল্যের (transaction value) উপর প্রযোজ্য করের পরিমাণের মধ্যে যা অধিকতর তার সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করবেন।

প্র৩৪: ক্যাপিটাল পণ্যের উপর আইটিসি নেওয়ার পর কোনও রেজিস্টার্ড ব্যক্তি তা সরবরাহ করে দিলে করের উপর কী প্রভাব হবে?

উ: রেজিস্টার্ড ব্যক্তি তাঁর নেওয়া আইটিসির পরিমাণ (একটি নির্ধারিত শতকরা হারে হ্রাস করে) অথবা বিনিময় মূল্যের উপর প্রযোজ্য করের পরিমাণের মধ্যে যেটি অধিকতর তা প্রদান করে দেবেন। তবে তাপরোধী ইট, ছাঁচ ও ডাইস, কারিগরি কাঠামো আর বন্ধনী [refractory bricks, moulds and dies, jigs and fixture] ছাঁট (scrap) হিসেবে বিক্রি হলে বিনিময় মূল্যের উপর কর প্রদেয়।

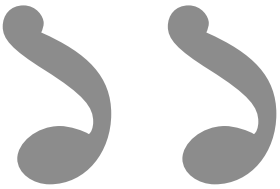

জিএসটি-তে ইনপুট পরিষেবা বণ্টনকারীর ধারণা
CONCEPT OF INPUT SERVICE DISTRIBUTOR IN GST

প্র১: আইএসডি (ISD) কী?

উ: আইএসডি হলো পণ্য/পরিষেবা অথবা উভয়েরই বণ্টনকারীর একটি দপ্তর যেখানে ইনপুট পরিষেবা প্রাপ্তি সংক্রান্ত ট্যাক্স ইনভয়েস সংগৃহীত হয় এবং যেখান থেকে ঐ ট্যাক্স ইনভয়েসে উল্লেখিত কেন্দ্রীয় কর (সিজিএসটি), রাজ্য কর (এসজিএসটি)/ অথবা সংহত কর (আইজিএসটি) -এর ক্রেডিট ঐ আইএসডি-র সঙ্গে একই প্যান সংবলিত করযোগ্য পণ্য বা পরিষেবা বা উভয়েরই সরবরাহকারীদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত নথি দ্বারা বিলি করা হয়।

প্র২: আইএসডি (ISD) হিসাবে রেজিস্টার্ড হওয়ার শর্তগুলি কী?

উ: ইতিমধ্যেই আলাদা রেজিস্ট্রেশন নেওয়া থাকলেও আইএসডি হিসেবে পৃথক রেজিস্ট্রেশন নিতেই হবে। রেজিস্ট্রেশন সম্বন্ধিত প্রারম্ভিক সীমা আইএসডি-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বর্তমান পরিষেবা কর আইন অনুযায়ী গ্রহীত আইএসডি রেজিস্ট্রেশন জিএসটিতে মাইগ্রেশন হবে না। জিএসটি ব্যবস্থায় আইএসডি হিসাবে কাজ করতে হলে সমস্ত বর্তমান আইএসডি-কে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে।

প্র৩: ক্রেডিট বণ্টনের প্রয়োজনীয় নথিগুলি কী?

উ: এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে পরিকল্পিত একটি নথির মাধ্যমেই ক্রেডিট বণ্টন করতে হবে। সেই নথিতে বণ্টনযোগ্য ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের অঙ্ক দেওয়া থাকবে।

প্র৪: আইএসডি কি সব সরবাহকারীদের মধ্যেই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট বণ্টন করে নিতে পারবে?

উ: না। ইনপুট পরিষেবার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট শুধু সেইসব রেজিস্টার্ড ব্যক্তিদের মধ্যেই বণ্টন করা যাবে যাঁরা ঐ ইনপুট পরিষেবা ব্যবসার প্রয়োজনে বা ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন।

প্র৫: অনেক সময়ই কোনও সরবরাহকারীর ব্যবসার প্রয়োজনে বা ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ইনপুট পরিষেবার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে আইএসডি কীভাবে আইটিসি বণ্টন করবে?

উ: এইসব ক্ষেত্রে একটি ফর্মুলা মেনে বণ্টনের কাজটি করা হবে। প্রথমত, শুধু সেইসব ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট প্রাপকদের মধ্যেই বণ্টনটি করা হবে যাঁদের ক্ষেত্রে এই বণ্টন হতে যাওয়া ইনপুট পরিষেবা প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত, শুধু চালু থাকা ইউনিটগুলির মধ্যেই বণ্টনটি হবে। তৃতীয়ত, একটি নির্দিষ্ট সময়কালে কোনও একটি রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রাপকের যা টার্নওভার তা ঐসময়ে যে সমস্ত প্রাপকের ক্ষেত্রে বণ্টনযোগ্য ইনপুট পরিষেবা প্রযোজ্য তাঁদের সম্মিলিত টার্নওভারের কত ভাগ তা দেখে নিয়ে সেই অনুপতে এই বণ্টন করা হবে। শেষ পর্যন্ত, বণ্টিত ক্রেডিটের পরিমাণ বণ্টনযোগ্য মোট ক্রেডিটের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে না।

প্র৬: আইএসডি-র ক্ষেত্রে টার্নওভার কী হবে?

উ: আইএসডি-র উদ্দেশ্যে যে টার্নওভার দেখা হবে তাতে সংবিধানের সপ্তম তফশিলের এক নম্বর তালিকার ৮৪ নং অন্তর্ভুক্তি এবং দুই নম্বর তালিকার ৫১ ও ৫৪ নং অন্তর্ভুক্তি দ্বারা ধার্য করা কোনও কর বা শুল্ক অন্তর্ভুক্ত হবে না।

প্র৭: আইএসডি-কে কি রিটার্ন দাখিল করতে হবে?

উ: হ্যাঁ। আইএসডি-কে পরবর্তী মাসের ১৩ তারিখের মধ্যে মাসিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

প্র৮: কোনও কোম্পানির কি একাধিক আইএসডি থাকতে পারে?

উ: হ্যাঁ। একটি কোম্পানির বিভিন্ন অফিস, যেমন মার্কেটিং বিভাগ, নিরাপত্তা বিভাগ ইত্যাদি আলাদা-আলাদা আইএসডি-র জন্য আবেদন করতে পারে।

প্র৯: আইএসডি-র মাধ্যমে ভুলভাবে বা অধিক বণ্টিত ক্রেডিট উদ্ধারের আইনি ধারাগুলি কী?

উ: ধারা ৭৩ অথবা ৭৪ প্রয়োগ করে অতিরিক্ত/ভুলক্রমে বণ্টিত ক্রেডিট প্রাপকদের কাছ থেকে সুদসহ আদায় করা যাবে।

প্র১০: আইএসডি কি সিজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট-কে আইজিএসটি ক্রেডিট হিসেবে বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করতে পারে?

উ: হ্যাঁ। আইএসডি, সিজিএসটি ক্রেডিট-কে আইজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট-কে আইজিএসটি হিসেবে বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করতে পারে।

প্র১১: আইএসডি কি এসজিএসটি/ইউটিজিএসটি ক্রেডিট-কে আইজিএসটি ক্রেডিট হিসেবে বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করতে পারে?

উ: হ্যাঁ। আইএসডি, এসজিএসটি/ইউটিজিএসটি ক্রেডিট-কে আইজিএসটি ক্রেডিট হিসেবে বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করতে পারে।

প্র১২: আইএসডি কি সিজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট-কে সিজিএসটি ক্রেডিট হিসেবে বণ্টন করতে পারে?

উ: হ্যাঁ। আইএসডি, সিজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট-কে সিজিএসটি ক্রেডিট হিসেবে একই রাজ্যে অবস্থিত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করতে পারে।

প্র১৩: এসজিএসটি/ইউটিজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট কি এসজিএসটি/ ইউটিজিএসটি ক্রেডিট হিসেবে বণ্টিত হতে পারে?

উ: হ্যাঁ। আইএসডি, এসজিএসটি/ইউটিজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট এসজিএসটি/ ইউটিজিএসটি ক্রেডিট হিসেবে একই রাজ্যে অবস্থিত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করতে পারে।

প্র১৪: সাধারণ ক্রেডিট আইএসডি-র প্রাপকদের মধ্যে কীভাবে বণ্টন করা হবে?

উ: সমস্ত প্রাপক ব্যবহার করেছে এরকম সাধারণ ক্রেডিট আনুপাতিক ভিত্তিতে (pro rata basis) বণ্টন করতে হবে, অর্থাৎ প্রতিটি প্রাপকের টার্নওভারের সঙ্গে বণ্টনযোগ্য ক্রেডিটের সমস্ত প্রাপকের মোট টার্নওভারের অনুপাতে বণ্টন করতে হবে।

প্র১৫: আইএসডি সিজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট রাজ্যের বাইরের গ্রহীতাকে বণ্টন করতে পারে ..... হিসাবে।

ক) আইজিএসটি
খ) সিজিএসটি
গ) এসজিএসটি

উ: ক) আইজিএসটি।

প্র১৬: আইএসডি সিজিএসটি ক্রেডিট রাজ্যের ভিতর বণ্টন করতে পারে ..... হিসাবে।

ক) আইজিএসটি

খ) সিজিএসটি

গ) এসজিএসটি

ঘ) উপরের যে কোনও উপায়ে

উ: খ) সিজিএসটি।

প্র১৭: যে ইনপুট পরিষেবা একের বেশি সরবরাহকারী ব্যবহার করেছেন তার ট্যাক্স ক্রেডিট .....

ক) যে সমস্ত সরবরাহকারী ঐ ইনপুট পরিষেবা ব্যবহার করেছেন তাঁদের ঐ রাজ্যে টার্নওভারের আনুপাতিক ভিত্তিতে (pro rata basis) বণ্টিত হবে।

খ) সমস্ত সরবরাহকারীর মধ্যে সমপরিমাণে বণ্টিত হবে।

গ) মাত্র একজন সরবরাহকারীকে বণ্টন করা যাবে।

ঘ) বণ্টন করা যাবে না।

উ: ক) যে সমস্ত সরবরাহকারী ঐ ইনপুট পরিষেবা ব্যবহার করেছেন তাঁদের ঐ রাজ্যে টার্নওভারের আনুপাতিক ভিত্তিতে (pro rata basis) বণ্টিত হবে।

প্র১৮: অতিরিক্ত বণ্টিত ক্রেডিট কি আইএসডি-র কাছ থেকে উদ্ধার করার যেতে পারে?

উ: না। ডিপার্টমেন্ট অতিরিক্ত বণ্টিত ক্রেডিট সুদসহ শুধুমাত্র প্রাপকের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারে, আইএসডির কাছ থেকে নয়। এই উদ্ধারের জন্য ধারা ৭৩ ও ৭৪-এর বিধান প্রযোজ্য।

প্র১৯: আইনের ধারা ভঙ্গ করে ক্রেডিট বণ্টনের পরিণতি (consequences) কী?

উ: আইনের ধারা ভঙ্গ করে বণ্টন করা ক্রেডিট, যাঁকে সেই ক্রেডিট বণ্টন করা হয়েছে সেই প্রাপকের কাছ থেকে সুদসহ আদায় করা যেতে পারে।

১২

রিটার্ন পদ্ধতি ও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের ম্যাচিং
Return Process and Matching of Input Tax Credit

প্র১: রিটার্ন-এর উদ্দেশ্য কী?

উ: রিটার্ন-এর উদ্দেশ্য—

ক) কর প্রশাসনকে (Tax Administration) তথ্য প্রদান/হস্তান্তরিত করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করা;

খ) কর প্রশাসন কর্তৃক আইন আনুগত্যের (compliance) যাচাই;

গ) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে করদাতার নির্দিষ্ট সময়ের কর-দায়বদ্ধতা-এর চূড়ান্তকরণ; একটি নির্দিষ্ট সময়ের কর-দায়বদ্ধতা ঘোষণা করা;

ঘ) নীতি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য (ইনপুট) প্রদান সংগ্রহ;

ঙ) কর প্রশাসন কর্তৃক অডিট এবং করফাঁকিরোধ কর্মসূচির পরিচালনা।

প্র২: জিএসটি ব্যবস্থায় কাদের রিটার্ন দাখিল করা জরুরি?

উ: জিএসটি-তে রেজিস্টার্ড প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোনও না কোনও আকারে রিটার্ন জমা করতেই হবে। একজন রেজিস্টার্ড ব্যক্তি হয় মাসিক ভিত্তিতে (সাধারণ সরবরাহকারী), নয় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (কম্পোজিশন স্কিম বেছে নেওয়া সরবরাহকারী) রিটার্ন দেবেন। আইএসডি মাসিক রিটার্ন জমা করবে— কোনও নির্দিষ্ট মাসে বণ্টিত ক্রেডিটের খুঁটিনাটি সেখানে দেখাতে হবে। যে ব্যক্তি কর কেটে রাখেন (টিডিএস) আর যাঁকে কর সংগ্রহ করতে হয় (টিসিএস) তাঁদেরও মাসিক রিটার্ন দিতে হবে— সেখানে কেটে রাখা/সংগৃহীত করের বিবরণ ও অন্যান্য খুঁটিনাটি দিতে হবে। অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁর কার্যকলাপের সময়কালের জন্য রিটার্ন জমা করতে হবে।

প্র৩: রিটার্ন-এ কী ধরনের বহির্মুখী সরবরাহের খুঁটিনাটি দাখিল করতে হবে?

উ: একজন সাধারণ রেজিস্টার্ড করদাতাকে একটি নির্দিষ্ট মাসে করা বিভিন্ন বহির্মুখী সরবরাহের খুঁটিনাটি জিএসটিআর-১-এ দাখিল করতে হবে, যেমন রেজিস্টার্ড ব্যক্তিদের করা বহির্মুখী সরবরাহ, রেজিস্টার্ড নয় এমন ব্যক্তিদের (উপভোক্তাদের) করা বহির্মুখী সরবরাহ, ক্রেডিট/ডেবিট নোটের সম্পূর্ণ বিবরণ, শূন্য হার, করমুক্ত এবং জিএসটি নয় এমন সরবরাহ, রপ্তানি এবং ভবিষ্যৎ সরবরাহের জন্য গৃহীত অগ্রিম।

প্র৪: জিএসটিআর-১-এর সঙ্গে কি ইনভয়েসের-এর স্ক্যান করা প্রতিলিপি আপলোড করতে হবে?

উ: না। শুধুমাত্র ইনভয়েসের-এর কিছু প্রস্তাবিত (prescribed) ক্ষেত্রের তথ্য আপলোড করতে হবে।

প্র৫: সমস্ত ইনভয়েস-ই কি আপলোড করতে হবে?

উ: না। এটা নির্ভর করছে সরবরাহ বি-টু-বি (বিজনেস টু বিজনেস) বা বি-টু-সি (বিজনেস টু কনজিউমার) এবং অন্তঃরাজ্য (intra-state) বা আন্তঃরাজ্য (intra-state) তার উপর।

বি-টু-বি সরবরাহের জন্য, সরবরাহ অন্তঃরাজ্য হোক বা আন্তঃরাজ্য, সমস্ত ইনভয়েস আপলোড করতে হবে। কারণ, যেহেতু গ্রহীতা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেবেন, ইনভয়েসের ম্যাচিং জরুরি।

বি-টু-সি সরবরাহের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আপলোডিং জরুরি নাও হতে পারে, যেহেতু গ্রহীতা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেবেন না। যদিও গন্তব্যভিত্তিক নীতি প্রয়োগ করার জন্য ২.৫ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের আন্তঃরাজ্য বি-টু-সি সরবরাহের ইনভয়েস আপলোড করতে হবে।

২.৫ লক্ষের কম মূল্যের আন্তঃরাজ্য ইনভয়েস এবং সমস্ত অন্তঃরাজ্য ইনভয়েস-এর জন্য রাজ্যভিত্তিক বিবরণ যথেষ্ট।

প্র৬: ইনভয়েস-এর প্রতিটি আইটেমের বিবরণ কি আপলোড করতে হবে?

উ: না। প্রকৃতপক্ষে বিবরণ আপলোড করার কোনও প্রয়োজন নেই। পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এইচএসএন কোড এবং পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টিং কোড আপলোড করতে হবে। ন্যূনতম কতগুলি অঙ্কের কোড একজন রিটার্ন দাখিলকারীকে আপলোড করতে হবে তা নির্ভর করবে তাঁর পূর্ববর্তী বছরের টার্নওভার-এর উপর।

প্র৭: প্রতিটি বিনিময়ের মূল্য কি আপলোড করতে হবে? কোনও বিবেচনা (consideration) ছাড়া বিনিময়ের ক্ষেত্রে কী হবে?

উ: হ্যাঁ, শুধুমাত্র মূল্য নয়, করযোগ্য মূল্যও ফীড করতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুটো আলাদা হতে পারে। যেক্ষেত্রে কোনও বিবেচনা নেই কিন্তু শিডিউল-১ অনুযায়ী সরবরাহ হয়েছে, সেক্ষেত্রে করযোগ্য মূল্য নির্ধারিত নিয়মে বের করে নিয়ে আপলোড করতে হবে।

প্র৮: একজন গ্রহীতা কি তাঁর জিএসটিআর-২-তে সেই তথ্য আপলোড করতে পারেন যা তাঁর সরবরাহকারী ফীড করতে ভুলে গেছে?

উ: হ্যাঁ, একজন গ্রহীতা নিজেই সেই ইনভয়েসগুলো ফীড করতে পারেন যেগুলো তাঁর সরবরাহকারী আপলোড করেননি। এই সমস্ত ইনভয়েস-এর ক্রেডিট তাঁকে ম্যাচিং-এর সাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে (provisionally) দেওয়া যেতে পারে। ম্যাচিং-এর পর যদি সরবরাহকারী ইনভয়েস আপলোড না করেন তাহলে সরবরাহকারী ও গ্রহীতা দুজনকেই তা জানানো হবে। কিন্তু যদি গরমিল (mismatch) থেকেই যায়, তাহলে যে মাসে ঐ গরমিলের কথা জানানো হলো, প্রাপকের তার পরের মাসের রিটার্নে ঐ অঙ্ক তাঁর আউটপুট করদায়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে।

প্র৯: করযোগ্য ব্যক্তিকে জিএসটিআর-২-তে কি কিছু ফীড করতে হবে, না কি সবকিছু জিএসটিআর-১ থেকে অটো পপুলেটেড হবে, অর্থাৎ নিজে নিজেই ভর্তি হয়ে যাবে?

উ: যদিও জিএসটিআর-২-এর বড় অংশ অটো পপুলেটেড হবে, কিছু তথ্য কেবল গ্রহীতাই পূর্ণ করতে পারেন, যেমন আমদানির তথ্য, রেজিস্টার্ড নয় এমন বা কম্পোজিশন সরবরাহকারীর থেকে ক্রয়ের তথ্য এবং ছাড়প্রাপ্ত /নন্-জিএসটি/নিল-জিএসটি সরবরাহের তথ্য ইত্যাদি।

প্র১০: ইনভয়েস যদি না ম্যাচ করে তাহলে কী হবে? ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দেওয়া হবে কি না? যদি না দেওয়া হয় সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

উ: যদি জিএসটিআর-২-এর ইনভয়েস অপর পক্ষের জিএসটিআর-১-র ইনভয়েসের সঙ্গে ম্যাচ না করে তবে সেই গরমিলের কথা সরবরাহকারী ও গ্রহীতা উভয়কেই জানানো হবে। গরমিল হওয়ার দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত, এটা গ্রহীতার ভুল; সেক্ষেত্রে আর কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, এটাও সম্ভব যে সরবরাহকারী ইনভয়েস ইস্যু করেছেন কিন্তু তিনি সেটা আপলোড করেননি বা তার ট্যাক্স দেননি। সেক্ষেত্রে, গ্রহীতার নেওয়া আইটিসি তাঁর আউটপুট করদায়ে যোগ করে দেওয়া হবে। সংক্ষেপে, যখন সরবরাহকারী সরবরাহ করেছেন কিন্তু ট্যাক্স দেননি এরকম সমস্ত গরমিলের ক্ষেত্রেই আইনি পদ্ধতি শুরু হবে।

প্র১১: যদি সরবরাহকারী পরবর্তীকালে ভুল বুঝতে পারেন এবং তথ্য ফীড করেন তখন রিভার্স করা আইটিসি-র বিষয়ে আইনগত অবস্থান কী হবে?

উ: পরবর্তী আর্থিক বর্ষের সেপ্টেম্বর-এর আগে যে কোনও সময় সরবরাহকারী তাঁর সেই মাসের জিএসটিআর-৩-এ (যে মাসে আগে ইনভয়েস আপলোড করতে গিয়ে বাদ পড়ে গিয়েছিল) এই সমস্ত মিসিং ইনভয়েস আপলোড করতে এবং তার কর এবং সুদ প্রদান করতে পারেন। সরবরাহকারী গরমিল শুধরে নেওয়ার দরুন উদ্ভূত অর্থের সমপরিমাণ অঙ্কের আউটপুট করদায় গ্রহীতাও হ্রাস করে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। গ্রহীতা আইটিসি রিভার্স করার সময় যে সুদ প্রদান করেছিলেন, সেটাও তখন গ্রহীতাকে তাঁর ইলেকট্রনিক ক্যাশ লেজারের যথোপযুক্ত খাতে রিফান্ড করে দেওয়া হবে।

প্র১২: জিএসটিআর-২-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী?

উ: জিএসটিআর-২-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে একজন গ্রহীতার প্রাপ্ত সরবরাহের সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহকারীর জিএসটিআর-১-এ দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অটো পপুলেটেড হয়ে যাবে।

প্র১৩: কম্পোজিশন স্কিম-এর করদাতাদেরও কি জিএসটিআর-১ এবং জিএসটিআর-২ দাখিল করা প্রয়োজন?

উ: না। কম্পোজিশন স্কিম-এর করদাতাদের বহির্মুখী/অন্তর্মুখী সরবরাহের বিবৃতি দাখিল করার প্রয়োজন নেই। প্রতি ত্রৈমাসিকের শেষে, প্রথম মাসের আঠারো তারিখের মধ্যে তাঁদের জিএসটিআর-৪ ফর্ম-এ একটি ত্রৈমাসিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে। যেহেতু তাঁরা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য উপযুক্ত নন, তাঁদের জন্য জিএসটিআর-২-এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই এবং যেহেতু কম্পোজিশন স্কিম-এ জমা করা করের ক্রেডিট হয় না, তাঁদের জন্য জিএসটিআর-১-এরও কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। তাঁদের রিটার্ন-এ তাঁরা ঘোষণা করবেন তাঁদের বহির্মুখী সরবরাহের সার তথ্য এবং তার সঙ্গে করদানের বিশদ। তাঁরা তাঁদের সমস্ত ক্রয়ের বিশদ (যার বেশির ভাগ অটো পপুলেটেড থাকবে) ত্রৈমাসিক রিটার্নেই দাখিল করবেন।

প্র১৪: ইনপুট সার্ভিস ডিস্ট্রিবিউটর (আইএসডি) কি তাঁর রিটার্ন-এর সঙ্গে বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী সরবরাহের জন্য আলাদা আলাদা বিবৃতি দাখিল করবেন?

উ: না। আইএসডি শুধুমাত্র জিএসটিআর-৬-এ রিটার্ন দাখিল করবেন এবং সেই রিটার্ন-এ পরিষেবা দাতাদের থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট-এর সম্পূর্ণ বিবরণ এবং নিজের প্রাপক ইউনিটগুলির মধ্যে বিতরণ করা ক্রেডিট-এর সম্পূর্ণ বিবরণ থাকবে। যেহেতু রিটার্নে এই বিষয়গুলি উল্লিখিত থাকবে, আলাদা করে অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী সরবরাহের বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্র১৫: করদাতা কীভাবে তাঁর উৎসে কেটে রাখা কর-এর (tax deducted at source) ক্রেডিট পাবেন? ক্রেডিট পাওয়ার জন্য কি তাঁকে ডিডাক্টরের কাছ থেকে সংগ্রহ করা টিডিএস শংসাপত্র দাখিল করতে হবে?

উ: জিএসটি-র অধীনে, ডিডাক্টর তাঁর রিটার্ন জিএসটিআর-৭-এ (যেটা তিনি যে মাসে কর কেটে রেখেছেন তার পরের মাসে জমা করবেন), ডিডাক্টী পিছু সমস্ত ডিডাকশনের সম্পূর্ণ বিবরণ দাখিল করবেন। ডিডাক্টর-এর আপলোড করা ডিডাকশনের বিবরণ ডিডাক্টী-র জিএসটিআর-২-এ অটো পপুলেটেড হয়ে যাবে। তাঁর হয়ে করা কর ডিডাকশনের ক্রেডিট পাওয়ার জন্য করদাতাকে তাঁর জিএসটিআর-২-তে এই খুঁটিনাটিগুলি সমর্থন করতে হবে (confirm the details)। এই ক্রেডিট পাওয়ার জন্য তাঁকে বাস্তব বা বৈদ্যুতিন রূপে কোনও শংসাপত্র পেশ করতে হবে না। শংসাপত্রটি কেবলমাত্র করদাতার নথি হিসাবে রেখে দেওয়ার জন্য এবং এটা কমন পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

প্র১৬: বার্ষিক রিটার্ন কাদের দাখিল করতে হবে?

উ: আইএসডি, অনিয়মিত/অনাবাসী করদাতা, কম্পোজিশন স্কিম-এর করদাতা এবং টিডিএস/টিসিএস সংগ্রাহক ছাড়া সকল করদাতা, যাঁরা জিএসটিআর-১ থেকে জিএসটিআর-৩ রিটার্ন দাখিল করেছেন, তাঁদের সকলকে বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে। অনিয়মিত করদাতা, অনাবাসী করদাতা, আইএসডি এবং উৎসে কর কেটে নিতে/ সংগ্রহ করতে সক্ষম ব্যক্তি—এঁদের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে না।

প্র১৭: বার্ষিক রিটার্ন আর ফাইনাল রিটার্ন কি একই?

উ: না। প্রত্যেক রেজিস্টার্ড ব্যক্তি, যিনি স্বাভাবিক করদাতা হিসাবে কর দিচ্ছেন, তাঁকে বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে। যে সমস্ত রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য আবেদন করেছেন শুধুমাত্র তাঁদেরই ফাইনাল রিটার্ন দিতে হবে। বাতিলের দিন বা বাতিল হবার আদেশের দিনের তিন মাসের মধ্যে ফাইনাল রিটার্ন দিতে হবে।

প্র১৮: রিটার্ন দাখিল করার পর যদি কোনও পরিবর্তন করতে হয় তাহলে কীভাবে রিটার্ন পরিবর্তন (revise) করা যাবে?

উ: জিএসটি-তে রিটার্ন যেহেতু ব্যক্তিগত বিনিময়ের বিশদ থেকে তৈরি হয় সেহেতু কোনও রিভাইজড রিটার্নের প্রয়োজনীয়তা নেই। রিটার্ন পরিবর্তন করার দরকার তখনই হতে পারে যখন একটি ইনভয়েসের বা ডেবিট/ক্রেডিট নোটের গুচ্ছ পরিবর্তন করতে হয়। ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া রিটার্ন পরিবর্তন করার বদলে সিস্টেম সেই বিনিময়গুলির (ইনভয়েস বা ডেবিট/ক্রেডিট নোট) খুঁটিনাটি বদল করার অনুমতি প্রদান করবে যেগুলি সংশোধন (amend) করা প্রয়োজন। যে কোনও পরবর্তী জিএসটিআর১/২-তে, যে সারণীগুলি আগের ঘোষণা করা বিবরণ সংশোধন (details amend) করার জন্য রাখা হয়েছে, সেখানে এই সংশোধন করা যেতে পারে।

প্র১৯: করদাতা কীভাবে রিটার্ন দাখিল করবেন?

উ: করদাতাদের কাছে বিবৃতি এবং রিটার্ন দাখিল করার নানা উপায় থাকবে।

প্রথমত, তাঁরা কমন পোর্টাল-এ সরাসরি অনলাইন তাঁদের স্টেটমেন্ট এবং রিটার্ন দাখিল করতে পারেন, যদিও এই পদ্ধতি বিশাল সংখ্যক ইনভয়েস-এর করদাতাদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ, সময়সাপেক্ষ এবং একঘেয়ে হতে পারে। এই সমস্ত করদাতাদের জন্য একটি অফলাইন ইউটিলিটি তৈরি করা হবে যেটা অটো পপুলেটেড তথ্যাদি ডাউনলোড করে একটা অফলাইন বিবৃতি প্রস্তুত করতে এবং সেটা কমন পোর্টাল-এ আপলোড করতে সাহায্য করবে। জিএসটিএন একটি জিএসটি সুবিধাদাতাদের (GSP) ইকোসিস্টেম তৈরি করেছে, যা কমন পোর্টাল-এর সঙ্গে সংহত হবে।

প্র২০: জিএসটি-র অধীনে নির্ঝঞ্ঝাট আইন আনুগত্যের জন্য একজন অধ্যবসায়ী করদাতা কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

উ: জিএসটি-র একটি প্রধান বিষয় হলো পরের মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বহির্মুখী সরবরাহের বিবরণ জিএসটিআর-১-এ আপলোড করা। এটা কতখানি ভালোভাবে করা যায় তা নির্ভর করছে করদাতা কতগুলি বি-টু-বি ইনভয়েস ইস্যু করেছেন তার উপর। যদি সংখ্যাটা ছোট হয় তাহলে করদাতা একবারেই সমস্ত তথ্য আপলোড করতে পারেন। যদি ইনভয়েসের সংখ্যা বেশি হয় তাহলে ইনভয়েস অথবা ডেবিট/ক্রেডিট নোট নিয়মিত আপলোড করতে হবে। জিএসটিএন প্রকৃত সময়ের ভিত্তিতে নিয়মিত ইনভয়েস আপলোড করার সুযোগ দেবে। যতদিন না স্টেটমেন্ট প্রকৃতপক্ষে জমা দেওয়া হচ্ছে, জিএসটিএন ব্যবস্থা করদাতাকে আপলোড করা ইনভয়েস পরিমার্জন করার সুযোগও দেবে। সেজন্য, নিয়মিত ইনভয়েস আপলোড করাই করদাতদের কাছে সুবিধাজনক হবে। শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা আপলোডিং পদ্ধতিকে কঠিন করবে এবং তাতে ব্যর্থতা ও ভ্রান্তির সম্ভাবনাও থেকে যাবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো এটা নিশ্চিত করা যাতে করদাতা তাঁর অন্তর্মুখী সরবরাহের ইনভয়েস যা তাঁর সরবরাহকারী ইস্যু করেছে, তার আপলোডিং-এর ব্যাপারে ঠিকভাবে খোঁজখবর নেন। এটা নিশ্চিত করবে যাতে করদাতার প্রাপ্য ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট কোনও সমস্যা বা বিলম্ব ছাড়া লভ্য হতে পারে।

সরবরাহকারীরা যাতে নির্ধারিত দিনে বা তার কাছাকাছি সময়ের বদলে নিয়মিত ভিত্তিতে ইনভয়েস আপলোড করেন সেই ব্যাপারে গ্রহীতারা তাঁদের উৎসাহিত করতে পারেন।

সিস্টেম গ্রহীতাদের এটাও দেখতে দেবে যে সরবরাহকারীরা তাঁদের ইনভয়েসগুলি আপলোড করেছেন কি না।

জিএসটিএন ব্যবস্থা করদাতার আইন আনুগত্যমাত্রার অতীত ইতিহাস (track record) সরবরাহ করবে।

জিএসটি-র কমন পোর্টাল সারা ভারতের তথ্যরাশি এক জায়গায় এনে দেবে যা করদাতার জন্য মূল্যবান হবে।

নিয়মিত ইনভয়েস আপলোডিং-এর পদ্ধতি যতদূর সম্ভব সহজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং

আশা করা হচ্ছে এ বিষয়ে একটি যথাযথভাবে সক্ষম ইকোসিস্টেম গড়ে উঠবে।

সহজ এবং নির্ঝঞ্ঝাট জিএসটি আনুগত্যের জন্য করদাতাদের উচিত এই ইকোসিস্টেমকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

প্র২১: করদাতার নিজের রিটার্ন নিজেই দাখিল করা কি বাধ্যতামূলক?

উ: না, একজন রেজিস্টার্ড করদাতা ব্যক্তি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য প্রশাসন স্বীকৃত কোনও ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুতকারীর মাধ্যমেও তাঁর রিটার্ন দাখিল করতে পারেন।

প্র২২: নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করার পরিণতি (consequences) কী?

উ: প্রস্তাবিত তারিখের পর রিটার্ন দাখিল করলে একজন রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তিকে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য দিনপিছু ১০০ টাকা হিসাবে লেট ফি দিতে হবে, যার সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ৫ হাজার টাকা। যথাসময়ে বার্ষিক রিটার্ন না দিতে পারলে প্রতিদিনের দেরির জন্য একশো টাকা হারে লেট ফি দিতে হবে, এই লেট ফি-র সর্বোচ্চ পরিমাণ ঐ রাজ্যে তাঁর টার্নওভারের সিকি শতাংশ (০.২৫%)।

প্র২৩: একই নথির ভিত্তিতে একাধিকবার আইটিসি নিলে কী হবে?

উ: যদি সিস্টেমে ধরা পড়ে যে একই নথির ভিত্তিতে একাধিকবার আইটিসি নেওয়া হয়েছে, তাহলে এই ক্রেডিটের পরিমাণ প্রাপকের রিটার্নের আউটপুট ট্যাক্স দায়ভারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে [ধারা ৪২(৩)]।

প্র২৪: জিএসটি আর-১ আর জিএসটিআর-২-এর মধ্যে গরমিলের দরুন উদ্ভূত ক্রেডিট সিস্টেম সনাক্ত করায় তা আউটপুট ট্যাক্স হিসেবে আদায় করা হয়েছে। এই ক্রেডিট কি আবার দাবি করা যাবে?

উ: হ্যাঁ। যে মাসে/ত্রৈমাসিকে ভুল ধরা পড়ল সেই পর্যায়ের বৈধ রিটার্নে যদি সরবরাহকারী ইনভয়েস বা ডেবিট নোটের খুঁটিনাটি দিয়ে ভুলটি শুধরে দেন তাহলে তা করা যাবে। পরবর্তী করপর্যায়ের আউটপুট করদায় সমহারে কমিয়ে দিয়ে ঐ অঙ্কটি পুনরুদ্ধার করা যাবে [ধারা ৪২(৭)]। সরবরাহকারীর দেওয়া ক্রেডিট নোটের ক্ষেত্রেও সমতুল্য ব্যবস্থা ধারা ৪৩-এ করা হয়েছে।

১৩

কর নির্ধারণ এবং অডিট
ASSESSMENT & AUDIT

প্র১: এই আইনে প্রদেয় কর নির্ধারণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি কে?

উ: এই আইনে সরকারের কাছে রেজিস্টার্ড সকলে (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) প্রতিটি কর পর্যায়ের (tax period) প্রদেয় কর নিজেরাই নির্ধারণ করবেন, তারপর ধারা ৩৯ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করবেন।

প্র২: কখন একজন করদাতা অস্থায়ী ভিত্তিতে (on the basis of provisional assessment) কর দিতে পারবেন?

উ: একজন করদাতাকে স্ব-নির্ধারণের (self assessment) ভিত্তিতে কর দিতে হয়। বিশেষ কারণে যদি অস্থায়ী ভিত্তিতে (provisional basis) করদাতাকে কর দিতে হয় সেক্ষেত্রে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর দেওয়ার আবেদন করদাতার কাছ থেকেই আসতে হবে এবং ঐ আবেদনে উপযুক্ত আধিকারিকের অনুমতি লাগবে। অর্থাৎ কোনও শুল্ক আধিকারিক নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনও করদাতাকে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর দেওয়ার আদেশ দিতে পারবেন না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ধারা হলো সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৬০। কেবলমাত্র উপযুক্ত আধিকারিক এই মর্মে আদেশ জারি করে অনুমতি দিলে তবেই এই অস্থায়ী ভিত্তিতে কর দেওয়া যাবে। এর জন্য করদাতাকে লিখিতভাবে উপযুক্ত আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে হবে এবং ঐ আবেদনপত্রে তিনি কেন অস্থায়ী ভিত্তিতে কর দিতে চান তার কারণ বিশদে লেখা থাকতে হবে।
আর, এই আবেদন কেবলমাত্র তখনই করা যাবে যখন—

ক) করদাতা, তাঁরই সরবরাহ করা পণ্য বা পরিষেবার মূল্য নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হবেন।

খ) করদাতা তাঁর দেওয়া পণ্য বা পরিষেবার উপর করের হার মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হবেন।

এক্ষেত্রে করদাতাকে নির্দিষ্ট ফর্মে উপযুক্ত আধিকারিকের মতানুসারে সঠিক surety অথবা security সহ অঙ্গীকারপত্র (বন্ড) জমা দিতে হবে।

প্র৩: সর্বোচ্চ কতদিনের মধ্যে চূড়ান্ত কর-নির্ধারণ (ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট) করতে হবে?

উ: যে তারিখে উপযুক্ত আধিকারিক করদাতাকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারিত কর জমা দেওয়ার আদেশ প্রদান করবেন তার ছয় মাসের মধ্যে চূড়ান্ত কর-নির্ধারণ করতে হবে।

তবে যদি করদাতা যথেষ্ট কারণ দর্শান এবং সেই কারণ বা যুক্তিগুলি লিখিতভাবে নথিভুক্ত করেন, তখন ওই ছয় মাসের সময়সীমাকে নিম্নলিখিত আধিকারিকদের দ্বারা আরও বর্ধিত করা যেতে পারে—

ক) যুগ্ম/অতিরিক্ত কমিশনার এই সময়সীমাকে সর্বোচ্চ আরও ছয় মাস পর্যন্ত বাড়াতে পারেন, এবং

খ) কমিশনার যতদিন ঠিক মনে করেন আরও ততদিন পর্যন্ত এই সময়সীমাকে বাড়াতে পারেন তবে তা চার বছরের বেশি নয়। সুতরাং অস্থায়ী কর-নির্ধারণ পাঁচ বছরের বেশি অস্থায়ী অবস্থায় পড়ে থাকতে পারবে না।

প্র৪: যেখানে চূড়ান্ত মূল্যায়নে নির্ধারিত করের পরিমাণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারিত করের থেকে বেশি হবে সেখানে কি করদাতা সুদ দিতে বাধ্য থাকবেন?

উ: হ্যাঁ। যেদিন কর দেওয়ার কথা সেইদিন থেকে করদাতা যেদিন তা দিয়েছেন সেইদিন পর্যন্ত সময়কালের জন্য সুদ দিতে হবে।

প্র৫: সিজিএসটি আইনের ধারা ৬১-তে দাখিল করা রিটার্নে যদি বৈষম্য (ডিসক্রিপেন্সি) লক্ষিত হয় এবং করদাতা যদি তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা জমা না দেন তবে একজন কর আধিকারিক কী পদ্ধতি অবলম্বন করবেন?

উ: করদাতাকে জানানোর ৩০ দিনের (সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সময় বাড়াতে পারেন) মধ্যে যদি করদাতা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না দেন অথবা বৈষম্যগুলি মেনে নেওয়ার সংশ্লিষ্ট মাসের রিটার্নে করদাতা যদি সংশোধনী প্রক্রিয়া (কারেক্টিভ অ্যাকশন) না নেন, তবে উপযুক্ত আধিকারিক নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন—

ক) ধারা ৬৫ অনুযায়ী অর্থনৈতিক নথিপত্রের অডিট পদ্ধতি শুরু করতে পারেন; অথবা

খ) ধারা ৬৬ অনুযায়ী এই বিষয়ে কমিশনার দ্বারা মনোনীত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টকে দিয়ে বিশেষ অডিট করাতে পারেন; অথবা

গ) ধারা ৬৭ অনুযায়ী পরিদর্শন, তল্লাশি ও আটক করানো যেতে পারে; অথবা

ঘ) ধারা ৭৩ ও ৭৪ অনুযায়ী কর ও অন্যান্য বকেয়া নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন।

প্র৬: যদি কোনও করদাতা ধারা ৩৯ অনুযায়ী মাসিক/ত্রৈমাসিক রিটার্ন অথবা ধারা ৪৫ অনুযায়ী চূড়ান্ত রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হন তবে কর আধিকারিকের কাছে আইনমাফিক কী পথ আছে?

উ: প্রথমে উপযুক্ত আধিকারিক রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ করদাতাকে সিজিএসটি/ এসজিএসটি আইনের ধারা ৪৬ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ রিটার্ন দাখিল করার জন্য নোটিস দেবেন। করদাতা এক্ষেত্রে ১৫ দিন সময় পাবেন। যদি করদাতা ঐ সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হন তখন উপযুক্ত আধিকারিক তাঁর আয়ত্তাধীন যাবতীয় সংশ্লিষ্ট নথিপত্র দেখে সর্বোৎকৃষ্ট বিচারবোধ প্রয়োগ করে ঐ করদাতার প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন [ধারা ৬২]।

প্র৭: আইনের ৬২ ধারা অনুযায়ী দেওয়া সর্বোৎকৃষ্ট বিচারবোধ প্রয়োগ করে জারি করা কোনও আদেশ কোন পরিস্থিতিতে রদ করা যেতে পারে?

উ: উপযুক্ত আধিকারিকের সর্বোৎকৃষ্ট বিচারবোধ প্রয়োগ করে জারি করা কোনও আদেশ হাতে পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে যদি করদাতা খেলাপ হওয়া সময়ের বৈধ রিটার্ন দাখিল করে দেন (অর্থাৎ রিটার্ন জমা করেন ও নিজের মূল্যায়ন করা কর দিয়ে দেন) তাহলে ঐ আদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে রদ হয়ে যাবে।

প্র৮: ধারা ৬২ (সর্বোৎকৃষ্ট বিচারবোধ) এবং ধারা ৬৩ (রিটার্ন-খেলাপী ব্যক্তি) অনুযায়ী আদেশ জারি করার সময়সীমা কী?

উ: ধারা ৬২ এবং ধারা ৬৩ অনুযায়ী, বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করার নির্ধারিত দিন থেকে পাঁচ বছর সময়সীমার মধ্যে কর-নির্ধারণ করার আদেশ জারি করতে হবে।

প্র৯: আইনত কর দিতে বাধ্য ব্যক্তি যদি সরকারের কাছে রেজিস্টার্ড না হয় তবে আইনগত কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৬৩-তে বলা আছে যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত আধিকারিক ঐ প্রাসঙ্গিক কর সময়ের (relevant tax period) করের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন এবং ঐ নির্দিষ্ট কর পর্যায়ের (tax period) জন্য তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট বিচারবোধ প্রয়োগ করে আদেশ জারি করতে পারেন। তবে, যে আর্থিক বছরে এই কর না দেওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে সেই বছরের বার্ষিক রিটার্ন জমা করার নির্ধারিত দিনের পাঁচ বছরের মধ্যেই এরকম আদেশ জারি করা যাবে।

প্র১০: কোন পরিপ্রেক্ষিতে একজন শুল্ক আধিকারিক দ্রুত কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার (Summary Assessment) সূচনা (initiate) করবেন?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৬৪ অনুযায়ী সরকারি কর সুরক্ষার স্বার্থে (to protect the interest of revenue) দ্রুত কর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার (Summary Assessment Order) সূচনা তখনই করা যেতে পারে, যখন—

ক) উপযুক্ত আধিকারিকের কাছে প্রমাণ থাকবে যে এই আইন অনুযায়ী একজন করদাতার উপর কর প্রদানের দায় বর্তেছে, এবং

খ) উপযুক্ত আধিকারিকের যখন এই বিশ্বাস হবে যে কর নির্ধারণের আদেশ জারি করতে বিলম্ব হলে রাজস্বের উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়বে।

এইরকম আদেশ কেবলমাত্র অতিরিক্ত/যুগ্ম (Additional/Joint) কমিশনারের অনুমতির পরেই দেওয়া যাবে।

প্র১১: আপিল দ্বারা সুরাহা ব্যতীত দ্রুত কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার আদেশের বিরুদ্ধে করদাতার কাছে অন্য কোনও উপায় আছে কী?

উ: যাঁর বিরুদ্ধে এইরকম দ্রুত কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার আদেশ জারি হয়েছে তিনি ঐ আদেশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনারের কাছে এইরকম আদেশ তুলে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারেন। যদি ঐ আধিকারিক ঐরকম জারি করা আদেশকে ভুল মনে করেন তবে তিনি তা তুলে নিতে (withdraw) পারেন এবং উপযুক্ত আধিকারিককে সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৭৩ অথবা ৭৪ অনুযায়ী কর নির্ধারণ করতে বলতে পারেন। অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার নিজের থেকেও এরকম আদেশ দিতে পারেন যদি তিনি জারি করা দ্রুত কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার আদেশটি ভুল বা ত্রুটিযুক্ত মনে করেন (সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৬৪)।

প্র১২: দ্রুত কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার আদেশ কি করযোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেই জারি করতে হবে?

উ: না। ক্ষেত্রবিশেষে, যেমন পণ্যের পরিবহন চলাকালীন অথবা গুদামজাত অবস্থায় যখন ঐ পণ্যের ক্ষেত্রে কোনও করদাতা নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না, তখন যে ব্যক্তির দায়িত্বে ঐ পণ্য থাকবে তাঁকেই করযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে ধরা হবে এবং কর নির্ধারণ করা হবে (সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৬৪-র উপধারা)।

প্র১৩: করদাতার অডিট কে করতে পারেন?

উ: জিএসটি আইনে তিন রকম অডিটের নির্দেশ আছে।

ক) চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টের করা অডিট : নির্ধারিত সীমার অধিক টার্নওভার হয়ে গেলে প্রত্যেক রেজিস্টার্ড ব্যক্তিকে একজন চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অথবা কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টকে দিয়ে তাঁর হিসেবপত্রের অডিট করাতে হবে [ধারা ৩৫(৫), সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন]।

খ) বিভাগীয় অডিট : কমিশনার বা তাঁর নির্দিষ্ট অথবা সাধারণ আদেশবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সিজিএসটি বা এসজিএসটি বা ইউটিজিএসটি-র কোনও আধিকারিক রেজিস্টার্ড ব্যক্তির অডিট করতে পারবেন। কতদিন অন্তর এবং কীভাবে এই অডিট করা হবে তা পরে জানানো হবে (ধারা ৬৫, সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন)।

গ) বিশেষ অডিট : স্ক্রুটিনি, অনুসন্ধান, তদন্ত বা অন্য কোনও আইনি প্রক্রিয়ার সময় যদি ডিপার্টমেন্ট-এর মনে হয় যে মূল্যের ঘোষণা ঠিকভাবে করা হয়নি, অথবা গৃহীত ক্রেডিট স্বাভাবিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই তাহলে ডিপার্টমেন্ট তার নির্বাচিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টকে দিয়ে বিশেষ অডিট করাতে পারে (ধারা ৬৬, সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন)।

প্র১৪: এইরকম অডিটের আগে করদাতাকে কোনও আগাম বার্তা (prior intimation) দেওয়ার দরকার আছে কি?

উ: হ্যাঁ। করদাতাকে অডিটের অন্তত ১৫-টি কাজের দিন আগে জানাতে হবে।

প্র১৫: কতদিনের মধ্যে এই অডিটের কাজ শেষ করতে হবে?

উ: অডিট শুরু করার পর তিন মাস সময়ের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হবে। কমিশনার এই কাজ আরো ছয় মাস বর্ধিত করতে পারেন।

প্র১৬: 'অডিট শুরু করা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উ: 'অডিট শুরু করা' এই অভিব্যক্তি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা অডিট করার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে অডিট শুরু করার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে। 'অডিট শুরু করা' বলতে বোঝায় নিচের দুটি দিনের মধ্যের পরবর্তী দিনটি—

ক) যেদিন চাওয়া বা কাঙ্ক্ষিত নথিপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে সুলভ হবে, অথবা

খ) যেদিন করদাতার ব্যবসার জায়গায় অডিটের কাজ শুরু হবে।

প্র১৭: হিসাব পরীক্ষার লিখিত নোটিস পাওয়ার পর করদাতাকে কী কী করতে হবে?

উ: করদাতাকে—

ক) কর্তৃপক্ষের চাওয়া বা কাঙ্ক্ষিত নথিপত্রের (accounts/ records) সত্যতা যাচাইয়ের

কাজটির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং

খ) অডিটের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করতে হবে, এবং

গ) সময়মতো অডিট সম্পাদনের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

প্র১৮: অডিটের কাজ সমাধা হওয়ার পর উপযুক্ত আধিকারিকের করণীয় কী?

উ: উপযুক্ত আধিকারিক, অডিট শেষ হবার পর, তিরিশ দিনের মধ্যে, অডিটের পর্যবেক্ষণ ও তার কারণ করদাতাকে জানাবেন। এই সব পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে করদাতার কী কী অধিকার আর দায়িত্ব আছে তাও তিনি করদাতাকে জানাবেন।

প্র১৯: কোন পরিস্থিতিতে বিশেষ অডিট (স্পেশাল অডিট) করা যায়?

উ: খুব অল্প কিছু ক্ষেত্রেই বিশেষ অডিট করা যায়— যেমন, কোনও পরীক্ষায় (স্ক্রুটিনি) বা তদন্তে বা আর কোনওভাবে দেখা গেল যে ঘটনাটি জটিল, অথবা সংশ্লিষ্ট রাজস্বের পরিমাণ বিপুল—তখন বিশেষ অডিট করা যেতে পারে। এর ক্ষমতা সিজিএসটি/ এসজিএসটি আইনের ধারা ৬৬-তে দেওয়া আছে।

প্র২০: কে বিশেষ অডিটের নোটিস দিতে পারেন?

উ: কেবলমাত্র কমিশনারের আগাম অনুমতি নিয়ে সহকারী/ডেপুটি কমিশনার এই বিষয়ে লিখিত নোটিস জারি করতে পারেন।

প্র২১: এই বিশেষ অডিট কে করতে পারেন?

উ: কমিশনার মনোনীত একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা একজন কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট এই বিশেষ অডিট করতে পারেন।

প্র২২: এই অডিটের রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময়সীমা কী?

উ: অডিটরকে ৯০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা করতে হবে অথবা বর্ধিত পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে তা জমা করতে হবে।

প্র২৩: বিশেষ অডিটের খরচ কে বহন করবে?

উ: নথিপত্র দেখা এবং অডিটের জন্য অডিটরকে প্রদেয় পারিশ্রমিক বিভাগের তরফ থেকে কমিশনার নির্ধারণ করবেন এবং পারিশ্রমিক প্রদান করবেন।

প্র২৪: বিশেষ অডিট শেষ হবার পর কর কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ নেবেন?

উ: বিশেষ অডিটের ফলাফল বা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৭৩ অথবা ৭৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

১৪

রিফান্ড
REFUNDS

প্র১: রিফান্ড কী?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ৫৪ ধারায় রিফান্ড সম্পর্কে বলা আছে। রিফান্ডের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত।

ক) রিটার্নে ইলেকট্রনিক ক্যাশ লেজারে যে টাকা পড়ে আছে বলে দাবি করা হয়েছে;

খ) যেকোনও অব্যবহৃত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট যার উৎস—

(১) কোনও শূন্য করযুক্ত সরবরাহ যা কর প্রদান না করে সরবরাহ করা হয়েছে, অথবা

(২) ইনপুটের উপর কর-হার আউটপুট সরবরাহের কর-হারের তুলনায় বেশি হওয়ার দরুন সঞ্চিত ক্রেডিট (শূন্য হার অথবা সম্পূর্ণ করমুক্ত সরবরাহের ক্ষেত্র ছাড়া);

গ) ইউনাইটেড নেশনের বিশেষ শাখা বা কোনও বহুস্তরীয় ফিনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন এবং ইউনাইটেড নেশন (প্রিভিলেজেস অ্যান্ড ইম্যুনিটিস) আইন, ১৯৪৭ দ্বারা নথিবদ্ধ সংস্থা বা বিদেশী রাষ্ট্রের দূতাবাস নিজেদের জন্য সরবরাহের উপরে যে কর দিয়েছে।

প্র২: অব্যবহৃত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট কি রিফান্ড পাওয়া যাবে?

উ: অব্যবহৃত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট রিফান্ড পাওয়ার জন্য ধারা ৫৪-র উপধারা (৩)-এর নিয়মাবলী প্রযোজ্য। সেই অনুযায়ী নিম্নলিখিত অবস্থাগুলিতে এই রিফান্ড পাওয়া যাবে—

১) কর প্রদান না করে শূন্য করযুক্ত সরবরাহ;

২) যেখানে ইনপুটের কর-হার সরবরাহের কর-হারের অধিক (করমুক্ত বা শূন্য করযুক্ত সরবরাহ নয় এমন ক্ষেত্রে)।

অবশ্য অব্যবহৃত ইনপুট ট্যাক্সের রিফান্ড দেওয়া হবে না যখন কোনও পণ্য রফতানি শুল্ক দিয়ে

ভারতের বাইরে রফতানি করা হবে। এছাড়া, পণ্য বা পরিষেবা অথবা দুইয়েরই সরবরাহকারী যদি কেন্দ্রীয় করের উপর ড্রব্যাক নেয় কিংবা ঐসব সরবরাহের উপর প্রদত্ত সংহত করের (integrated tax) রিফান্ড দাবি করে তাহলেও অব্যবহৃত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের রিফান্ড পাওয়া যাবে না।

প্র৩: রফতানি শুল্ক দিয়ে ভারতের বাইরে রফতানি করা হয়েছে এমন পণ্যের জন্য কি অব্যবহৃত আইটিসি-র রিফান্ড দেওয়া হবে?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ৫৪(৩) ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রফতানি শুল্ক দিয়ে ভারতের বাইরে রফতানি করা পণ্যের জন্য অব্যবহৃত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট রিফান্ড দেওয়া যাবে না।

প্র৪: আর্থিক বর্ষ শেষ হওয়ার পর (জিএসটি প্রবর্তনের পরে) অব্যবহৃত আইটিসি রিফান্ড দেওয়া যাবে কি?

উ: জিএসটি আইনে আর্থিক বর্ষ শেষে অব্যবহৃত আইটিসি-র রিফান্ড দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। এটি পরবর্তী আর্থিক বর্ষের সঙ্গে যুক্ত হবে।

প্র৫: ধরা যাক, কোনও করযোগ্য ব্যক্তি ভুল করে আন্তঃরাজ্য/অন্তঃরাজ্য সরবরাহের জন্য আইজিএসটি/সিজিএসটি/এসজিএসটি দিয়েছেন কিন্তু সরবরাহের প্রকৃত চরিত্র পরে পরিষ্কার বোঝা গেছে। সে ক্ষেত্রে কি ভুল করে যে আইজিএসটি দেওয়া হয়েছে তা সিজিএসটি/এসজিএসটি-র সঙ্গে মিটমাট করা যাবে? অথবা এর উল্টোটা হলে?

উ: করযোগ্য ব্যক্তি সিজিএসটি/এসজিএসটি বা আইজিএসটি-তে ভুল করে দেওয়া আইজিএসটি বা সিজিএসটি/এসজিএসটি-র সঙ্গে হিসাব মিটমাট করতে পারবেন না কিন্তু তিনি ভুল করে দেওয়া কর রিফান্ড পাওয়ার যোগ্য— [সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৭৭]।

প্র৬: দূতাবাস বা রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারা কেনাকাটা করযোগ্য, না করমুক্ত?

উ: দূতাবাস বা রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীন সংস্থাগুলিতে যে সরবরাহ করা হবে তা করযোগ্য। পরবর্তী সময়ে সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ৫৪(২) ধারায় যে কর দেওয়া হবে তা রিফান্ডের জন্য দাবি করা যাবে। সরবরাহ যেদিন গ্রহণ করা হয়েছে তার ছয় মাসের মধ্যে সিজিএসটি/এসজিএসটি-র রিফান্ড আইনে যেমন বলা আছে সেইভাবে রিফান্ডের জন্য আবেদন করতে হবে।
[রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থা এবং দূতাবাসগুলিকে একটি অনন্য-পরিচিতি সংখ্যা বা ইউনিক আইডেন্টিটি নম্বর নিতে হবে— ২৬(১) ধারা, সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন। তাঁদের কেনাকাটার তথ্য সরবরাহকারীদের রিটার্নের বহির্মুখী সরবরাহের বিবরণে ঐ ইউনিক আইডেন্টিটি নম্বর-এর পাশে দেখতে পাওয়া যাবে।]

প্র৭: রিফান্ড পাওয়ার সময়সীমা কত?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৫৪-র ব্যাখ্যায় বর্ণিত "প্রাসঙ্গিক তারিখ" (relevant date) অতিক্রান্ত হওয়ার দু'বছরের মধ্যে রিফান্ডের জন্য আবেদন করতে হবে।

প্র৮: রিফান্ডের ক্ষেত্রে কি অন্যায্য ধনলাভ (unjust enrichment)-এর নীতি প্রযোজ্য?

উ: আনজাস্ট এনরিচমেন্টের নীতি রিফান্ডের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ব্যতিক্রম শুধুমাত্র নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি—

ক) শূন্য করযুক্ত পণ্য বা পরিষেবা বা উভয়ের সরবরাহ অথবা শূন্য করযুক্ত সরবরাহে ব্যবহৃত ইনপুট বা ইনপুট পরিষেবায় যে কর দেওয়া হয়েছে তার রিফান্ড;

খ) (১) কর না দিয়ে শূন্য করযুক্ত সরবরাহ; অথবা
(২) ইনপুটের কর-হার আউটপুট সরবরাহের কর-হার অপেক্ষা অধিক হলে অব্যবহৃত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট;

গ) যদি কোনও সরবরাহ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে শেষ না হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য কর দেওয়া হয়ে থাকে (এবং এর জন্য ইনভয়েসও দেওয়া হয়নি), সেই করের রিফান্ড;

ঘ) সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ৭৭ ধারা অনুযায়ী কর রিফান্ড অর্থাৎ যে সব ক্ষেত্রে ভুল করে কর নেওয়া হয়েছে ও সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে;

ঙ) যদি করের বা তার সুদের বোঝা অন্য কারো উপরে না চাপানো হয়;

চ) সরকার দ্বারা জ্ঞাপিত এমন শ্রেণীর ব্যক্তিরা যাঁরা কর প্রদানের দায়িত্ব বহন করেছেন।

প্র৯: যদি করের বোঝা উপভোক্তার উপর চাপানো হয় সে ক্ষেত্রে কি রিফান্ড পাওয়া যাবে?

উ: হ্যাঁ, তখন রিফান্ড উপভোক্তার কল্যাণ তহবিলে (consumer welfare fund) জমা হবে [ধারা ৫৭, সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন]।

প্র১০: রিফান্ড অনুমোদনের জন্য কোনও সময়সীমা আছে?

উ: হ্যাঁ, আবেদন পত্র যদি সবদিক থেকে সম্পূর্ণ হয় সে ক্ষেত্রে আবেদনের ৬০ দিনের মধ্যে রিফান্ড অনুমোদন করতে হবে। যদি ৬০ দিনের মধ্যে রিফান্ড অনুমোদন করা না হয়, সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৫৬ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে সুদ দিতে হবে। অবশ্য সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৫৪-র উপধারা ৬ অনুযায়ী রেজিস্টার্ড ব্যক্তিরা যে শূন্য করযুক্ত সরবরাহ করবেন তাঁরা যে মূল্যের রিফান্ডের জন্য আবেদন করবেন তার ৯০% অস্থায়ী (provisional) রিফান্ড রূপে দিতে হবে, আবেদন গ্রহণ করার সাত দিনের মধ্যে এই প্রোভিশনাল রিফান্ড দিতে হবে।

প্র১১: ডিপার্টমেন্ট কি রিফান্ড আটকে রাখতে পারে?

উ: হ্যাঁ, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে রিফান্ড আটকে রাখা যাবে—

ক) কোনও ব্যক্তি যদি রিটার্ন ফাইল না করেন, তিনি যতদিন পর্যন্ত রিটার্ন ফাইল না করছেন ততদিন।

খ) যদি কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির কোনও কর, সুদ বা জরিমানা (penalty) দেয় থাকে এবং তা অ্যাপিলেট কর্তৃপক্ষ/ট্রাইব্যুনাল/কোর্ট কর্তৃক স্থগিত (stayed) না থাকে, তিনি যতদিন পর্যন্ত সেই কর, সুদ এবং জরিমানা না দিচ্ছেন ততদিন। দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক (proper officer) রিফান্ডযোগ্য রাশি থেকে না দেওয়া কর, সুদ, জরিমানা, লেট ফি কেটে নিতে পারেন [ধারা ৫৪(১০) (ডি) সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন]।

গ) কমিশনার যে কোনও রিফান্ড আটকে দিতে পারেন যদি রিফান্ডের অনুমোদনটির বিরুদ্ধে আপিল করা হয়ে থাকে এবং তিনি যদি মনে করেন রিফান্ড দেওয়া হলে তা রাজস্বের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, বিশেষত যখন জাল-জোচ্চুরির প্রশ্ন জড়িত [ধারা ৫৪(১১) সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন]।

প্র১২: যখন ধারা ৫৪(১১) সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে রিফান্ড আটকে রাখা হয় তখন কি করযোগ্য ব্যক্তিকে সুদ দেওয়া হবে?

উ: যদি আপিল বা পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ায় করযোগ্য ব্যক্তি রিফান্ড পাওয়ার অধিকারী হন, তিনি তখন নির্ধারিত হারে সুদ পাওয়ার অধিকার পাবেন [ধারা ৫৪(১২) সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন]।

প্র১৩: রিফান্ডের কোনও ন্যূনতম সীমা আছে?

উ: ১০০০ টাকার কম কোনও রিফান্ড দেওয়া হবে না [ধারা ৫৪(১৪) সিজিএসটি/ এসজিএসটি আইন]।

প্র১৪: প্রচলিত (existing) আইনের কারণে উদ্ভূত রিফান্ড কীভাবে দেওয়া হবে?

উ: প্রচলিত আইনের কারণে উদ্ভূত রিফান্ডের অনুমোদন বর্তমান আইনের ধারা মেনে দেওয়া হবে এবং তা নগদে দেওয়া হবে, আইটিসি রূপে গণ্য হবে না।

প্র১৫: নথিপত্র পরীক্ষার আগে কি রিফান্ড দেওয়া যাবে?

উ: শূন্য করযুক্ত পণ্য বা পরিষেবা বা উভয়ের সরবরাহের জন্য রেজিস্টার্ড ব্যক্তির রিফান্ড আবেদনের ক্ষেত্রে ৯০% রিফান্ড নথিপত্র পরীক্ষায় আগে অস্থায়ী রূপে দেওয়া যাবে। অবশ্য এজন্য

সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৫৪-র উপধারা ৬ অনুযায়ী যেসব শর্ত ও বাধ্যবাধকতা বিহিত হবে তা মানতে হবে।

প্র১৬: রফতানিজনিত কারণে যে রিফান্ড আবেদন করা হয়েছে সেক্ষেত্রে কি রিফান্ডের জন্য BRC আবশ্যক?

উ: পণ্য রফতানির কারণে রিফান্ডের ক্ষেত্রে BRC রিফান্ড আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিরূপে আইনে গণ্য নয়। কিন্তু পরিষেবা রফতানির আবেদনকারীকে রিফান্ড আবেদনের সঙ্গে BRC দিতেই হবে।

প্র১৭: অন্যায্য ধনলাভের নীতি কি রফতানির ক্ষেত্রে ও SEZ-এর ইউনিটগুলিতে সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

উ: অন্যায্য ধনলাভের নীতি শূন্য করযুক্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় [অর্থাৎ রফতানি ও SEZ-এর ইউনিটে সরবরাহে]।

প্র১৮: আবেদনকারী কীভাবে প্রমাণ করবেন তাঁর ক্ষেত্রে অন্যায্য ধনলাভের নীতি প্রযোজ্য নয়?

উ: যখন রিফান্ডের আবেদন দুই লক্ষ টাকার কম হবে তখন নিজের হেফাজতে থাকা নথির ভিত্তিতে আবেদনকারী যদি স্বঘোষিত বিবৃতি দিয়ে বলেন যে করের বোঝা অন্য ব্যক্তির উপর চাপানো হয়নি তাহলে তিনি রিফান্ড পাওয়ার যোগ্য হবেন। কিন্তু রিফান্ডের পরিমাণ দুই লক্ষ টাকার বেশি হলে আবেদনকারীকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে যেখানে বলা থাকবে করের বোঝা অন্য কোনও ব্যক্তির উপর চাপানো হয়নি।

প্র১৯: বর্তমানে VAT/CST-র ব্যবসায়ী রফতানিকারীরা (মার্চেন্ট এক্সপোর্টার্স) একটি ঘোষণাপত্র জমা দিয়ে কোনও কর না দিয়ে পণ্য কিনতে পারেন। এই ব্যবস্থা কি জিএসটি-তে চালু থাকবে?

উ: এরকম কোনও ব্যবস্থা GST আইনে নেই। এঁদের কর দিয়ে পণ্য কিনতে হবে এবং সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৫৪(৩) অনুযায়ী অব্যবহৃত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট-এর রিফান্ডের জন্য আবেদন করতে হবে।

প্র২০: বর্তমান কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী রফতানিকারীরা কর দেওয়া ইনপুট কিনতে পারেন, তার উপরে আইটিসি ক্রেডিট-ও নিতে পারেন। পরে পণ্য রফতানির সময় চাইলে তাঁরা সম্পূর্ণ কর মেটাতেও পারেন (ঐ আইটিসি ব্যবহার করে নিয়ে) আর তারপর রফতানির উপর মেটানো কর রিফান্ড চাইতে পারেন। জিএসটি-তে কি এই ব্যবস্থা চালু থাকবে?

উ: হ্যাঁ। আইজিএসটি আইনের ধারা ১৬ অনুযায়ী কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি আইজিএসটি না দিয়ে বন্ড বা লেটার অফ আন্ডারটেকিং দিয়ে পণ্য/পরিষেবা রফতানি করতে পারেন অথবা আইজিএসটি দিয়ে পণ্য/পরিষেবা রফতানি করতে পারবেন এবং যে আইজিএসটি দিয়েছেন তা রিফান্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

প্র২১: কোন সময়সীমার মধ্যে কোনও রিফান্ড আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকৃতি দিতে হবে?

উ: সিজিএসটি/আইজিএসটি আইনের ধারা ৪৯ উপধারা ৬ অনুযায়ী ইলেকট্রনিক ক্যাশ লেজার থেকে রিফান্ডের আবেদন প্রাসঙ্গিক কর পর্যায়ের রিটার্নের মাধ্যমে করা হয়ে থাকলে, রিটার্ন দাখিল করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তি স্বীকৃতি দিতে হবে। অন্য সব ক্ষেত্রে, সবদিক থেকে সম্পূর্ণ রিফান্ড আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকৃতি দিতে হবে।

প্র২২: কোন সময়সীমার মধ্যে অস্থায়ী রিফান্ড দিতে হবে?

উ: শূন্য করযুক্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে সিজিএসটি/আইজিএসটি আইনের ধারা ৫৪-র উপধারা ৬ অনুযায়ী আবেদন করা রিফান্ডের পরিমাণের ৯০% পর্যন্ত অস্থায়ী (provisional) রিফান্ড হিসেবে এই সংক্রান্ত সম্পূর্ণ আবেদনপত্র প্রাপ্তির স্বীকৃতি দানের ৭ দিনের মধ্যে দিতে হবে।

প্র২৩: রিফান্ড আবেদনের জন্য কোনও বিশেষ ফর্ম আছে?

উ: প্রতি রিফান্ড আবেদন GST RFD 1 পূরণ করে দিতে হবে। অবশ্য ইলেকট্রনিক ক্যাশ লেজারে পড়ে থাকা ব্যালান্স-এর রিফান্ড মাসিক/ত্রৈমাসিক রিটার্ন ফর্ম GTR 3, GSTR 4 বা GSTR 7 দাখিল করে দাবি করা যাবে।

প্র২৪: রিফান্ড অনুমোদন করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট ফর্ম আছে?

উ: যদি আবেদনে সবকিছু ঠিক থাকে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক Form GST RFD-06-এ রিফান্ড অনুমোদন করবেন, রিফান্ড দেওয়ার আদেশ Form GST RFD-05-এ দেওয়া হবে। এরপর আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রিফান্ডের পরিমাণ ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হবে।

প্র২৫: কোনও রিফান্ড আবেদনে খামতি থাকলে কী হবে?

উ: রিফান্ড আবেদনে কোনও খামতি থাকলে তা ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক খামতির বিষয়ে আবেদনকারীকে GST RFD-03-র মাধ্যমে অবহিত করবেন যা ইলেকট্রনিক কমন পোর্টালে আপলোড করা হবে। সেটি দেখে আবেদনকারী সমস্ত খামতি শুধরে

নিয়ে রিফান্ডের আবেদন করবেন।

প্র২৬: কোনও কারণ না দর্শিয়ে কি রিফান্ড আবেদন অগ্রাহ্য করা যাবে?

উ: না। যখন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এই বিষয়ে নিশ্চিত হবেন যে রিফান্ডের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি Form GST RFD-08-এ আবেদনকারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (Show Cause notice) দেবেন যেটিতে আবেদনকারীকে GST RFD-09 ফর্ম-এ ১৫ দিনের মধ্যে উত্তর দিতে হবে এবং তারপর আবেদনকারীর উত্তর বিবেচনা করে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক রিফান্ডের আবেদন গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন। তিনি ফর্ম GST RFD-06-এ এই সংক্রান্ত অর্ডার দেবেন।

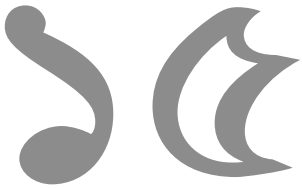

ডিমান্ডস অ্যান্ড রিকভারি
DEMANDS & RECOVERY

প্র১: অনাদায়ী কর, যা আদায় দেওয়া হয়নি অথবা ভুলবশত ফেরত দেওয়া হয়েছে বা (ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট) অনৈতিকভাবে গৃহীত প্রাপ্ত করের ক্রেডিট নেওয়া হয়েছে, এসব ক্ষেত্রে কোন কোন ধারা প্রযোজ্য?

উ: যেসব ক্ষেত্রে প্রতারণা/গোপন করে যাওয়া/ভুল তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি নেই সেসব ক্ষেত্রে ৭৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর যেসব ক্ষেত্রে প্রতারণা ইত্যাদি থাকবে ৭৪ নম্বর ধারায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্র২: যে ব্যক্তিকে কর জমা দেবার দাবি জানানো হবে তিনি যদি ৭৩ ধারায় কারণ দর্শানোর (নোটিশ) বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগেই কর এবং তার উপর ধার্য সুদ দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে কী হবে?

উ: এক্ষেত্রে অফিসার কোনওরকম নোটিশ জারি করবেন না [ধারা ৭৩(৬)]।

প্র৩: ৭৩ নম্বর ধারায় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করার পর যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি সুদসমেত বকেয়া কর দিয়ে দেন তাহলে কি বিষয়টির যথাযথ বিচার বা অ্যাডজুডিকেশন প্রয়োজন?

উ: যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কারণ দর্শানোর নোটিশ পাবার ৩০ দিনের মধ্যে সুদসমেত বকেয়া মিটিয়ে দেন তাহলে তাঁকে কোনও দণ্ড/জরিমানা দিতে হবে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে ধরে নিতে হবে [ধারা ৭৩(৪)]।

প্র৪: কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার জন্য প্রযোজ্য সময়সীমা কী?

উ: ক) যেসব নোটিশ ৭৩ ধারায় (প্রতারণা/সত্য গোপন/ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বিবৃতি ব্যতীত) করা হবে সেসব ক্ষেত্রে সেই সময়ের বার্ষিক রিটার্ন জমা দেবার দিন থেকে সময়সীমা হিসেব হবে। নোটিশের ন্যায়নির্ণয় অর্থাৎ অ্যাডজুডিকেশন বার্ষিক রিটার্ন জমা দেবার ধার্য দিন থেকে তিন বছরের মধ্যে করে ফেলতে হবে। অ্যাডজুডিকেশনের সময়সীমা শেষ হবার অন্তত তিন মাস আগে সেই সময়ের জন্য তৈরি হওয়া কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা বাধ্যতামূলক [ধারা ৭৪(২) ও (১০)]।

খ) ৭৪ ধারায় কারণ দর্শানোর নোটিশের (প্রতারণা/সত্য গোপন/ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বিবৃতির ক্ষেত্রে) সময়সীমা একইভাবে বার্ষিক রিটার্ন দাখিলের ধার্য দিন থেকে হিসেব হবে এবং ঐ ধার্য দিনের পাঁচ বছরের মধ্যে নোটিশের ন্যায়নির্ণয় করা বাধ্যতামূলক। অনুরূপভাবেই এই সময়সীমা শেষ হবার অন্তত ছয় মাস আগে নোটিশ জারি করতে হবে [ধারা ৭৪(২) ও (১০)]।

প্র৫: অ্যাডজুডিকেশনের জন্য সময়সীমা কী কী?

উ: ক) ৭৩ ধারায় (প্রতারণা/সত্য গোপন/ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বিবৃতির ক্ষেত্রগুলি ব্যতীত) আনা অভিযোগের ন্যায়নির্ণয়ের সময়সীমা যে সময়ের জন্য কর দাবি করা হয়েছে, তার বার্ষিক রিটার্ন দাখিলের ধার্য দিন থেকে তিন বছর [৭৩(১০)]।

খ) ৭৪ ধারায় আনা (প্রতারণা/সত্য গোপন/ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বিবৃতির ক্ষেত্রে) অভিযোগের ন্যায়নির্ণয়ের সময়সীমা যে সময়ের জন্য কর দাবি করা হয়েছে, তার বার্ষিক রিটার্ন দাখিলের ধার্য দিন থেকে পাঁচ বছর [ধারা ৭৪(১০)]।

প্র৬: প্রতারণা, ভুল তথ্য সরবরাহ ইত্যাদিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির আগেই সুদসহ কর জমা দেন, তিনি কি কোনও সুবিধা পেতে পারেন?

উ: যিনি কারণ দর্শানোর নোটিশ পেয়েছেন তিনি নিজে বা বিভাগীয় আধিকারিকের নির্দিষ্ট করে দেওয়া করের পরিমাণ তৎসহ সুদ ও ১৫% হারে দণ্ড/জরিমানা জমা করলে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ কর সাপেক্ষে কোনও নোটিশ জারি করা হবে না [ধারা ৭৪(৬)]।

প্র৭: কোনও ব্যক্তিকে যদি ধারা ৭৪-এ কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয় এবং তারপর কর জমা হয়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ন্যায়নির্ণয়/অ্যাডজুডিকেশন করার প্রয়োজন আছে কি?

উ: উক্ত ব্যক্তি, যাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে, ৭৪(১) ধারায় তিনি যদি সুদসহ কর এবং করের ২৫% দণ্ড/জরিমানা হিসেবে নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে জমা

দেন তাহলে যাবতীয় আইনি প্রক্রিয়ার নিষ্পত্তি হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে [ধারা ৭৪(৮)]।

প্র৮: ন্যায়নির্ণয় আদেশ/অ্যাডজুডিকেশন অর্ডার-এ যদি কর আদায়ের দাবি ও দণ্ড/জরিমানা ধার্য বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি কি কিছু কম দণ্ড/জরিমানা প্রদান করার সুযোগ পেতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি আদেশনামার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আদেশে বলা কর, সুদ ও করের ৫০% দণ্ড/জরিমানা সহ জমা দেন, তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ ও আইনি প্রক্রিয়ার নিষ্পত্তি হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে [ধারা ৭৪(১১)]।

প্র৯: নোটিশ জারি হলো অথচ ৭৩ বা ৭৪ ধারায় আইনে ধার্য সময়ের মধ্যে আদেশ জারি হলো না, সে ক্ষেত্রে কী হবে?

উ: ধারা ৭৫(১০) অনুযায়ী আদেশ নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী জারি না হলে, মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

প্র১০: এক ব্যক্তি কর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা না দিলে কী হবে?

উ: আইনানুযায়ী আদায়ী কর সরকারের কোষাগারে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। না দেওয়া হলে বিভাগীয় আধিকারিক তাঁর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে সেই অনাদায়ী কর এবং সমপরিমাণ দণ্ড/জরিমানা দাবি করবেন [ধারা ৭৬(১) ও (২)]।

প্র১১: কোনও ব্যক্তি যদি ৭৬(১) ধারা লঙ্ঘন করে আদায়ী কর জমা না দেন তাঁর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

উ: প্রথমত কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হবে এবং স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি মেনে ঐ নোটিশ বিচার করে নোটিশ দেবার এক বছরের মধ্যে আদেশ জারি করা হবে [ধারা ৭৬(২ থেকে ৬)]।

প্র১২: আদায় করা কর সরকারি কোষাগারে জমা না দেবার ক্ষেত্রে ৭৬ ধারায় নোটিশ দেবার সময়সীমা কী?

উ: কোনও সময়সীমা নেই। উক্ত অপরাধ যেকোনও সময়ে সনাক্ত হলেই নোটিশ দেওয়া যাবে।

প্র১৩: বিভাগীয় আধিকারিকের কাছে অনাদায়ী কর আদায় করার কী কী উপায় আছে?

উ: বিভাগীয় আধিকারিক নিম্নলিখিত উপায়ে অনাদায়ী কর আদায় করতে পারেন—

ক) উক্ত ব্যক্তির প্রাপ্য টাকা থেকে অনাদায়ী কর কেটে নিয়ে;

খ) উক্ত ব্যক্তির আটক পণ্য বিক্রয় করে;

গ) উক্ত ব্যক্তির, অন্য তৃতীয় ব্যক্তির কাছে প্রাপ্য বকেয়া টাকা, বা ভবিষ্যতে বকেয়া হবে এমন টাকা সরাসরি সরকারি কোষাগারে জমা করে নিয়ে;

ঘ) উক্ত ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে, তিরিশ দিনের মধ্যে ঐ ব্যক্তি বকেয়া কর জমা না করলে এই সম্পত্তি বিক্রি করে সরকারি কোষাগারে বকেয়া অর্থ জমা করে দিয়ে;

ঙ) জেলাশাসকের মাধ্যমে, যে জেলার ঐ ব্যক্তির যেকোনও বাসস্থান বা ব্যবসায়িক সম্পত্তি আছে, যেভাবে জমি সংক্রান্ত বকেয়া কর আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায় করা হবে;

চ) উপযুক্ত বিচারকের মাধ্যমে, যেভাবে তিনি দণ্ড/জরিমানা নির্দেশ করলে তা আদায় করেন;

ছ) এই আইনানুযায়ী বা অন্য নিয়মাবলীর বলে বন্ড বা অন্য কোনও উপায় প্রয়োগ করে;

জ) সিজিএসটি-র বকেয়া এসজিএসটি-র বকেয়া হিসেবে আদায় করে নেওয়া যাবে, এর উল্টোটাও করা যাবে [ধারা ৭৯ (১,২,৩,৪)]।

প্র১৪: বকেয়া কর কিস্তিতে দেওয়া যাবে কি?

উ: এই মর্মে আবেদনের ভিত্তিতে কমিশনার/চিফ কমিশনার এই আইনে বকেয়া কর জমা দেবার সময়সীমা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় অনুমতি দিতে পারেন। এই বকেয়া কর ঐ ব্যক্তি রিটার্নে যে কর-এর পরিমাণ দেখিয়েছেন তা ব্যতিরেকে অতিরিক্ত অর্থ হতে হবে। মাসিক কিস্তির পরিমাণ সর্বোচ্চ ২৪টি (চব্বিশ) হবে এবং ধারা ৫০-এ নির্দিষ্ট করা শর্তানুযায়ী সুদ জমা করতে হবে। উল্লেখ্য, একটি কিস্তি প্রদানও ধার্য সময়সীমার মধ্যে না করতে পারলে বকেয়া অর্থের পুরোটাই তৎক্ষণাৎ প্রদেয় হবে এবং তা আদায়ের জন্য আর কোনও নোটিশ জারি করতে হবে না [ধারা (৮০)]।

প্র১৫: দাবি করা কর সাব্যস্ত হওয়ার পর আপিল বা রিভিশন প্রক্রিয়ায় যদি বৃদ্ধি পায়, তা আদায় করার উপায় কী?

উ: অতিরিক্ত বকেয়া কর-এর জন্য নোটিশ দিতে হবে। আপিল/রিভিশনের নিষ্পত্তির আগেই যে পরিমাণ দাবি সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তার আদায় প্রক্রিয়া আগের মতোই চলবে [ধারা ৮৪(এ)]।

প্র১৬: অনাদায়ী কর রয়েছে এমন ব্যক্তি যদি তাঁর ব্যবসা অন্য ব্যক্তিকে হস্তান্তর করেন তাহলে অনাদায়ী কর আদায়ের কী হবে?

উ: যে ব্যক্তির কাছে ব্যবসা হস্তান্তর হবে তিনি যৌথ ও পৃথকভাবে (jointly and serverally) এই কর তৎসহ সুদ ও দণ্ড/জরিমানা দেবার জন্য বাধ্য থাকবেন। ব্যবসা হস্তান্তরের দিন থেকে এই প্রদেয় পরিমাণের দায় এই দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর বর্তাবে। উপরন্তু এই বকেয়ার পরিমাণ হস্তান্তরের আগে নির্ধারিত হতে পারে, পরেও হতে পারে কিন্তু হস্তান্তরের পরেও বকেয়া রয়েছে এমন হতে হবে [ধারা ৮৫(১)]।

প্র১৭: কোম্পানি (লিকুইডেশনে) দেউলিয়া ঘোষিত হলে বকেয়া কর-এর কী হবে?

উ: কোনও কোম্পানি দেউলিয়া ঘোষিত হলে, ব্যবসা গুটিয়ে নেবার সময় সেই কোম্পানির সম্পত্তির উপর নিযুক্ত রিসিভার, বিভাগীয় কমিশনার-এর কাছে ৩০ দিনের মধ্যে তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত সংবাদ দেবেন। এই সংবাদ পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে কমিশনার বকেয়া কর/অন্যান্য দায় পরিপূরণের পক্ষে পর্যাপ্ত অর্থের পরিমাণ লিকুইডেটরকে জানিয়ে দেবেন [ধারা ৮৮(১,২)]।

প্র১৮: যে কোম্পানি (করযোগ্য ব্যক্তি) লিকুইডেশনে গেছে তার পরিচালকদের দায় কী?

উ: যখন কোনও কোম্পানি ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে এবং ব্যবসা গুটানোর আগে বা পরে বকেয়া কর স্থিরীকৃত হয় তখন প্রত্যেক ব্যক্তি, যাঁরা তখন কোম্পানি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা যৌথ ও পৃথকভাবে বকেয়া দেওয়ার জন্য দায়ী, যদি না তাঁরা কমিশনারের কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করতে পারেন যে তাঁদের নিজেদের কর্তব্যপালনে অবহেলা, বৈধ ক্ষমতার অপব্যবহার অথবা কোম্পানির ক্রিয়াকলাপের দায়িত্ব লঙ্ঘনের জন্য কর বকেয়া হয়নি [ধারা ৮৪(৩), ৮৯]।

প্র১৯: একটি অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদারদের পরিশোধযোগ্য করের দায় কী রকম?

উ: কোনও ফার্মের অংশীদাররা যৌথ ও পৃথকভাবে কোনও কর, সুদ বা দণ্ড/জরিমানা প্রদানের জন্য দায়ী থাকবেন। অংশীদাররা কোনও অংশীদারের অবসর নেওয়ার সংবাদ লিখিত নোটিস দ্বারা কমিশনারকে জানাবেন এবং অবসরের দিন পর্যন্ত কর, সুদ বা দণ্ড/জরিমানা যা ঐদিন বা তার পরে স্থিরীকৃত হয় তা ঐ অংশীদারের উপর বর্তাবে। অবসরের দিন থেকে এক মাসের মধ্যে যদি কমিশনারকে জানানো না হয় তাহলে যতদিন না জানানো হচ্ছে ততদিনের দায় ঐ অংশীদারের উপর থেকে যাবে [ধারা ৯০]।

প্র২০: কোনও করযোগ্য ব্যক্তি, যাঁর ব্যবসা কোনও অভিভাবক, অছি বা নাবালকের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয়, তাঁর বকেয়া করের কী হবে?

উ: বকেয়া করযোগ্য কোনও ব্যবসা যদি কোনও নাবালক বা অন্য কোনও অক্ষম ব্যক্তির অভিভাবক, অছি বা প্রতিনিধি ঐ নাবালক বা অক্ষম ব্যক্তির সুবিধার্থে চালিয়ে যান তবে কর, সুদ এবং দণ্ড/জরিমানা ঐ অভিভাবক, অছি, প্রতিনিধি-র উপর ধার্য হবে এবং তাঁদের কাছ থেকে তা উদ্ধার করা হবে [ধারা ৯১]।

প্র২১: যদি কোনও করযোগ্য ব্যক্তির ভূসম্পত্তি প্রতিপাল্যাধিকরণ (কোর্ট অব ওয়ার্ডস)-এর নিয়ন্ত্রণে থাকে তখন কী হয়?

উ: যদি কোনও করযোগ্য ব্যক্তির ভূসম্পত্তি আদালতের আদেশে কোনও প্রতিপাল্যাধিকরণ (কোর্ট অব ওয়ার্ডস)-এর, প্রশাসক, সরকারি অছি, রিসিভার বা কোনও পরিচালক-এর নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে কর, সুদ এবং দণ্ড/জরিমানা ঐ প্রতিপাল্যাধিকরণের প্রশাসক, সরকারী অছি, রিসিভার বা কোনও পরিচালক-এর উপর ধার্য হবে এবং তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হবে ঠিক যেভাবে কোনও করযোগ্য ব্যক্তির উপর কর ধার্য এবং উদ্ধার করা হয় [ধারা ৯২]।

১৬

জিএসটিতে আপিল, রিভিউ এবং রিভিশন
Appeals, Review & Revision in GST

প্র১: কোনও ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে পাশ করা কোনও আদেশে সন্তুষ্ট না হলে কি আপিল করতে পারবেন?

উ: হ্যাঁ, জিএসটি আইনে পাশ করা কোনও আদেশ বা সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে কোনও ব্যক্তি ধারা ১০৭ বলে আপিলের অধিকার পাবেন। ঐ আদেশ বা সিদ্ধান্ত অবশ্যই অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি দ্বারা পাশ করা হতে হবে। অবশ্য কিছু সিদ্ধান্ত বা আদেশ (ধারা ১২১-এ যা উল্লেখিত আছে) আপিলযোগ্য নয়।

প্র২: আপিল কর্তৃপক্ষের (Appellate Authority/AA) কাছে আপিল করার সময়সীমা কী?

উ: ক্ষুব্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বা আদেশ জানার তিন মাসের মধ্যে আপিল দাখিল করতে হবে। ডিপার্টমেন্ট (রেভিনিউ)-এর জন্য ৬ মাসের মধ্যে রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আপিল কর্তৃপক্ষের সামনে আপিল দাখিল করতে হবে।

প্র৩: আপিল কর্তৃপক্ষের কি আপিল জমা দেওয়ায় বিলম্ব ক্ষমা করার অধিকার আছে?

উ: হ্যাঁ, ১০৭(৪) ধারায়, 'যথেষ্ট কারণ' বিষয়ে যা বলা আছে সেই অনুসারে, তিনি ৩/৬ মাসের আপিল করার সময়সীমা ১ মাস বিলম্ব ক্ষমা করতে পারেন (৩+১/৬+১)।

প্র৪: আপিল কর্তৃপক্ষ কি আপিল মেমো-তে উল্লেখিত না থাকা কোনও অতিরিক্ত ভিত্তি (additional grounds) পেশ করার অনুমতি দিতে পারেন?

উ: হ্যাঁ, যদি তাঁর মনে হয় যে এই অনুল্লেখের কারণ ইচ্ছাকৃত বা অযৌক্তিক নয়, তখন অতিরিক্ত ভিত্তি পেশ করার বিষয়ে তিনি অনুমতি দিতে পারেন।

প্র৫: আপিল কর্তৃপক্ষের পাশ করা আদেশ কাকে জানাতে হবে?

উ: প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষের দ্বারা পাশ করা আদেশের প্রতিলিপি আবেদনকারী, বিবাদী, অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি আর ক্ষেত্রীয় সিজিএসটি এবং এসজিএসটি কমিশনারকে পাঠাতে হবে।

প্র৬: আপিল করতে গেলে বাধ্যতামূলক অগ্রিম জমার (প্রি-ডিপোজিট) পরিমাণ কত?

উ: আপিলের আবেদনের উদ্দিষ্ট বিতর্কিত আদেশে উল্লেখিত কর, সুদ, জরিমানা, ফি এবং দণ্ডের যতখানি আবেদনকারী মেনে নিয়েছেন তার পুরোটা এবং বাকি বিতর্কিত কর-এর ১০ শতাংশ।

প্র৭: ডিপার্টমেন্ট কি আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে বাধ্যতামূলক অগ্রিম জমা (প্রি- ডিপোজিট)-র পরিমাণ বাড়ানোর আবেদন করতে পারে?

উ: না।

প্র৮: বাকি টাকা পুনরুদ্ধার (recovery) কীভাবে হবে?

উ: ছয় নম্বর প্রশ্নের উত্তরে বিবৃত নিয়ম মেনে প্রি-ডিপোজিট জমা দেওয়ার পর বাকি টাকা পুনরুদ্ধারের বিষয়টি ধারা ১০৭(৭) মতে স্থগিত আছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

প্র৯: আপিল কর্তৃপক্ষ কি অরিজিনাল অথরিটি কর্তৃক পাশ করা আদেশের সাপেক্ষে কর/জরিমানা/দণ্ড বাড়াতে পারেন বা রিফান্ড/আইটিসি-র পরিমাণ কমাতে পারেন?

উ: যদি আবেদনকারীকে প্রস্তাবিত হানিকর আদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয় তখন আপিল কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত (confiscation)-এর পরিবর্তে ফি বা দণ্ড বা জরিমানা বাড়াতে পারবেন বা রিফাণ্ডের পরিমাণ বা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট কমাতে পারবেন [ধারা ১০৭(১১) অনুবিধি]।

কর বাড়িয়ে দেওয়া বা অন্যায়ভাবে আইটিসি নেওয়া হয়েছে কিনা আপিল কর্তৃপক্ষকে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হলে আবেদনকারীকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে হবে এবং সেই আদেশ ধারা ৭৩ বা ৭৪ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জারি করতে হবে।

প্র১০: আপিল কর্তৃপক্ষ কি কোনও কারণে কোনও কেস অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটির কাছে ফেরত পাঠাতে পারেন?

উ: না, ধারা ১০৭(১১) নির্দিষ্টভাবে বলে যে আপিল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে তা বজায় রেখে (confirming) বা পরিবর্তন করে বা বাতিল করে এমন আদেশ জারি করবেন যা সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কিন্তু তিনি কোনওভাবেই সেই কেস মূল অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটির কাছে ফেরত পাঠাবেন না।

প্র১১: সিজিএসটি/এসজিএসটি কর্তৃপক্ষ কি অধস্তন দ্বারা গৃহীত কোনও আদেশ পরিমার্জন (revise) করতে পারেন?

উ: ধারা ২(৯৯)-এ রিভিশনাল অথরিটির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, রিভিশনাল অথরিটি এই আইনে নিযুক্ত বা অনুমোদিত এমন এক কর্তৃপক্ষ যিনি ধারা ১০৮-এ উল্লেখিত সিদ্ধান্ত বা আদেশগুলি পরিমার্জন করবেন। আইনের ধারা ১০৮ এই রিভিশনাল অথরিটিকে অধস্তন কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা যে কোনও আদেশ বা সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করার অনুমোদন দেয় এবং যে ক্ষেত্রে তিনি মনে করবেন অধস্তন কর্তৃপক্ষ দ্বারা আদেশ রাজস্ব-এর জন্য অনিষ্টকর হওয়ার কারণে ত্রুটিপূর্ণ, এবং তা বেআইনি বা অন্যায্য, অথবা নির্দিষ্ট কিছু তথ্যাদি বিবেচনা না করেই জারি করা হয়েছে, যে তথ্যগুলি আদেশ জারি করার সময় লভ্য না হলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা উল্লেখিত, তিনি তখন যদি প্রয়োজন মনে করেন যাঁকে নোটিশ দিয়ে আদেশ জারি হয়েছিল তাঁকে শুনানির সুযোগ দিয়ে জারি হওয়া আদেশ পরিমার্জন করতে পারেন।

প্র১২: "রিভিশনাল অথরিটি" কি রিভিশন না করা পর্যন্ত অধস্তন দ্বারা জারি করা আদেশ বলবৎ করা স্থগিত রাখতে পারেন?

উ: হ্যাঁ।

প্র১৩: জিএসটি-র অধীনে অধস্তনের আদেশ পরিমার্জন করার ক্ষেত্রে রিভিশনাল অথরিটির কি কোনও প্রতিবন্ধকতা আছে?

উ: হ্যাঁ। "রিভিশনাল অথরিটি" নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে কোনও আদেশ পরিমার্জন করবেন না—

ক) আদেশটি যখন ধারা ১০৭ বা ১১২ বা ১১৭ বা ১১৮ অনুযায়ী আপিলের সঙ্গে যুক্ত;

খ) ধারা ১০৭(২) অনুযায়ী সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়নি বা যে আদেশ পরিমার্জন করতে চাইছেন সেটি জারি করার পর ইতিমধ্যে তিন বছর অতিক্রান্ত;

গ) এই আদেশকে এই ধারা মেনে পরিমার্জনের জন্য ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী কোনও স্তরে বিবেচনায় আনা হয়েছে।

প্র১৪: ট্রাইব্যুনাল কখন কোনও আপিল নিতে অস্বীকার করতে পারে?

উ: যেখানে জারি করা আদেশে—

- করের পরিমাণ বা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট, বা
- কর বা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের ফারাক, বা
- জরিমানা, ফি বা দণ্ড ৫০,০০০ টাকার বেশি নয়, ট্রাইব্যুনাল ইচ্ছা করলে এমন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল নিতে অস্বীকার করতে পারেন [ধারা ১১২(২)]।

প্র১৫: কোন সময়সীমার মধ্যে ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে হবে?

উ: কোনও আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে ইচ্ছুক ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে সেই আদেশ হাতে পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে আপিল করতে হবে। ডিপার্টমেন্ট যে আদেশের পরিমার্জন প্রয়োজন মনে করবে তার পুনর্বিবেচনা পদ্ধতি (review) সম্পন্ন করে আপিল আবেদন সংশ্লিষ্ট আদেশ জারির ৬ মাসের মধ্যে পেশ করবে।

প্র১৬: ট্রাইব্যুনাল কি আপিল ফাইল করার সময়সীমার অর্থাৎ ৩/৬ মাসের অধিক বিলম্ব মার্জনা করতে পারেন?

উ: প্রাথমিক ৩/৬ মাসের সময়সীমা পেরনোর পরে ট্রাইব্যুনাল আরও ৩ মাস পর্যন্ত বিলম্ব মার্জনা করতে পারেন, যদি আপিল আবেদনকারী এই বিলম্বের যথেষ্ট কারণ দর্শাতে পারেন।

প্র১৭: ট্রাইব্যুনালের সামনে Memorandum of cross objection জমা দেওয়ার সময়সীমা কী?

উ: আপিল প্রতিলিপি পাওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে।

প্র১৮: অগ্রিম জমার (প্রি-ডিপোজিট) ফেরতের (রিফান্ড) উপর কি সুদ প্রযোজ্য?

উ: হ্যাঁ। আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ১১৫ অনুযায়ী যেক্ষেত্রে আপিলকারী ধারা ১০৭-এর উপধারা (৬), অথবা ধারা ১১২-র উপধারা (৮) অনুযায়ী টাকা জমা করেছেন তা প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ অথবা ট্রাইব্যুনাল-এর দ্বারা পাশ করা কোনও আদেশের প্রেক্ষিতে ফেরত দেবার সময় ঐ জমা রাশির উপর তা জমা নেওয়ার দিন থেকে ফেরত পাওয়ার দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য ধারা

৫৬ নির্দেশিত হারে সুদ দিতে হবে।

প্র১৯: ট্রাইব্যুনাল-এর দ্বারা পাশ করা কোনও আদেশের বিরুদ্ধে কোথায় আপিল করা যাবে?

উ: ট্রাইব্যুনাল-এর রাজ্য বেঞ্চ বা এরিয়া বেঞ্চ দ্বারা পাশ করা কোনও আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যেতে পারে; এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, এই আপিলে যা কিছু সারগর্ভ আইনি প্রশ্ন জড়িত আছে সে ব্যাপারে হাইকোর্টকে সন্তুষ্ট হতে হবে [ধারা ১১৭(১)]। তবে, ট্রাইব্যুনাল-এর জাতীয় বেঞ্চ বা রিজিওনাল বেঞ্চ দ্বারা পাশ করা কোনও আদেশের আপিল হাইকোর্টে নয়, সুপ্রিম কোর্টে করতে হবে [এই আইনের ধারা ১০৯ (৫) অনুযায়ী, সরবরাহের স্থান সংক্রান্ত বিতর্ক জড়িত থাকলে, ট্রাইব্যুনাল-এর শুধু জাতীয় বেঞ্চ বা রিজিওনাল বেঞ্চ-ই আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী]।

প্র২০: হাই কোর্টের কাছে আপিল করার সময়সীমা কী?

উ: যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে তার প্রাপ্তির থেকে ১৮০ দিন। তবে, যথেষ্ট কারণসাপেক্ষে এর বেশি বিলম্ব মার্জনা করার অধিকার হাই কোর্টের আছে।

১৭

অগ্রিম বিধান
ADVANCE RULING

প্র১: অ্যাডভান্স রুলিং (এআর) বা অগ্রিম বিধান কী ?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৯৫ ও ইউটিজিএসটি আইনের ধারা ১২ অনুযায়ী কোনও আবেদনকারীকে সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৯৭(২) অথবা ১০০(১)-এ নির্দেশিত ও আবেদনকারী যে পণ্য ও/বা পরিষেবার সরবরাহ করতে চাইছেন সেই সংক্রান্ত কোনও বিষয় বা প্রশ্নের উপর কর্তৃপক্ষ দ্বারা জানানো সিদ্ধান্তকেই অগ্রিম বিধান (অ্যাডভান্স রুলিং) বলে।

প্র২: কী কী প্রশ্নের উপর অগ্রিম বিধান চাওয়া যেতে পারে ?

উ: নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর অগ্রিম বিধান চাওয়া যেতে পারে—

ক) এই আইন অনুযায়ী কোনও পণ্য বা পরিষেবার বা উভয়েরই শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত বিষয়ে;

খ) এই আইন অনুযায়ী ইস্যু হওয়া কোনও বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত বিষয়ে যা কর-এর হারের উপর প্রভাব ফেলে;

গ) এই আইন অনুযায়ী পণ্য বা পরিষেবার বা উভয়েরই মূল্যনির্ধারণ (valuation) সংক্রান্ত কোনও নীতির প্রযোজ্যতার বিষয়ে;

ঘ) প্রদত্ত বা প্রদত্ত রূপে গণ্য (paid or deemed to have been paid) কর-এর উপর আইটিসি-র গ্রাহ্যতার বিষয়ে;

ঙ) এই আইন অনুযায়ী কোনও পণ্য বা পরিষেবার করযোগ্যতা নির্ধারণ বিষয়ে;

চ) আবেদনকারীর রেজিস্টার্ড হওয়ার প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে;

ছ) আবেদনকারী কৃত কোনও পণ্য বা পরিষেবা-সংক্রান্ত কার্য সরবরাহ রূপে পরিগণিত হবে কিনা, সেই বিষয়ে।

প্র৩: এই অগ্রিম বিধান ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কী?

উ: এর উদ্দেশ্যগুলি মোটামুটিভাবে এইরকম—

ক) আবেদনকারী দ্বারা নিতে চলা কোনও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার করযোগ্যতা পূর্বেই নির্ধারণ;
খ) বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগকে আকর্ষণ করা;
গ) আইনি প্রক্রিয়া হ্রাস করা;
ঘ) কম ব্যয়ে, স্বচ্ছভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে কোনও বিধান প্রস্তুত করা।

প্র৪: জিএসটি-র অন্তর্গত অগ্রিম বিধান অধিকারীর [Authority for Advance Ruling (AAR)] গঠন কেমন হবে?

উ: AAR সিজিএসটি-র একজন এবং এসজিএসটি-র একজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। তাঁরা যথাক্রমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত হবেন।

প্র৫: অগ্রিম বিধান নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে কি রেজিস্টার্ড হতে হবে?

উ: না। জিএসটি-তে রেজিস্টার্ড ব্যক্তি বা রেজিস্ট্রেশন নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি— যে কেউই এই আবেদন করতে পারবেন [ধারা ৯৫(বি)]।

প্র৬: অগ্রিম বিধানের জন্য আবেদন কখন করতে হবে?

উ: একটি চালু সরবরাহ চলাকালীন, অথবা যে লেনদেন হতে চলেছে (পণ্য বা পরিষেবার কোনও প্রস্তাবিত সরবরাহের ক্ষেত্রে) তার ক্ষেত্রে আগে থেকেই আবেদনকারী এই আবেদন করতে পারেন। শুধু এমন বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করা যাবে না যে বিষয়ে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও প্রক্রিয়া চলছে, বা সেই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কোনও সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

প্র৭: অগ্রিম বিধান অধিকারী কতদিনের মধ্যে তাঁর বিধান ঘোষণা করবেন?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৯৮(৬) অনুযায়ী এই আবেদন পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে অধিকারী তাঁর বিধান ঘোষণা করবেন।

প্র৮: অগ্রিম বিধানের অ্যাপিলেট অধিকারী [Appellate Authority for Advance Ruling (AAAR)] কী?

উ: অগ্রিম বিধানের অ্যাপিলেট অধিকারী (AAAR) এসজিএসটি আইন অথবা ইউটিজিএসটি আইন দ্বারা গঠিত হবে। এই AAAR-ই নিজ নিজ রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিজিএসটি আইনের অ্যাপিলেট অধিকারী বলে বিবেচিত হবেন। যদি কোনও আবেদনকারী, বা ক্ষেত্রীয় আধিকারিক, অগ্রিম বিধানে ক্ষুব্ধ হন, তাহলে তিনি অ্যাপিলেট অধিকারীর কাছে আপিল করতে পারবেন।

প্র৯: কতগুলি AAR এবং কতগুলি AAAR গঠিত হবে?

উ: প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি করে AAR এবং AAAR গঠিত হবে।

প্র১০: কার ক্ষেত্রে অগ্রিম বিধান প্রযোজ্য?

উ: ধারা ১০৩ অনুযায়ী AAR বা AAAR গৃহীত কোনও সিদ্ধান্ত ধারা ৯৭(২) মোতাবেক কোনও বিষয় উত্থাপিত করা আবেদনকারী এবং ঐ আবেদনকারীর ক্ষেত্রীয় কর কর্তৃপক্ষের উপর আইনত বলবৎ থাকবে। এ থেকে পরিষ্কার যে ঐ সিদ্ধান্ত ঐ রাজ্যের অন্যান্য সমতুল্য করযোগ্য ব্যক্তি/ব্যক্তিদের উপর বর্তাবে না। এটা শুধুমাত্র অগ্রিম বিধান-এর জন্য আবেদনকারীর উপরই সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্র১১: হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের যে নিদর্শনমূল্য থাকে অগ্রিম বিধানেও কি তা থাকবে?

উ: না, অগ্রিম বিধান শুধু উত্থাপিত বিষয়টির উপরেই প্রযোজ্য। এর কোনও নিদর্শনমূল্য নেই। তবে, আবেদনকারীর মতো অন্যান্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এর একটা আবেদনমূল্য (persuasive value) আছে।

প্র১২: অগ্রিম বিধানের প্রযোজ্যতার সময়সীমা কী?

উ: আইনে কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে ধারা ১০৩(২)-এ উল্লেখ আছে যে ততদিন অগ্রিম বিধান প্রযোজ্য হবে যতদিন না এই সংক্রান্ত মূল আইনে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে। সুতরাং যতদিন ঐ লেনদেনটি শেষ না হচ্ছে আর যতদিন না আইন, ঘটনাবলী বা পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ঐ বিধান বহাল থাকবে।

প্র১৩: অগ্রিম বিধান কি বাতিল হতে পারে?

উ: ধারা ১০৪(১) অনুযায়ী অগ্রিম বিধান শুরু থেকেই অসিদ্ধ ('ab initio void') ধরা হতে পারে যদি AAR বা AAAR দেখেন যে ঐ আদেশ নেওয়ার জন্য আবেদনকারী দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে বা তথ্য গোপন/বিকৃত করেছে। সেই পরিস্থিতিতে অগ্রিম বিধান ব্যতিরেকে জিএসটি আইনে এই ক্ষেত্রে যা বিহিত আছে তা-ই প্রযোজ্য হবে (অগ্রিম বিধান দেওয়া থেকে তাকে অসিদ্ধ বলে পরিগণিত করার দিন অবধি সময়সীমা ব্যতিরেকে)। এই অগ্রিম বিধান অসিদ্ধ ঘোষণার আদেশ যথোপযুক্ত শুনানির পরই জারি করতে হবে।

প্র১৪: কী পদ্ধতিতে অগ্রিম বিধান নেওয়া যেতে পারে?

উ: ধারা ৯৭ এবং ৯৮-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী অগ্রিম বিধান-এর জন্য আবেদন করা যেতে পারে। ধারা ৯৭ অনুযায়ী অগ্রিম বিধান-এর জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বর্ণিত ফর্ম অনুযায়ী আবেদন করতে হবে। এই ফর্ম-এর নিদর্শ এবং বিস্তারিত পদ্ধতি আদর্শ জিএসটি বিধিতে বর্ণিত করা হবে।

ধারা ৯৮-এ অগ্রিম বিধান-এর আবেদনের বিচারের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। AAR আবেদনপত্রটির একটি প্রতিলিপি, আবেদনকারী যে আধিকারিকের অধীনে আছেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে আবেদনপত্র সম্বন্ধিত নথিপত্র চেয়ে পাঠাবেন। তারপর AAR ঐ আবেদনপত্র এবং সেই সম্পর্কিত তথ্যাদি পরীক্ষা করবেন এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে আবেদনকারীর শুনানিও নিতে পারেন। অতঃপর তিনি তাঁর আদেশে আবেদনটিকে গ্রহণ করে অথবা খারিজ করে আদেশ জারি করবেন।

প্র১৫: কোন পরিস্থিতিতে অগ্রিম বিধান-এর আবেদনটি আবশ্যিকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে?

উ: আবেদনপত্রটি আবশ্যিকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে যদি উত্থিত প্রশ্নটি আবেদনকারীর অন্য কোনও কেস-এ জিএসটি আইনের কোনও ধারা অনুযায়ী বিচারাধীন থাকে অথবা ইতিমধ্যেই তার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়ে থাকে।

যদি আবেদনটি বাতিলযোগ্য বলে গণ্য হয় তবে তা বাতিল করার কারণ দর্শিয়ে একটি আদেশ জারি করতে হবে।

প্র১৬: আবেদনপত্রটি গৃহীত হয়ে যাবার পর AAR-এর করণীয় কী?

উ: যদি আবেদনপত্রটি গৃহীত হয় তবে AAR তা গৃহীত হবার ৯০ দিনের মধ্যে তাঁর ফয়সালা দেবেন। সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে তিনি আবেদনপত্রটি এবং আবেদনকারী এবং সম্পর্কিত বিভাগীয় প্রতিনিধি প্রদত্ত তাঁর সম্পর্কিত সমস্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করবেন।

সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে AAR-এর পক্ষে আবেদনকারী এবং সম্পর্কিত সিজিএসটি /এসজিএসটি/ ইউটিজিএসটি-র ক্ষেত্রীয় আধিকারিকের শুনানি নেওয়াও আবশ্যিক।

প্র১৭: AAR-এর সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে কী হবে ?

উ: AAR-এর দু'জন সদস্যের মধ্যে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তাঁরা বিতর্কিত বিষয়টি বা বিষয়গুলি AAAR-এর কাছে পাঠিয়ে দেবেন তাঁর শুনানির জন্য। যদি AAAR-এর সদস্যরাও বিতর্কিত বিষয়টি বা বিষয়গুলির উপর মতৈক্যে উপনীত হতে না পারেন তবে ধরা হবে যে বিতর্কিত বিষয়টি বা বিষয়গুলির উপর কোনও অগ্রিম বিধান দেওয়া যাবে না।

প্র১৮: AAR-এর আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার পদ্ধতিগুলি কী?

উ: AAAR-এর আদেশের উপর আপিল করার পদ্ধতিগুলি সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১০০ এবং ধারা ১০১-এ এবং ইউটিজিএসটি আইনের ধারা ১৪-য় বর্ণিত আছে।

যদি আবেদনকারী AAR-এর আদেশের উপর ক্ষুব্ধ হন তবে তিনি বিচার চেয়ে AAAR-এর কাছে আপিল করতে পারেন। একইভাবে সিজিএসটি/এসজিএসটি/ইউটিজিএসটি-র ক্ষেত্রীয় বা সংশ্লিষ্ট আধিকারিক (concerned officer) যদি AAR-এর আদেশের উপর ক্ষুব্ধ হন তবে তিনিও বিচার চেয়ে AAAR-এর কাছে আপিল করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বলতে সেই আধিকারিককেই বোঝাবে যিনি সংশ্লিষ্ট সিজিএসটি/এসজিএসটি বিভাগ দ্বারা মনোনীত হবেন। সাধারণত সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বলতে সেই আধিকারিককেই বোঝাবে যাঁর অধীনে আবেদনকারী আছেন। এসব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রীয় সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিকই সংশ্লিষ্ট আধিকারিক।

অগ্রিম বিধান পাওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যেই আপিল জমা দিতে হবে এবং সেই আপিল নির্দিষ্ট ফর্ম-এ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যাচাই করার পরই জমা দিতে হবে। এই নির্দিষ্ট ফর্ম এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি বিধিতে বর্ণিত থাকবে।

অ্যাপিলেট অথরিটি আপিলের সংশ্লিষ্ট পক্ষের শুনানি নিয়ে আপিল জমা হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে তাঁর আদেশ জারি করবেন। যদি AAAR-এর সদস্যরা বিষয়টির উপর মতৈক্যে উপনীত হতে না পারেন তবে ধরা হবে যে বিতর্কিত বিষয়টির উপর কোনও অগ্রিম বিধান দেওয়া যাবে না।

প্র১৯: অগ্রিম বিধান-এর অ্যাপিলেট কর্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যাবে কি?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে অগ্রিম বিধানের অ্যাপিলেট কর্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ নেই। সুতরাং কোনও উচ্চতর আপিলের সুযোগ এ ক্ষেত্রে নেই আর এই বিধান আবেদনকারী এবং ক্ষেত্রীয় আধিকারিক উভয়ের উপরেই বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য।

তবে, হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন করা যেতে পারে।

প্র২০: AAR বা AAAR কি তাঁদের ইস্যু করা বিধান-এর ভ্রম সংশোধন করে কোনও আদেশ ইস্যু করতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। AAR ও AAAR তাঁদের ইস্যু করা আদেশের ভ্রম সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করতে সমর্থ। তবে তা আদেশের ৬ মাসের মধ্যেই করতে হবে। এই ধরনের ভুল AAR/AAAR দ্বারা পরিলক্ষিত হতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী বা এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত বা সংশ্লিষ্ট সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিক দ্বারাও AAR /AAAR-এর গোচরে আনা যেতে পারে। যদি সংশোধনের ফলে করদায় বেড়ে যায় অথবা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট কমে যায় তাহলে আবেদনকারী বা আপিলকারীর বক্তব্য না শুনে আদেশ জারি করা যাবে না [ধারা ১০২]।

১৮

নিষ্পত্তি কমিশন
SETTLEMENT COMMISSION

[প্রত্যাহৃত, চূড়ান্ত জিএসটি আইনে এই অধ্যায়টি নেই]

১১

পরিদর্শন, তল্লাশি, আটক এবং গ্রেপ্তার
INSPECTION, SEARCH, SEIZURE & ARREST

প্র১: তল্লাশি (সার্চ) শব্দের অর্থ কী?

উ: আইনের অভিধান এবং বিভিন্ন বিচার সংক্রান্ত ভাষ্য অনুযায়ী, 'তল্লাশি' শব্দের দ্বারা বোঝায় সরকারি ব্যবস্থার অধীন এমন একটি কাজ যাতে করে কোনও জায়গা, স্থান, ব্যক্তি, জিনিস ইত্যাদির কাছে পৌঁছে, দেখে বা ভালোভাবে পরীক্ষা করে সেখানে গোপন কিছুর সন্ধান করা যায় অথবা অপরাধের প্রমাণ খুঁজে বের করা যায়। কোনও ব্যক্তি বা বাহন বা স্থানের তল্লাশি করা যাবে শুধুমাত্র উপযুক্ত এবং বৈধ আইনি অনুমোদন থাকলে।

প্র২: পরিদর্শন (ইন্সপেকশন) শব্দের অর্থ কী?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে পরিদর্শন একটি নতুন বিধান। সার্চের তুলনায় এটি একটি লঘুতর বিধান যা আধিকারিকদের একজন করদাতা ব্যক্তির যে কোনও ব্যবসার জায়গা এবং পণ্য পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তির অথবা কোনও গুদামের মালিক বা পরিচালকের যে কোনও ব্যবসার স্থানে প্রবেশের অধিকার দেয়।

প্র৩: পরিদর্শনের জন্য কে নির্দেশ দিতে পারেন এবং কোন পরিস্থিতিতে?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৬৭ অনুযায়ী একজন সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিক পরিদর্শন করতে পারেন শুধুমাত্র একজন যুগ্ম কমিশনার বা উচ্চতর পদাধিকারীর লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে। একজন যুগ্ম কমিশনার বা উচ্চতর পদাধিকারী এরকম অনুমোদন দিতে পারবেন একমাত্র যদি তাঁর বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিম্নলিখিত যে কোনও একটি কাজ করেছেন—

ক) সরবরাহ সংক্রান্ত বিনিময় গোপন করেছেন;

খ) হাতে থাকা পণ্যের স্টক গোপন করেছেন;
গ) অতিরিক্ত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করেছেন;
ঘ) কর ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের কোনও ধারা লঙ্ঘন করেছেন;
ঙ) একজন পরিবহনকারী বা গুদামমালিক এমন পণ্য রেখেছেন যার উপর কর দেওয়া হয়নি অথবা তার হিসাব, বা পণ্য এমনভাবে রেখেছেন যার ফলে কর ফাঁকির সম্ভাবনা আছে।

প্র৪: একজন উপযুক্ত আধিকারিক কি কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি/অঙ্গন পরিদর্শনের অনুমতি আইনের এই ধারায় দিতে পারেন?

উ: না। একজন সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিককে অনুমোদন দেওয়া যাবে নিম্নলিখিত পরিদর্শনের জন্য—
ক) একজন করদাতা ব্যক্তির যে কোনও ব্যবসার স্থান;
খ) পণ্য পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তির যে কোনও ব্যবসার স্থান, সে তিনি রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি হন বা না হন।
গ) কোনও গুদামের মালিক বা পরিচালকের যে কোনও ব্যবসার স্থান।

প্র৫: সিজিএসটি আইনে তল্লাশি এবং আটক (সিজার)-এর আদেশ কে দিতে পারে?

উ: একজন যুগ্ম কমিশনার বা উচ্চতর পদমর্যাদার আধিকারিক পণ্য, নথি, খাতাপত্র অথবা জিনিসপত্র তল্লাশি এবং আটক করার জন্য একজন আধিকারিককে লিখিত অনুমতি দিতে পারেন। এরকম অনুমতি দেওয়া যাবে শুধুমাত্র যখন যুগ্ম কমিশনারের কাছে এই বিশ্বাসের কারণ থাকবে যে বাজেয়াপ্ত হবার মতো কোনও পণ্য বা কোনও প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কোনও নথি বা খাতাপত্র বা জিনিস কোনও স্থানে গোপন করা আছে।

প্র৬: 'বিশ্বাসের কারণ' শব্দবন্ধের মানে কী?

উ: বিশ্বাসের কারণ রূপে থাকতে হবে তথ্যের জ্ঞান, যেটা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সমতুল্য নাও হতে পারে, কিন্তু যা কিনা একজন যুক্তিপূর্ণ মানুষকে একই সিদ্ধান্তে উপনীত করবে যদি তার কাছে একই তথ্য থাকে। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (IPC)-এর ধারা ২৬ অনুযায়ী, "একজন ব্যক্তির কিছুর প্রতি 'বিশ্বাসের কারণ' আছে বলে ধরে নেওয়া হবে যদি তাঁর কাছে অন্য কিছু বিশ্বাস না করে সেটি বিশ্বাস করার পর্যাপ্ত কারণ থাকে।" 'বিশ্বাসের কারণ'— এই ধারণার মূলে আছে একটি নিরপেক্ষ সংকল্প, যার ভিত্তি সুচিন্তিত সতর্কতা আর মূল্যায়ন, নিছক ব্যক্তিগত বিবেচনাবোধ নয়। এটা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক উপাদান এবং পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একজন সৎ এবং যুক্তিপূর্ণ মানুষের বিশ্বাস।

প্র৭: পরিদর্শন বা তল্লাশি এবং আটকের অনুমতি দেবার আগে উপযুক্ত আধিকারিককে এই 'বিশ্বাসের কারণ' লিখে রাখা কি বাধ্যতামূলক?

উ: যদিও তল্লাশির অনুমতি দেবার আগে আধিকারিকের এরকম বিশ্বাসের কারণ ব্যক্ত করার দরকার নেই, কিন্তু যেসব জিনিসের সাহায্যে তাঁর বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল তা তাঁকে প্রকাশ করতে হবে। 'বিশ্বাসের কারণ' প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা ভালো হয় যদি তল্লাশি পরোয়ানা (ওয়ারেন্ট) দেবার আগে বা তল্লাশি শুরু করার আগে সমস্ত উপাদান/তথ্যাদি লিখে রাখা হয়।

প্র৮: তল্লাশি পরোয়ানা কী এবং এর মধ্যে কী কী থাকে?

উ: তল্লাশি করার জন্য লিখিত অনুমতিকেই সাধারণভাবে 'সার্চ ওয়ারেন্ট' বলা হয়। তল্লাশি পরোয়ানা দেবার যোগ্য আধিকারিক হলেন যুগ্ম কমিশনার বা উচ্চতর পদমর্যাদার একজন আধিকারিক। একটি তল্লাশি পরোয়ানায় তল্লাশি করার কারণ হিসেবে উপযুক্ত বিশ্বাসের উল্লেখ অবশ্যই থাকবে। তল্লাশি পরোয়ানায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা উচিত—

ক) আইনের লঙ্ঘন;
খ) যে স্থানের তল্লাশি করা হবে;
গ) তল্লাশির জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম এবং পদ;
ঘ) পরোয়ানা প্রদানকারী আধিকারিকের নাম এবং পদ, গোল মোহর সহ;
ঙ) স্বাক্ষরের তারিখ এবং স্থান;
চ) তল্লাশি পরোয়ানার ক্রমাঙ্ক;
ছ) বৈধতার সময়কাল অর্থাৎ এক বা দুই দিন ইত্যাদি।

প্র৯: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে কখন কোনও পণ্য বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য হয়ে ওঠে?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১৩০ অনুযায়ী পণ্য বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য হয় যখন কোনও ব্যক্তি নিম্নলিখিত কাজগুলি করেন—

ক) এই আইনের কোনও ধারা বা তার অন্তর্গত কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করে পণ্য সরবরাহ অথবা গ্রহণ করার ফলে কর ফাঁকি ঘটলে;
খ) যে পণ্যের উপর এই আইনে কর দেবার কথা, সেই পণ্যের হিসাব না রাখলে;
গ) রেজিস্ট্রেশন-এর জন্য আবেদন না করে এই আইনে করযোগ্য কোনও পণ্য সরবরাহ করলে;
ঘ) কর ফাঁকির ইচ্ছা নিয়ে সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের কোনও ধারা বা তার অন্তর্গত কোনও বিধি লঙ্ঘন করলে।

প্র১০: বৈধ তল্লাশির সময় একজন আধিকারিক কী কী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন?

উ: তল্লাশি করছেন এমন একজন আধিকারিক তল্লাশি করার এবং তল্লাশির স্থান থেকে পণ্য (যা বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য) এবং নথি, খাতাপত্র বা জিনিস (যা সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের কোনও প্রক্রিয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক) আটক করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। যে জায়গার তল্লাশির অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেখানে প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করা হলে তল্লাশির সময় আধিকারিক তার দরজা ভেঙে প্রবেশ করতে পারেন। তল্লাশি চলার সময় যদি কোনও আলমারি বা বাক্স খুলতে অস্বীকার করা হয়, আধিকারিক সেই আলমারি বা বাক্স খোলার জন্য ভাঙতে পারেন যদি তিনি মনে করেন সেই আলমারি বা বাক্সে কোনও পণ্য, হিসাব, খাতাপত্র বা নথি লুকিয়ে রাখা আছে। প্রবেশ করতে না দিলে তিনি জায়গাটি সিল করেও দিতে পারেন।

প্র১১: তল্লাশি করার পদ্ধতি কী?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৬৭ (১০) অনুযায়ী তল্লাশি করতে হবে কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর ১৯৭৩-এ দেওয়া বিধান অনুসারে। কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর-এর ধারা ১০০-তে কী পদ্ধতিতে তল্লাশি করতে হবে তা বিবৃত করা আছে।

প্র১২: তল্লাশির সময় কোন মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে হবে?

উ: তল্লাশি করার সময় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী মেনে চলা উচিত—

- উপযুক্ত আধিকারিকের স্বাক্ষরিত বৈধ তল্লাশি পরোয়ানা ছাড়া কোনও জায়গার তল্লাশি করা যাবে না।
- বাসস্থানের তল্লাশি করার দলে অবশ্যই একজন মহিলা আধিকারিক থাকবেন।
- তল্লাশি শুরু করার আগে সেই স্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আধিকারিকরা তাঁদের পরিচয়-পত্র দেখিয়ে তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করবেন।
- তল্লাশি শুরু করার আগে সেই স্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তল্লাশি পরোয়ানা দেখিয়ে এবং তিনি যে সেটি দেখেছেন তার প্রমাণ হিসাবে সেটির উপর তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে তল্লাশি পরোয়ানাকে কার্যকরী করতে হবে। তল্লাশি পরোয়ানার উপর কমপক্ষে দু'জন সাক্ষীর সইও নিতে হবে।
- তল্লাশি করতে হবে সেই এলাকার কমপক্ষে দু'জন নিরপেক্ষ সাক্ষীর উপস্থিতিতে। যদি সেই এলাকায় এমন কোনও অধিবাসী না পাওয়া যায় বা কেউ ইচ্ছুক না হয়, তবে অন্য এলাকার অধিবাসীদের তল্লাশির সাক্ষী করা যাবে। তল্লাশির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাক্ষীদের সংক্ষিপ্তভাবে অবহিত করতে হবে।
- তল্লাশি শুরুর আগে তল্লাশি দলের সব আধিকারিক এবং সঙ্গের সাক্ষীদের তাঁদের নিজেদের দেহ তল্লাশি করাবার জন্য সেই স্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুরোধ করা উচিত। ঠিক একইভাবে তল্লাশি শেষ হলে সব আধিকারিক এবং সাক্ষীদের দেহ তল্লাশির জন্য আবার অনুরোধ জানানো উচিত।
- তল্লাশির বিবরণী সংক্রান্ত একটি পঞ্চনামা/মহাজার অকুস্থলেই তৈরি করতে হবে। উদ্ধার

করা এবং আটক করা সমস্ত পণ্য এবং নথিপত্রের একটি তালিকা বানাতে হবে এবং সেটি পঞ্চনামা/মহাজার-এর সঙ্গে সংযোজনী হিসেবে থাকবে। পঞ্চনামা/মহাজার এবং আটক করা পণ্য ও নথিপত্রের তালিকাতে অবশ্যই সাক্ষীদের, সেই স্থানের মালিক যার সামনে তল্লাশি করা হয়েছে এবং তল্লাশির জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত আধিকারিকের স্বাক্ষর থাকবে।

- তল্লাশি হয়ে গেলে তল্লাশির ফলাফল সংক্রান্ত একটি রিপোর্টের সঙ্গে নিষ্পন্ন করা তল্লাশি পরোয়ানার মূল প্রতিলিপি পরোয়ানা প্রদানকারী আধিকারিককে ফেরত দিতে হবে। তল্লাশিতে অংশগ্রহণকারী আধিকারিকদের নাম তল্লাশি পরোয়ানার পিছনদিকে লিখে রাখা যেতে পারে।
- তল্লাশি পরোয়ানা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে জারি হওয়া তল্লাশি পরোয়ানার জন্য রেকর্ড খাতা রাখতে হবে এবং ব্যবহৃত হওয়া ও ফেরত আসা তল্লাশি পরোয়ানাগুলিকেও সুরক্ষিত রাখতে হবে।
- সংযোজনী সহ পঞ্চনামা/মহাজার-এর একটি প্রতিলিপি তল্লাশির স্থানের মালিক বা তার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দিতে হবে এবং তার প্রাপ্তিস্বীকার নিতে হবে।

প্র১৩: অন্য কোনও পরিস্থিতিতে কি একজন সিজিএসটি /এসজিএসটি আধিকারিক কোনও ব্যবসার জায়গায় যেতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৬৫ অনুযায়ী প্রবেশ করা যায়। আইনের এই ধারায় সিজিএসটি/এসজিএসটি-এর হিসাব নিরীক্ষক দল (অডিট) বা সি অ্যান্ড এজি বা সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৬৬ অনুযায়ী মনোনীত কোনও কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট তল্লাশি পরোয়ানা ছাড়াই রাজস্বের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অডিট, পরীক্ষা এবং যাচাই করার জন্য যে কোনও ব্যবসার জায়গায় প্রবেশ করতে পারেন। তবে এর জন্য সিজিএসটি বা এসজিএসটি-র কমিশনার-এর লিখিত অনুমতি প্রয়োজন। এই বিধান করযোগ্য ব্যক্তির মুখ্য বা অতিরিক্ত ব্যবসার স্থান হিসাবে নথিভুক্ত জায়গা ছাড়া অন্য ব্যবসার জায়গাতেও প্রবেশের অনুমতি দেয় যেখানে করদাতা ব্যক্তির অডিট বা হিসাব পরীক্ষার জন্য দরকারি হিসাবের খাতা, নথিপত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি থাকে।

প্র১৪: আটক (সিজার) শব্দের অর্থ কী?

উ: জিএসটি আইনে আটক শব্দের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া নেই। আইন অভিধান অনুযায়ী আটক বলতে বোঝায় কোনও আইনগত পদ্ধতির সাহায্যে কোনও আধিকারিকের দ্বারা কোনও সম্পত্তির দখল নেওয়া। সাধারণভাবে এতে সম্পত্তির মালিক বা বর্তমান অধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক দখল নেওয়া বোঝায়।

প্র১৫: জিএসটি আইনে কোনও পণ্য বা বাহনকে কি সাময়িকভাবে আটক (ডিটেনশন) করা যায়?

উ: হ্যাঁ। সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১২৯ অনুযায়ী একজন আধিকারিক কোনও পণ্য বা বাহন (ট্রাক বা অন্য গাড়ি) সাময়িকভাবে আটকাতে পারেন। এটা করা যাবে সেই সমস্ত পণ্যের জন্য যেগুলি সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা লঙ্ঘন করে পরিবহন করা হচ্ছে বা যাতায়াতের পথে জমিয়ে রাখা হয়েছে। হিসাব বহির্ভূত জমা থাকা পণ্যও সাময়িকভাবে আটকে রাখা যাবে। যথোচিত কর বা সমমূল্যের নিরাপত্তা প্রদান করলে এই সমস্ত পণ্য ও যানকে ছেড়ে দিতে হবে।

প্র১৬: 'আটক' (seizure) এবং 'সাময়িক আটকে রাখা'-র (detention) মধ্যে আইনগত পার্থক্য কী?

উ: একটি আইনি আদেশ বা নোটিস-এর বলে কোনও সম্পত্তির মালিক বা বর্তমান অধিকারীকে সম্পত্তির দখল থেকে বঞ্চিত করাই হলো 'সাময়িক আটকে রাখা'। পণ্যের প্রকৃত দখলদারি নেওয়া হলো 'আটক'। সাময়িক আটকে রাখার আদেশ দেওয়া হয় যখন কোনও পণ্য বাজেয়াপ্ত করার যোগ্য বলে সন্দেহ করা হয়। আটক তখনই করা যাবে যদি তদন্ত বা অনুসন্ধানের ফলে এই যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস জন্মায় যে পণ্যগুলি বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য।

প্র১৭: জিএসটি আইনে তল্লাশি এবং আটক-সংক্রান্ত ব্যাপারে কী কী রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৬৭ অনুযায়ী তল্লাশি এবং আটক-সংক্রান্ত ক্ষমতার ব্যাপারে কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে। সেগুলি হলো—

ক) আটক করা পণ্য বা নথিপত্র পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের পরে আর আটকে রাখা যাবে না;

খ) যে ব্যক্তির কাছ থেকে নথিপত্র আটক করা হয়েছে, তিনি ওইসব নথিপত্রের ফটোকপি নিতে পারেন;

গ) আটক পণ্যের জন্য, যদি আটকের ছয় মাসের মধ্যে কোনও নোটিস পাঠানো হয়, যে ব্যক্তির কাছ থেকে পণ্য আটক করা হয়েছিল, তাঁকে সেই পণ্য ফেরত দিতে হবে। এই ছয় মাসের সময়সীমা যুক্তিযুক্ত কারণ থাকলে সর্বোচ্চ আরো ছয় মাস পর্যন্ত বাড়ানো যাবে;

ঘ) আটককারী আধিকারিককে আটক পণ্যের তালিকা (inventory) বানাতে হবে;

ঙ) কিছু শ্রেণীর পণ্য যা সিজিএসটি আইনে নির্দিষ্ট করা থাকবে (যেমন দ্রুত পচনশীল, বিপজ্জনক পণ্য ইত্যাদি) আটকের অব্যবহিত পরেই খালাস করে দেওয়া যেতে পারে;

চ) তল্লাশি এবং আটক-এর ব্যাপারে কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর ১৯৭৩-এর বিধান প্রযোজ্য হবে। কিন্তু কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর-এর ধারা ১৬৫-এর উপধারা (৫)-এ একটা গুরুত্বপূর্ণ বদল করা হয়েছে— তল্লাশির সময় বানানো কোনও নথির প্রতিলিপি নিকটতম ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অপরাধের গ্রাহ্যতা স্বীকারের জন্য না পাঠিয়ে সেটা পাঠাতে হবে সিজিএসটি মুখ্য কমিশনার/সিজিএসটি কমিশনার/এসজিএসটি কমিশনার-এর কাছে।

প্র১৮: করযোগ্য পণ্যের পরিবহনের সময় কি কোনও বিশেষ নথি (ডকুমেন্ট) বহন করার দরকার আছে?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৬৮ অনুযায়ী পরিবহন গাড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যথাবিহিত নথি সঙ্গে রাখতে হবে যদি চালানমূল্য একটি নির্দিষ্ট অর্থমূল্যের অধিক হয়।

প্র১৯: 'গ্রেপ্তার' (অ্যারেস্ট) শব্দের অর্থ কী?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে 'গ্রেপ্তার' শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া নেই। কিন্তু বিচার সংক্রান্ত ভাষ্য অনুযায়ী 'গ্রেপ্তার' বলতে বোঝায় "কোনও বৈধ আদেশ বা কর্তৃত্বের বলে কোনও ব্যক্তিকে হেফাজতে নেওয়া"। অন্য কথায় একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলা যাবে যখন বৈধ গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ক্ষমতার ফলে তাঁর স্বাধীনতা সংকুচিত হবে।

প্র২০: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে কখন একজন উপযুক্ত আধিকারিক কোনও ব্যক্তির গ্রেপ্তারির অনুমতি দিতে পারেন?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি কমিশনার কোনও ব্যক্তির গ্রেপ্তারের জন্য একজন সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিককে অনুমতি দিতে পারেন যদি তিনি বিশ্বাস করেন যে সেই ব্যক্তি এমন অপরাধ করেছে যা সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১৩২(১)(এ), (বি), (সি), (ডি) অথবা ধারা ১৩২(২) অনুযায়ী শাস্তির যোগ্য। এর অর্থ এই যে, কোনও ব্যক্তিকে শুধুমাত্র তখনই গ্রেপ্তার করা যাবে যখন কর ফাঁকির পরিমাণ ২ কোটি টাকার অধিক অথবা যেখানে কোনও ব্যক্তি পূর্বের কোনও অপরাধের জন্য সিজিএসটি আইনের ধারা ৭৩-এর অধীনে শাস্তিপ্রাপ্ত।

প্র২১: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির জন্য কী রক্ষাকবচ আছে?

উ: গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির জন্য ধারা ৬৯-এ কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে। সেগুলি হলো—

ক) যদি কোনও ব্যক্তিকে আদালতগ্রাহ্য অপরাধের (cognizable offence) জন্য গ্রেপ্তার করা হয়, তবে তাঁকে লিখিতভাবে গ্রেপ্তারির কারণ জানাতে হবে এবং তাঁকে গ্রেপ্তারির ২৪ ঘন্টার মধ্যে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করাতে হবে;

খ) কোনও ব্যক্তিকে আদালতগ্রাহ্য নয় (non-cognizable) এবং জামিনযোগ্য অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হলে, সিজিএসটি/ এসজিএসটি-র ডেপুটি/ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার তাঁকে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন এবং কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর ১৯৭৩-এর ধারা ৪৩৬-এর অধীন একজন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের উপর প্রযোজ্য বিধান তাঁর উপরেও প্রযোজ্য হবে;

গ) সমস্ত গ্রেপ্তার করতে হবে কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর ১৯৭৩-এর গ্রেপ্তার সম্পর্কিত বিধান অনুযায়ী।

প্র২২: গ্রেপ্তার করার সময় কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে?

উ: কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর ১৯৭৩-এর গ্রেপ্তার সম্পর্কিত নিয়মাবলী এবং পদ্ধতি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। সে জন্য সিজিএসটি/এসজিএসটি-র সমস্ত ফিল্ড আধিকারিকদের কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর ১৯৭৩-এর বিধানগুলি সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান যা লক্ষণীয় তা হলো Cr.P.C., ১৯৭৩-এর ধারা ৫৭ অনুযায়ী বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার হওয়া কোনও ব্যক্তিকে কেসের পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সময়ের অতিরিক্ত আটক রাখা যাবে না, এবং এই সময় চব্বিশ ঘন্টা (গ্রেপ্তারের জায়গা থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট পর্যন্ত যাতায়াতের সময় বাদে) অতিক্রম করবে না। এই সময়ের মধ্যে, Cr.P.C.-র ধারা ৫৬ অনুযায়ী বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে সেই অধিক্ষেত্রের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করাতে হবে।

ডি কে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেসে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এক বিশেষ রায়ের মাধ্যমে, যেটা ১৯৯৭(১) এসসিসি ৪১৬-তে প্রকাশিত, গ্রেপ্তারের সময় পালনীয় সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছেন। যদিও এটা পুলিশের সঙ্গে সম্পর্কিত, তবুও গ্রেপ্তারের ক্ষমতাসম্পন্ন সমস্ত দপ্তরের এই নির্দেশিকা মেনে চলা দরকার। এগুলি হলো—

ক) গ্রেপ্তার করা এবং গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে যুক্ত পুলিশ কর্মীবৃন্দকে নিখুঁত, দৃশ্যমান এবং পরিষ্কার নাম ও পদের পরিচয়জ্ঞাপক পত্র বহন করতে হবে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে জড়িত এরকম সমস্ত পুলিশের পরিচয় রেজিস্টারে নথিভুক্ত রাখতে হবে।

খ) গ্রেপ্তারকারী পুলিশ আধিকারিক গ্রেপ্তার করার সময় একটা গ্রেপ্তারি মেমো বানাবেন এবং এই মেমোতে অন্তত একজন সাক্ষীর স্বাক্ষর থাকবে, যিনি হতে পারেন গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির পরিবারের একজন সদস্য অথবা যে এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সেখানকার কোনও সম্মাননীয় ব্যক্তি। এটাতে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির স্বাক্ষর নিতে হবে এবং গ্রেপ্তারের তারিখ ও সময়ের উল্লেখ থাকবে।

গ) যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক করা হয়েছে এবং কোনও থানা, জিজ্ঞাসাবাদের কেন্দ্র বা লক-আপের হেফাজতে রাখা হয়েছে, তাঁর ঐ জায়গাতে আটকে থাকার খবর, যত দ্রুত সম্ভব, তাঁর একজন বন্ধু বা আত্মীয় বা তাঁর পরিচিত ও ভালোমন্দের সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তিকে জানাতে হবে, যদি না গ্রেপ্তারি মেমোতে স্বাক্ষরকারী সাক্ষী নিজেই গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির সেই বন্ধু বা আত্মীয় হন।

ঘ) গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নিকটবন্ধু বা আত্মীয় জেলা বা শহরের বাইরে থাকলে গ্রেপ্তারের সময়, স্থান এবং আটক করে রাখার জায়গা পুলিশ অবশ্যই গ্রেপ্তারের ৮ থেকে ১২ ঘন্টার মধ্যে জেলার আইনি সহায়তা সংস্থা (লিগ্যাল এইড অর্গানাইজেশন) বা সংশ্লিষ্ট এলাকার থানার মাধ্যমে টেলিগ্রাম করে জানাতে বাধ্য থাকবে।

ঙ) আটক করে রাখা স্থানের ডায়রিতে গ্রেপ্তার করা ব্যক্তি সম্পর্কে একটা নথিভুক্তি থাকবে, তাতে যাঁকে গ্রেপ্তারের খবর দেওয়া হয়েছে এমন বন্ধুর নাম এবং গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি যে পুলিশ আধিকারিকদের অধীনে আছেন তাঁদের নাম এবং বিশদ উল্লেখ থাকবে।

চ) গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে, তাঁর অনুরোধক্রমে, গ্রেপ্তারের সময় তাঁর শরীরে কোনও বড় বা ছোট আঘাতের চিহ্ন থাকলে তা পরীক্ষা করাতে হবে এবং সেই সময়ে লিপিবদ্ধ করাতে হবে। 'ইন্সপেকশন মেমো'-তে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি এবং গ্রেপ্তারকারী পুলিশ আধিকারিক উভয়ের স্বাক্ষর থাকবে এবং তার প্রতিলিপি গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে দিতে হবে।

ছ) সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিচালক হেল্‌থ সার্ভিসের নিয়োগপ্রাপ্ত এবং অনুমোদিত প্যানেলের একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারকে দিয়ে হেফাজতে আটক থাকার সময় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে প্রতি ৪৮ ঘন্টা অন্তর ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে হবে। সমস্ত তেহসিল এবং জেলার জন্য পরিচালক হেল্‌থ সার্ভিসের এরকম প্যানেল তৈরি করা উচিত।

জ) গ্রেপ্তারি মেমো সহ সমস্ত নথিপত্রের প্রতিলিপি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর রেকর্ডের জন্য পাঠাতে হবে।

ঝ) জিজ্ঞাসাবাদের সময় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, যদিও তা জিজ্ঞাসাবাদের পুরো সময়ের জন্য নয়।

ঞ) সমস্ত জেলা এবং রাজ্যের প্রধান কার্যালয়ে একটা পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা রাখতে হবে যেখানে গ্রেপ্তারকারী আধিকারিক গ্রেপ্তারের ১২ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তার এবং গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে হেফাজতে রাখার জায়গার ব্যাপারে তথ্যাদি জানাবেন এবং পুলিশ কন্ট্রোল রুমে এই সমস্ত তথ্য একটা সুস্পষ্ট নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত থাকবে।

প্র২৩: গ্রেপ্তারের ব্যাপারে সাধারণত কী ধরনের নির্দেশিকা সিবিইসি-তে মেনে চলা হয়?

উ: বিভিন্ন বিষয়গুলি যেমন, অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব, ফাঁকি দেওয়া কর বা অন্যায়ভাবে নেওয়া ক্রেডিটের পরিমাণ, অপরাধের প্রকৃতি ও গুণগত মান, প্রমাণ লোপাট বা সাক্ষীকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা, তদন্তে সহযোগিতা ইত্যাদির বিবেচনার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি আলাদা আলাদা কেসে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যে যে ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সাবধানতার সঙ্গে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে তার মধ্যে থাকতে পারে—

ক) অপরাধের সঠিক তদন্ত নিশ্চিত করতে;

খ) অপরাধীর পালিয়ে যাওয়া আটকাতে;

গ) পণ্যের সংগঠিত পাচার (স্মাগলিং) বা লুকিয়ে-চুরিয়ে (by way of concealment) কাস্টম্‌স ডিউটি ফাঁকির ঘটনা হলে;

ঘ) ডামি বা অস্তিত্বহীন ব্যক্তি বা আইইসিগুলি-র নামে প্রধান পাণ্ডা বা মূল চালকদের দ্বারা চালানো প্রক্সি বা বেনামি আমদানি/রফতানি;

ঙ) যেখানে ইচ্ছাকৃত কর ফাঁকি দেবার প্রবণতা স্পষ্ট এবং অপরাধপ্রবণ/দোষী মনের উপাদান প্রতীয়মান;

চ) প্রমাণ লোপাটের সম্ভাবনা রোধ করা;

ছ) সাক্ষীদের প্রভাবিত করা বা ভয় দেখানো; এবং

জ) কর বা পরিষেবা কর ফাঁকির পরিমাণ ন্যূনতম এক কোটি টাকার অধিক হলে।

প্র২৪: আদালতগ্রাহ্য অপরাধ কী?

উ: সাধারণত, আদালতগ্রাহ্য অপরাধ হলো গুরুতর পর্যায়ের অপরাধ যাতে একজন পুলিশ আধিকারিক পরোয়ানা ছাড়াই কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেন এবং কোর্টের অনুমতি ছাড়া তদন্ত শুরু করতে পারেন।

প্র২৫: আদালতগ্রাহ্য নয় এমন অপরাধ কী?

উ: আদালতগ্রাহ্য নয় এমন অপরাধ হলো অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের অপরাধ যাতে পরোয়ানা ছাড়া একজন পুলিশ আধিকারিক কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না এবং কোর্টের আদেশ ছাড়া কোনও তদন্ত শুরু করতে পারেন না।

প্র২৬: সিজিএসটি আইনে আদালতগ্রাহ্য এবং আদালতগ্রাহ্য নয় এমন অপরাধগুলি কী?

উ: সিজিএসটি আইনের ধারা ১৩২ অনুযায়ী কর ফাঁকি অথবা অন্যায্যভাবে গৃহীত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট অথবা ভুলক্রমে দেওয়া রিফান্ড-এর পরিমাণ ৫ কোটি টাকার অধিক হলে করযোগ্য পণ্য ও পরিষেবা সম্পর্কিত অপরাধগুলি আদালতগ্রাহ্য এবং জামিনযোগ্য নয়। এই আইনে অন্য অপরাধগুলি আদালতগ্রাহ্য নয় এবং জামিনযোগ্য।

প্র২৭: সিজিএসটি আইনে একজন উপযুক্ত আধিকারিক কখন সমন (summons) প্রেরণ করতে পারেন?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৭০-তে একজন অনুমোদিত সিজিএসটি/ এসজিএসটি আধিকারিককে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যাতে কোনও তদন্তকারী আধিকারিক কোনও ব্যক্তিকে সমন করে ডেকে পাঠাতে পারেন যাতে তিনি ব্যক্তিগত হাজিরার মাধ্যমে সাক্ষ্য দিতে পারেন অথবা কোনও নথিপত্র বা জিনিস দাখিল করতে পারেন। কোনও ব্যক্তির কাছে বা তাঁর অধীনে থাকা নির্দিষ্ট কোনও নথিপত্র বা জিনিস দাখিল করানোর জন্য বা কোনও নির্দিষ্ট বর্ণনার সমস্ত নথি বা জিনিস দাখিল করানোর জন্য সমন প্রেরণ করা যাবে।

প্র২৮: যে ব্যক্তিকে সমন করা হয়েছে তাঁর দায়িত্ব কী?

উ: যাঁকে সমন করা হয়েছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজিরা দিতে আইনগতভাবে বাধ্য এবং সমন প্রেরণকারী আধিকারিকের সামনে তদন্তের অন্তর্গত যে কোনও বিষয়ে সত্য কথা বলতে এবং প্রয়োজনীয় নথি এবং জিনিস দাখিল করতে বাধ্য।

প্র২৯: সমন-এ হাজিরা না দেবার ফলাফল কী হতে পারে?

উ: সমন প্রেরণকারী কোনও আধিকারিকের সামনে আইনি প্রক্রিয়াকে বিচার প্রক্রিয়ার সমতুল্য ধরা হয়। কোনও সঙ্গত কারণ ছাড়া নির্ধারিত দিনে কোনও ব্যক্তি সমনে হাজিরা না দিলে, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, ১৯৭৩-এর ধারা ১৭৪ অনুযায়ী মামলা রুজু (prosecute) করা যাবে। কেউ সমন এড়িয়ে যাবার জন্য পালিয়ে গেলে তাঁর বিরুদ্ধে আইপিসি-র ধারা ১৭২ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে এবং কেউ প্রয়োজনীয় নথি বা বৈদ্যুতিন রেকর্ড দাখিল না করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইপিসি-র ধারা ১৭৫ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। যদি কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দেন, তাঁর বিরুদ্ধে আইপিসি-র ধারা ১৯৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। উপরন্তু, কেউ সমন প্রেরণকারী সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিকের সামনে হাজির হতে না পারলে, সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১২২(৩)(ডি) অনুযায়ী তাঁর ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত দণ্ড/জরিমানা হতে পারে।

প্র৩০: সমন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশিকাগুলি কী?

উ: সমন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে অর্থ মন্ত্রকের রাজস্ব বিভাগের অধীন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ এক্সাইজ এবং কাস্টম্স (সিবিইসি) বিভিন্ন সময়ে নানান নির্দেশিকা জারি করেছে। এই সব নির্দেশিকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নীচে উল্লেখ করা হলো—

ক) করদাতারা সহযোগিতা না করলে শেষ উপায় হিসেবে সমন প্রেরণ করতে হবে এবং এই আইনি ধারা সর্বোচ্চ পরিচালন কর্তৃপক্ষের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়;

খ) সমনের ভাষা কঠোর এবং আইনসর্বস্ব হওয়া উচিত নয় যা গ্রহীতার মনে অযথা মানসিক হয়রানি ও পীড়নের সৃষ্টি করে;

গ) অন্ততপক্ষে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকের লিখিত অনুমোদন নিয়ে এবং সমন প্রেরণ করার কারণ লিখে রেখে তবেই সুপারিন্টেনডেন্ট দ্বারা সমন পাঠানো উচিত;

ঘ) কোনও কারণে এরকম লিখিত অনুমোদন নেওয়া সম্ভব না হলে, এরকম আধিকারিকের থেকে মৌখিক বা টেলিফোনিক অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে এবং সেই অনুমতি লিখিত আকারে অনুমতি প্রদানকারী আধিকারিককে প্রথম সুযোগেই জানাতে হবে;

ঙ) সমন প্রেরণ করা সমস্ত কেসগুলিতে, সমন প্রেরণকারী আধিকারিকের একটি রিপোর্ট পেশ করা উচিত অথবা সেই কেস ফাইলে প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত এবং যে আধিকারিক সমন করার অনুমোদন দিয়েছেন তাঁর সামনে তা পেশ করা উচিত;

চ) একটি বড় কোম্পানি বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বরিষ্ঠ পরিচালন আধিকারিক যেমন সিইও, সিএফও, জেনারেল ম্যানেজারদের প্রথমেই সমন করা উচিত নয়। তাঁদের সমন করা উচিত একমাত্র তখনই, যখন তদন্তে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁদের যুক্ত থাকার ফলে কর ফাঁকির ঘটনা ঘটেছে।

প্র৩১: সমন করার সময় কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত?

উ: কোনও ব্যক্তিকে সমন করার সময় সাধারণভাবে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত—

ক) কোনও যথোপযুক্ত কারণ ছাড়া হাজিরার জন্য সমন করা উচিত নয়। সমনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে শুধুমাত্র যখন তদন্তের প্রয়োজনে কোনও ব্যক্তির হাজিরার প্রয়োজন হবে;

খ) সাধারণত বারংবার সমন করা উচিত নয়। অভিযুক্ত বা সাক্ষীর বিবৃতি যথাসম্ভব কম হাজিরার মাধ্যমে রেকর্ড করা উচিত;

গ) সমন-এ দেওয়া হাজিরার সময়কে সম্মান করে চলা উচিত। কোনও ব্যক্তির বিবৃতি রেকর্ড করবার আগে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করানো উচিত নয়, যদি না সেটা সচেতনভাবে নেওয়া কোনও কৌশলের অঙ্গ হয়;

ঘ) অফিসের সময়ের মধ্যে বিবৃতি রেকর্ড করা হলেই ভালো হয়, কিন্তু কোনও কেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবৃতি রেকর্ড করার স্থান ও কালের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।

প্র৩২: অন্য কোন শ্রেণীর আধিকারিকরা প্রয়োজনে সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিকদের জিএসটি আইন বলবৎ করার জন্য সাহায্য করতে পারেন?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৭২ অনুযায়ী নিম্নলিখিত আধিকারিকরা সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিকদের সাহায্য করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে নির্দিষ্ট শ্রেণীর আধিকারিকরা হলেন—

ক) পুলিশ;

খ) রেলওয়ে;

গ) কাস্টম্‌স;

ঘ) জিএসটি আদায়ের সঙ্গে যুক্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল/কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকরা;

ঙ) ভূমি-রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে যুক্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল/কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকরা;

চ) সমস্ত গ্রাম আধিকারিকরা;

ছ) কেন্দ্র/রাজ্য সরকারের দ্বারা বিজ্ঞাপিত অন্য যে কোনও শ্রেণীর আধিকারিকরা।

২০

অপরাধ এবং দণ্ড, মামলা রুজু করা এবং সমঝোতা
OFFENCES & PENALTIES, PROSECUTION & COMPOUNDING

প্র১: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে অপরাধগুলি কী?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের পরিচ্ছেদ ১৬-তে অপরাধ এবং শাস্তিগুলি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনের ধারা ১২২-এ ২১টি অপরাধ তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই অপরাধগুলি যে করযোগ্য ব্যক্তি কম্পোজিশন স্কিমে যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও সেই সুবিধা নেওয়ার অপরাধে ধারা ১০ অনুযায়ী দণ্ডার্হ, তার অতিরিক্ত। এই অপরাধগুলি হলো—

১) বিনা ইনভয়েসে অথবা মিথ্যা/ভুল ইনভয়েসে কোনও সরবরাহ করা;
২) কিছু সরবরাহ না করে ইনভয়েস কাটা;
৩) তিন মাসের অধিক সময় ধরে সংগৃহীত কর প্রদান না করা;
৪) সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন লঙ্ঘন করে সংগৃহীত কর তিন মাসের অধিক সময়ের জন্য প্রদান না করা;
৫) উৎসমুখে কর না-কাটা বা কম কাটা অথবা উৎসমুখে কাটা কর ধারা ৫১ অনুযায়ী জমা না দেওয়া;
৬) ধারা ৫২ অনুযায়ী উৎসমুখে সংগ্রহযোগ্য কর সংগ্রহ না-করা, বা কম সংগ্রহ করা বা জমা না দেওয়া;
৭) পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা বাস্তবে না পেয়েও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া এবং ব্যবহার করা;
৮) প্রতারণা করে কোনও রিফান্ড নেওয়া;
৯) ধারা ২০ লঙ্ঘন করে কোনও ইনপুট সার্ভিস ডিসট্রিবিউটার দ্বারা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া এবং পরিবেশন করা;

১০) কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা বা আর্থিক রেকর্ড বিকৃত করা বা নকল হিসাব বা নথি দাখিল করা;
১১) কর দিতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন না করানো;
১২) রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করার সময় বা তার পরে রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক ক্ষেত্রগুলিতে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা;
১৩) কোনও আধিকারিককে তাঁর কাজ করতে না দেওয়া বা বাধাদান করা;
১৪) যথাবিহিত নথি ছাড়া কোনও পণ্য পরিবহন করা;
১৫) টার্নওভার গোপন করে কর ফাঁকি দেওয়া;
১৬) আইন অনুযায়ী হিসাব/নথিপত্র না রাখা অথবা আইনে নির্দেশিত সময়ের জন্য হিসাব/নথিপত্র রক্ষা না করা;
১৭) আইন অনুযায়ী কোনও আধিকারিকের কাছে তথ্য বা নথিপত্র দাখিল করতে না পারা অথবা কোনও প্রক্রিয়া চলাকালীন মিথ্যা তথ্য বা নথিপত্র দাখিল করা;
১৮) বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য কোনও পণ্য সরবরাহ/পরিবহন/সংরক্ষণ করা;
১৯) অন্য কোনও ব্যক্তির জিএসটিআইএন ব্যবহার করে ইনভয়েস কাটা;
২০) কোনও বাস্তব প্রমাণের উপাদান নষ্ট বা লোপাট করা;
২১) আইন অনুযায়ী আটক/সাময়িক আটক/সংযুক্ত হওয়া কোনও পণ্য বিক্রি বা তছরূপ করা।

প্র২: দণ্ড (পেনাল্টি) শব্দের অর্থ কী?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে 'দণ্ড' শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া নেই, তবে বিচার-সংক্রান্ত ভাষ্য এবং বিচারশাস্ত্রের নীতিতে দণ্ডের প্রকৃতি নির্ধারণ করা আছে এইভাবে—

- কোনও কৃত অপরাধের শাস্তি হিসাবে বিধিমাফিক আরোপিত একটা সাময়িক দণ্ড বা প্রদেয় অর্থ;
- একজনের যা কর্তব্য ছিল তা না করার বা করতে না পারার জন্য আইনে বা কোনও চুক্তির দ্বারা আরোপিত কোনও শাস্তি;

প্র৩: দণ্ড প্রদানের সময় সাধারণত কী ধরনের নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হবে?

উ: দণ্ড আরোপিত হবে আইনশাস্ত্র, সাধারণ ন্যায়বিচারের নীতি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং চুক্তি পরিচালন নীতির উপর আধারিত নির্দিষ্ট কিছু শাস্তিমূলক শাসনবিধির আওতায়। আইনের ধারা ১২৬-এ এরকম সাধারণ নীতিগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী—

- অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ খণ্ডন করার সুযোগ প্রদান করতে হবে ও কারণ দর্শানোর নোটিস ছাড়া এবং উপযুক্ত শুনানি ছাড়া কোনও শাস্তি প্রদান করা যাবে না;

- কেসের ঘটনা ও পরিস্থিতির সামগ্রিকতার উপর দণ্ড নির্ভর করবে;
- অভিযুক্ত আইন বা বিধি লঙ্ঘনের মাত্রা ও তীব্রতার সঙ্গে দণ্ডকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;
- দণ্ড প্রদানকারী আদেশে লঙ্ঘনের প্রকৃতির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে;
- আইনের কোন ধারায় দণ্ড আরোপ করা হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট থাকবে।

উপরন্তু ধারা ১২৬-এ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত আছে যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোনও গুরুতর দণ্ড আরোপ করা যাবে না—

- কোনও গৌণ লঙ্ঘনের (মাইনর ব্রিচ) জন্য (৫০০০ টাকার কম করযুক্ত কেসে কোনও বিধিভঙ্গ করাকে গৌণ লঙ্ঘন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে), অথবা
- আইনের কোনও পদ্ধতিগত প্রয়োজনে, অথবা
- সহজেই সংশোধনযোগ্য কোনও ভুলত্রুটির (আইনে যাকে 'error apparent on record' বলা হয়) জন্য যাতে কোনও প্রতারণার অভিপ্রায় বা মার্জনার অযোগ্য অবহেলা নেই।

আবার, সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে যেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ বা নির্দিষ্ট শতাংশের হিসাবে শাস্তির বিধান আছে, তা প্রযোজ্য হবে।

প্র৪: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে নির্ধারিত দণ্ডের পরিমাণ কী?

উ: ধারা ১২২(১) অনুযায়ী কোনও করযোগ্য ব্যক্তি ধারা ১২২-এ উল্লেখিত কোনও অপরাধ করলে তিনি, নিম্নলিখিত দণ্ডগুলির মধ্যে যেটি অধিকতর, সেই দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত হবেন—

- ফাঁকি দেওয়া কর, প্রতারণাপূর্বক প্রাপ্ত রিফান্ড, ব্যবহৃত ক্রেডিট, না-কাটা বা না-নেওয়া বা কম কাটা বা কম নেওয়া করের পরিমাণ; অথবা
- ১০,০০০ টাকা পরিমাণ।

আবার, ধারা ১২২(২) অনুযায়ী কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি তাঁর সরবরাহের উপর কর না দিলে বা কম কর প্রদান করলে, নিম্নলিখিত দণ্ডগুলির মধ্যে যেটি অধিকতর, সেই দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত হবেন—

- না দেওয়া বা কম দেওয়া করের ১০ শতাংশ, অথবা
- ১০,০০০ টাকা।

প্র৫: করযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির জন্য কী কোনও দণ্ড নির্ধারিত আছে?

উ: হ্যাঁ। ধারা ১২২(৩)-এ কোনও ব্যক্তির উপর ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত দণ্ডের বিধান আছে, যদি তিনি—

- ২১টি অপরাধের যে কোনও একটিতে সহায়তা বা প্ররোচনা দেন;
- যে কোনওভাবে (প্রাপ্তি, সরবরাহ, মজুত বা পরিবহন) বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য কোনও পণ্য ব্যবহার করেন;
- আইনের লঙ্ঘন করে পরিষেবার সরবরাহ নেন বা ব্যবহার করেন;
- সমন প্রেরণকারী কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হতে ব্যর্থ হন;
- কোনও সরবরাহের জন্য ইনভয়েস না কাটেন অথবা তাঁর হিসাব পত্রে ইনভয়েসের হিসাব রাখতে ব্যর্থ হন।

প্র৬: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে যে সমস্ত ধারা লঙ্ঘনের জন্য আলাদা দণ্ডের সংস্থান নেই তাদের জন্য কী দণ্ডের ব্যবস্থা আছে?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১২৫ অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি যদি আইন বা তার অধীনে তৈরি কোনও বিধি লঙ্ঘন করেন, যার জন্য আলাদা কোনও দণ্ডের ব্যবস্থা নেই, তাহলে তাঁর ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত দণ্ড হতে পারে।

প্র৭: বৈধ নথি ছাড়া পণ্য পরিবহন করলে বা সঠিক হিসাব না রেখে পণ্য সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

উ: যদি কোনও ব্যক্তি আইনে প্রস্তাবিত নথি (অর্থাৎ, ইনভয়েস এবং একটি ঘোষণা) ছাড়াই পণ্য পরিবহন করেন অথবা পরিবহনকালে এরকম কোনও পণ্য মজুত করেন অথবা তাঁর খাতা বা হিসাবে না থাকা কোনও পণ্য সরবরাহ বা মজুত করেন, তাহলে এমন পণ্যকে যে গাড়িতে পরিবহন করা হচ্ছে সেই গাড়িসহ আটক করা যাবে।

যে ক্ষেত্রে মালিক সমক্ষে আসছেন : এই পণ্য প্রযোজ্য কর ও তার সমতুল্য ১০০% দণ্ড অথবা সমমূল্যের সিকিউরিটি আদায় করে ছেড়ে দেওয়া হবে। করমুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে, দণ্ডের পরিমাণ পণ্যের মূল্যের ২% অথবা ২৫০০০ টাকা, যেটা কম।

যে ক্ষেত্রে মালিক সমক্ষে আসছেন না : এই পণ্য প্রযোজ্য কর ও পণ্যের মূল্যের ৫০% দণ্ড অথবা সমমূল্যের সিকিউরিটি দাখিল করলে ছেড়ে দেওয়া হবে। করমুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে, দণ্ডের পরিমাণ পণ্যের মূল্যের ৫% অথবা ২৫,০০০ টাকা, যেটা কম।

প্র৮: কম্পোজিশন স্কিমের জন্য অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কোনও ব্যক্তি সেই স্কিম বেছে নিলে কী দণ্ডের ব্যবস্থা আছে?

উ: কম্পোজিশন স্কিম বেছে নেওয়া কোনও ব্যক্তি যদি কম্পোজিশনের জন্য যোগ্য না হন, তাহলে ধারা ১০(৫) অনুযায়ী সেই ব্যক্তির উপর এমন পরিমাণ দণ্ড ধার্য হবে, যা আইনানুযায়ী

একজন সাধারণ করদাতা ব্যক্তির প্রদেয় করের সমতুল্য; এবং এই শাস্তি হবে তাঁর প্রদেয় করের অতিরিক্ত।

প্র৯: বাজেয়াপ্তকরণ (confiscation) বলতে কী বোঝায়?

উ: আইনে 'বাজেয়াপ্তকরণ' শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া নেই। রোমান আইন থেকে এই ধারণার উৎপত্তি যেখানে এটা সম্রাটের দ্বারা অধিগ্রহণ এবং রাজকোষাগারে এর হস্তান্তর বোঝাতো। আইয়ারের আইন অভিধানে 'বাজেয়াপ্ত' শব্দের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে—"শাস্তি হিসাবে সরকারি কোষাগারে (ব্যক্তিগত সম্পত্তির) অধিগ্রহণ; সম্পত্তি, যা রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করেছে, তা থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে।"

অল্প কথায়, এর অর্থ পণ্যের নামস্বত্ব (title) সরকারে হস্তান্তরিত হয়ে যাওয়া।

প্র১০: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন অনুযায়ী কোন কোন পরিস্থিতিতে পণ্য বাজেয়াপ্ত করা যায়?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৭০ অনুযায়ী পণ্য বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য হবে যদি কোনও ব্যক্তি—

- আইনের কোনও ধারা লঙ্ঘন করে কোনও পণ্য সরবরাহ করে বা গ্রহণ করে এবং তার ফলস্বরূপ আইনে প্রদেয় কর ফাঁকি দেয়; বা
- কোনও পণ্যের হিসাব আইন অনুযায়ী না রাখে; বা
- রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন না করে আইনে করযোগ্য কোনও পণ্য সরবরাহ করে;
- সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের কোনও বিধান লঙ্ঘন করে কোনও পণ্য পরিবহন করার জন্য কোনও যানবাহন ব্যবহার করে (যদি না ঐ পণ্যের মালিকের অজ্ঞাতসারে হয়), বা
- কর ফাঁকির অভিপ্রায় নিয়ে আইনের কোনও বিধান লঙ্ঘন করে।

প্র১১: উপযুক্ত আধিকারিকের দ্বারা বাজেয়াপ্ত পণ্যের কী পরিণতি হয়?

উ: বাজেয়াপ্তকরণের পরে বাজেয়াপ্ত পণ্যের মালিকানা সরকারের ওপর ন্যস্ত হয় এবং এ ব্যাপারে উপযুক্ত আধিকারিকের অনুরোধে সমস্ত পুলিস আধিকারিক পণ্যে দখল নেবার জন্য সাহায্য করতে বাধ্য থাকবেন।

প্র১২: বাজেয়াপ্তকরণের পর ওই ব্যক্তিকে কি পণ্য খালাসের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন?

উ: হ্যাঁ। ধারা ১৩০(২) অনুযায়ী, বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য পণ্যের মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে জরিমানা (বাজেয়াপ্ত পণ্যের বাজারমূল্যের বেশি নয়) প্রদানের সুযোগ দিতে হবে। এই জরিমানা হবে এই পণ্যের উপর প্রদেয় কর এবং অন্যান্য চার্জের অতিরিক্ত।

প্র১৩: নির্দেশিত নথি ছাড়া পরিবাহিত কোনও পণ্যবাহী যানকে কি বাজেয়াপ্ত করা যায়?

উ: হ্যাঁ। ধারা ১৩০ অনুযায়ী, আইনসম্মত নথি বা ঘোষণা ছাড়াই পণ্য পরিবহনে নিযুক্ত, তা বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য। কিন্তু যদি ওই যানের মালিক প্রমাণ করতে পারেন যে তাঁর বা তাঁর প্রতিনিধির অজ্ঞাতসারে বা যোগসাজশ ছাড়াই এই সমস্ত পণ্য প্রয়োজনীয় নথি/ঘোষণা ছাড়া পরিবহন করা হচ্ছিল, তাহলে সেই যান বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে না।

প্র১৪: প্রসিকিউশন কী?

উ: অপরাধীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ প্রদর্শনের পদ্ধতি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুরু বা প্রবর্তন করাই হল প্রসিকিউশন। ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর কোড-এর ধারা ১৯৮ অনুযায়ী 'প্রসিকিউশন' হলো কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা এবং তা চালিয়ে যাওয়া।

প্র১৫: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইন অনুযায়ী কোন কোন অপরাধ প্রসিকিউশন করার যোগ্য?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৭৩-এ বিধিবদ্ধ আছে এই আইনের প্রধান অপরাধগুলি, যেগুলিতে ফৌজদারি মামলা রুজু করা এবং আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। এরকম ১২টি অপরাধের তালিকা নীচে দেওয়া হলো—

১) ইনভয়েস না কেটে অথবা মিথ্যা/ভুল ইনভয়েস কেটে কিছু সরবরাহ করা;
২) কিছু সরবরাহ না করে ইনভয়েস কাটা;
৩) তিন মাসের বেশি সময় ধরে কর বা কর হিসেবে সংগৃহীত কোনও অঙ্ক জমা না করা;
৪) কোনও পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা না পেয়েই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া বা ব্যবহার করা;
৫) প্রতারণাপূর্বক কোনও রিফান্ড নেওয়া;
৬) উপরের ১ থেকে ৫-এর মধ্যে বিবৃত নয় এমন কোনও অপরাধের মাধ্যমে কর ফাঁকি দেওয়া, প্রতারণাপূর্বক আইটিসি নেওয়া বা রিফান্ড নেওয়া;
৭) কর ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা বা আর্থিক নথি বিকৃত করা বা নকল হিসাব বা নথি দাখিল করা;
৮) কোনও আধিকারিককে তাঁর কাজ করতে না দেওয়া বা কাজে বাধা দেওয়া;
৯) বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য কোনও পণ্যকে যে কোনওভাবে ব্যবহার করা, যথা প্রাপ্তি, সরবরাহ, মজুত বা পরিবহন;

১০) আইনের লঙ্ঘন করে কোনও পরিষেবা নেওয়া বা ব্যবহার করা;
১১) কোনও ভৌত প্রমাণ বা নথি বিকৃত করা বা বিনষ্ট করা;
১২) আইনত প্রাপ্য কোনও তথ্য দিতে অসমর্থ হওয়া, বা মিথ্যা তথ্য দেওয়া;
১৩) উপরোক্ত ১২টি অপরাধের যে কোনওটি করার প্রচেষ্টা করা বা তাতে সহযোগিতা করা।

প্র১৬: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে কোনও অপরাধের জন্য আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে কী শাস্তির ব্যবস্থা আছে?

উ: ধারা ১৩২(১)-এ বর্ণিত শাস্তিগুলি নিম্নরূপ—

অপরাধ	শাস্তি (কারাবাসের সর্বোচ্চ সীমা...)
কর ফাঁকির পরিমাণ পাঁচ কোটি টাকার অধিক, বা একাধিকবার অপরাধ করলে কর ফাঁকির পরিমাণ ২৫০ লক্ষ টাকার অধিক হলে	৫ বছর এবং জরিমানা
কর ফাঁকির পরিমাণ ২ কোটি এবং ৫ কোটি টাকার মধ্যে হলে	৩ বছর এবং জরিমানা
কর ফাঁকির পরিমাণ ১ কোটি এবং ২ কোটি টাকার মধ্যে হলে	১ বছর এবং জরিমানা
• মিথ্যা নথি • আধিকারিককে বাধাদান • নথি বিকৃতি	৬ মাস

প্র১৭: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে আদালতগ্রাহ্য (cognizable) এবং আদালতগ্রাহ্য নয় (non-cognizable) এমন অপরাধগুলি কী?

উ: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১৩২(৪) এবং ১৩২(৫) অনুযায়ী—

- কর ফাঁকির পরিমাণ ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে অপরাধগুলি আদালতগ্রাহ্য নয় এবং জামিনযোগ্য হবে,
- কর ফাঁকির পরিমাণ ৫ কোটি টাকার অধিক হলে অপরাধগুলি আদালতগ্রাহ্য এবং জামিনঅযোগ্য হবে।

প্র১৮: মামলা রুজু করার পূর্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন কী বাধ্যতামূলক?

উ: হ্যাঁ। মনোনীত কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমোদন ছাড়া কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না।

প্র১৯: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে মামলা রুজু করার জন্য কি অপরাধপ্রবণ মন (mens rea) বা দণ্ডার্হ মানসিক অবস্থা (culpable mental state) থাকা প্রয়োজন?

উ:হ্যাঁ। তবে ধারা ১৩৫-এ কোনও একটা অপরাধ করার জন্য একটা মানসিক অবস্থা (দণ্ডার্হ মানসিক অবস্থা বা 'মেন্স রিয়া') থাকা প্রয়োজন ধরে নেওয়া হয়, যদি এরকম মানসিক অবস্থা ছাড়া এটা না করা যায়।

প্র২০: দণ্ডার্হ মানসিক অবস্থা (culpable mental state) কী?

উ: কোনও একটা কাজ করার সময় দণ্ডার্হ মানসিক অবস্থা একটি মনোভাব যেখানে—

- কাজটা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়;
- আইন এবং তার প্রভাব জানা থাকে;
- ঐ ব্যক্তিকে কাজটা করতে বলপূর্বক বাধ্য করা হয়নি, এমনকি সে কাজটা করার জন্য কিছু প্রতিবন্ধকতাও অতিক্রম করেছে;
- সেই ব্যক্তি জানে এবং বিশ্বাস করে যে কাজটা আইনবিরোধী।

প্র২১: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে কোনও অপরাধের জন্য কি কোনও কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা যায়?

উ: হ্যাঁ। সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১৩৭ অনুযায়ী কোনও কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ কোম্পানির সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া যাবে এবং তিনি শাস্তি পাবারও যোগ্য হবেন, যদি সেই ব্যক্তি দায়িত্বে থাকাকালীন কোম্পানি কোনও অপরাধ করে থাকে। কোম্পানির কোনও অপরাধ যদি কোম্পানির কোনও আধিকারিকের—

- মত নিয়ে বা পরোক্ষ সম্মতি নিয়ে, অথবা
- অবহেলার ফলে ঘটে—

তবে সেই আধিকারিককে সেই অপরাধের জন্য দোষী বলে ধরে নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ও যথাযথ শাস্তি দেওয়া হবে।

প্র২২: অপরাধের সমঝোতা (compounding of offences) বলতে কী বোঝায়?

উ: কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর-এর ধারা ৩২০-তে 'সমঝোতা'-র অর্থ কোনও বিবেচনা (consideration) বা সুপ্ত অভিপ্রায়ের (private motive) বিনিময়ে আইনি প্রক্রিয়া থেকে রেহাই।

প্র২৩: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে অপরাধের সমঝোতা হতে পারে কি?

উ: হ্যাঁ। সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১৩৮ অনুযায়ী নিম্নলিখিত অপরাধগুলি ছাড়া যে কোনও অপরাধে যথাবিহিত রাশি (কম্পাউন্ডিং) প্রদান করলে সমঝোতা করা যাবে এবং তা করা যাবে মামলা রুজু করার আগে বা পরে—

- ১২টি গুরুতর অপরাধের ১ থেকে ৬ নং অপরাধ (উপরোক্ত ১৫ নং প্রশ্নে উল্লিখিত), যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত অপরাধের যে কোনও একটির জন্য পূর্বে সমঝোতা করে থাকেন;
- ১২টি গুরুতর অপরাধের ১ থেকে ৬ নং অপরাধে সহায়তা বা প্ররোচনা দেওয়া, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত অপরাধের যে কোনও একটির জন্য পূর্বে সমঝোতা করে থাকেন;
- এসজিএসটি/আইজিএসটি আইনে ১ কোটি টাকার অধিক মূল্যের সরবরাহ সংক্রান্ত কোনও অপরাধ করলে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত অপরাধের যে কোনও একটির জন্য পূর্বে সমঝোতা করে থাকেন;
- যে কোনও অপরাধ যেটা সিজিএসটি /এসজিএসটি আইন ছাড়া এনডিপিএসএ (NDPSA) বা ফেমা (FEMA) আইনেও একটা অপরাধ;

সমঝোতার অনুমোদন দেওয়া যাবে শুধুমাত্র কর, সুদ এবং দণ্ড প্রদানের পরে এবং এটা অন্য কোনও আইনে শুরু হওয়া কোনও প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাবে না।

প্র২৪: অপরাধ সমঝোতার জন্য কি কোনও আর্থিক সীমা দেওয়া আছে?

উ: হ্যাঁ। সমঝোতা রাশির সর্বনিম্ন সীমা হবে নিম্নলিখিত রাশিগুলির মধ্যে যেটা বড়—

- করের পরিমাণের ৫০ শতাংশ, বা
- ১০,০০০ টাকা

সমঝোতা রাশির সর্বোচ্চসীমা হবে নিম্নলিখিত রাশিগুলির মধ্যে যেটা বড়—

- করের পরিমাণের ১৫০ শতাংশ, বা
- ৩০,০০০ টাকা।

প্র২৫: সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনে কোনও অপরাধ সমঝোতার ফলাফল কী?

উ: ধারা ১৩৮-এর উপধারা (৩) অনুযায়ী সমঝোতা রাশি প্রদানের পরে এই আইনে অন্য কোনও প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না এবং শুরু হয়ে যাওয়া ফৌজদারি প্রক্রিয়া খারিজ বলে গণ্য হবে।

২১

একনজরে আইজিএসটি আইন
OVERVIEW OF THE IGST ACT

প্র১: আইজিএসটি কী?

উ: আন্তঃরাজ্য ব্যবসা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আইজিএসটি আইনের অধীনে পণ্য এবং / অথবা পরিষেবা সরবরাহের উপর ধার্য করকে সংহত পণ্য এবং পরিষেবা কর (ইন্টিগ্রেটেড গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স) বলা হয়।

প্র২: আন্তঃরাজ্য সরবরাহ কী?

উ: যখন পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী এবং গ্রহীতা দুটি আলাদা রাজ্যে, অথবা দুটি আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে, অথবা একজন একটি রাজ্যে আরেকজন একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত থাকেন তখন আন্তঃরাজ্য বেচাকেনা অথবা বাণিজ্য সংক্রান্ত সরবরাহ হচ্ছে বলে ধরা হবে। এছাড়া, পণ্য ও পরিষেবার আমদানি, এসইজেড ইউনিট বা ডেভেলপারে সরবরাহ বা অন্তঃরাজ্য ছাড়া অন্যান্য সরবরাহকেও আন্তঃরাজ্য সরবরাহ ধরা হবে।

প্র৩: আইজিএসটি-র অধীনে আন্তঃরাজ্য পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের উপর কীভাবে কর ধার্য করা হবে?

উ: আন্তঃরাজ্য সরবরাহে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা আইজিএসটি কর আরোপ এবং সংগ্রহ করা হবে। মোটামুটিভাবে বলা যায় এসজিএসটি ও সিজিএসটি-র যোগফল আইজিএসটি এবং এই আইন সমস্ত আন্তঃরাজ্য পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের উপর আরোপ করা হবে। আন্তঃরাজ্য বিক্রেতা তাঁর ক্রয়ের উপর লভ্য আইজিএসটি, সিজিএসটি এবং এসজিএসটি-র ক্রেডিট ব্যবহার করে নিয়ে (adjust) সংযোজিত মূল্যের উপর আইজিএসটি প্রদান করবেন। আইজিএসটি প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত

এসজিএসটি-র ক্রেডিট রপ্তানিকারী রাজ্য কেন্দ্রকে ফেরত দেবে। আমদানিকারী ব্যাপারি আইজিএসটি-র ক্রেডিট দাবি করে নিজ রাজ্যে প্রদেয় আউটপুট কর প্রদান করবেন। এসজিএসটি প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত আইজিএসটি-র ক্রেডিট কেন্দ্র আমদানিকারী রাজ্যকে ফেরত দেবে। প্রাসঙ্গিক তথ্য জমা হবে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থায় (Central Agency) যা ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House)-এর কাজ করবে ও সব পক্ষের দাবি যাচাই করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে তহবিল স্থানান্তরিত করতে অবহিত করবে।

প্র৪: খসড়া আইজিএসটি আইনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কী কী?

উ: খসড়া আইজিএসটি আইনে ২৫টি বিভাগ, ৯টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। আইনের খসড়াটি পণ্য সরবরাহের স্থানের নীতি নির্ধারণ করে। যে সরবরাহে পণ্য স্থানান্তরিত হয় সেক্ষেত্রে, তা গ্রহীতার কাছে এসে পৌঁছে ডেলিভারি সম্পূর্ণ হওয়ার সময় পণ্যের যে অবস্থান তাকেই সরবরাহের স্থান বলা হবে। যে সরবরাহে পণ্যের স্থানান্তরণ হয় না সেখানে সরবরাহের স্থান হবে গ্রহীতার কাছে ডেলিভারির সময় পণ্যের অবস্থানের জায়গাটি। যে সরবরাহে পণ্য নির্ধারিত স্থানে একত্র বা স্থাপিত করা হয়, সেক্ষেত্রে একত্রীকরণ বা স্থাপনের স্থানকে সরবরাহের স্থান বলা হবে। সর্বশেষে, পণ্য কোনও যানে সরবরাহ করা হলে, যানে সরবরাহকালীন পণ্যের অবস্থানকে সরবরাহের স্থান বলা হবে।

যে ক্ষেত্রে কোনও পরিষেবার সরবরাহকারী ও গ্রহীতা দুজনেরই অবস্থান ভারতে (ঘরোয়া সরবরাহ) অথবা দুজনেরই অবস্থান ভারতের বাইরে (আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরবরাহ) সেক্ষেত্রে সরবরাহের স্থান কী হবে তা নির্ধারণ করার উপায়ও এই আইনে দেওয়া আছে। এর বিস্তারিত আলোচনা পরের অধ্যায়ে।

আরো কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে বিধানও এই আইনে আছে— যথা, ভারতের বাইরের কোনও অনলাইন ইনফর্মেশন এবং ডেটাবেস অ্যাকসেস সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা কর প্রদানসংক্রান্ত সরলীকৃত বিধিব্যবস্থা (ধারা ১৪, আইজিএসটি আইন)।

প্র৫: আইজিএসটি মডেল-এর সুবিধা কী কী ?

উ: আইজিএসটি মডেলের মুখ্য সুবিধা—

ক) আন্তঃরাজ্য বিনিময়ের ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট বা আইটিসি শৃঙ্খলের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখা;

খ) আন্তঃরাজ্য বিক্রেতা বা ক্রেতার অগ্রিম কর না দেওয়া অথবা কর বাবদ বড়সড় তহবিল আটকে না থাকা;

গ) কর প্রদানে আইটিসি নিঃশেষিত হয় তাই রপ্তানিকারী রাজ্যে কর ফেরতের দাবি হয় না;

ঘ) স্ব-নিয়ন্ত্রিত মডেল (সেল্ফ-মনিটরিং মডেল);

ঙ) কর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে কর ব্যবস্থা সহজ করা;

চ) সহজ হিসাব রক্ষণ যা করদাতার উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাবে না;

ছ) উচ্চ পর্যায়ে কর ব্যবস্থার প্রতিপালন নিশ্চিত করা এবং তাই বেশি কর সংগ্রহের দক্ষতা।

এই মডেল 'ব্যবসা থেকে ব্যবসা' (বি টু বি) এবং 'ব্যবসা থেকে গ্রহীতা' (বি টু সি) বিনিময়ে সক্ষম।

প্র৬: জিএসটি-র অধীনে কীভাবে আমদানি/রফতানির উপর কর ধার্য করা হবে?

উ: জিএসটি (আইজিএসটি) ধার্যের লক্ষ্যে সমস্ত আমদানি/রফতানি আন্তঃরাজ্য সরবরাহ হিসাবে গণ্য করা হবে। করের দায় গন্তব্য নীতি অনুসরণ করবে এবং এসজিএসটি-র ক্ষেত্রে কর রাজস্ব আমদানিকৃত পণ্য ও পরিষেবা ব্যবহারকারী রাজ্যে জমা হবে। আমদানিকৃত পণ্য ও পরিষেবার উপর প্রদত্ত এসজিএসটি-র সম্পূর্ণ সেট-অফ ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হিসাবে পাওয়া যাবে। পণ্য ও পরিষেবার রফতানি শূন্য কর হারে হবে। রফতানিকারী কর প্রদান না করে বন্ডের মাধ্যমে রফতানি করতে পারেন ও পরে আইটিসি-র রিফান্ড চাইতে পারেন, অথবা রফতানির সময় আইজিএসটি প্রদান করে পরে তার রিফান্ড চাইতে পারেন। আমদানির ক্ষেত্রে আইজিএসটি কাস্টমস ট্যারিফ আইনের বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য এবং আমদানির সময় কাস্টমস আইনে ধার্য অন্যান্য শুল্কের সঙ্গেই ধার্য হবে (ধারা ৫, আইজিএসটি আইন)।

প্র৭: কীভাবে আইজিএসটি প্রদান করা হবে?

উ: আইটিসি সদ্ব্যবহার করে বা নগদে আইজিএসটি প্রদান করা যাবে। তবে আইজিএসটি প্রদান করার ক্ষেত্রে আইটিসি-র ব্যবহার নিম্নোক্ত অনুক্রম অনুযায়ী হবে—

- প্রথমে আইজিএসটি থেকে প্রাপ্ত আইটিসি, আইজিএসটি প্রদানের জন্য ব্যবহার করা যাবে;
- আইজিএসটি থেকে প্রাপ্ত আইটিসি শেষ হবার পর সিজিএসটি থেকে প্রাপ্ত আইটিসি, আইজিএসটি প্রদানের জন্য ব্যবহার করা যাবে;
- যদি আইজিএসটি থেকে প্রাপ্ত আইটিসি এবং সিজিএসটি থেকে প্রাপ্ত আইটিসি উভয়ই শেষ হয়ে যায়, কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে ব্যাপারি এসজিএসটি থেকে প্রাপ্ত আইটিসি, আইজিএসটি প্রদানের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি পাবেন।

আরো কিছু আইজিএসটি করদায় থেকে গেলে, তা নগদে দিতে হবে। ক্রেডিট ব্যবহার করে আইজিএসটি চোকানোর সময় জিএসটি সিস্টেম এই ক্রমান্বয়টি রক্ষা করা নিশ্চিত করবে।

প্র৮: কীভাবে কেন্দ্র, রফতানিকারী রাজ্য এবং আমদানিকারী রাজ্যের মধ্যে নিষ্পত্তি (settlement) সম্পন্ন হবে?

উ: নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে হিসাবের নিষ্পত্তি (settlement of accounts) হবে—

- কেন্দ্র এবং রফতানিকারী রাজ্য : যে পরিমাণ এসজিএসটি-র আইটিসি রফতানিকারী রাজ্যের সরবরাহকারী দ্বারা ব্যবহৃত হবে তার সমপরিমাণ অর্থ রফতানিকারী রাজ্য কেন্দ্রকে প্রদান করবে।
- কেন্দ্র এবং আমদানিকারী রাজ্য : কেন্দ্র সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে যা অন্তঃরাজ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপারি আইজিএসটি-র আইটিসি ব্যবহার করে এসজিএসটি প্রদান করছে।

সময়সীমার মধ্যে সমস্ত ব্যাপারির দাখিল করা বিবরণ গণ্য করার পর ক্রমবর্ধমান ভিত্তিতে (cumulative basis) একটি রাজ্য সংক্রান্ত নিষ্পত্তি সম্পন্ন হবে। সিজিএসটি এবং আইজিএসটি-র হিসাবের মধ্যে অনুরূপভাবে পরিমাণের নিষ্পত্তি করা হবে।

প্র৯: এসইজেড ইউনিট বা ডেভেলপারদের প্রতি করা সরবরাহ সংক্রান্ত বিধি নির্দেশ কী?

উ: এসইজেড ইউনিট বা ডেভেলপারদের প্রতি করা সরবরাহ হবে শূন্য কর হারে— যেমনটি সাধারণভাবে রফতানির ক্ষেত্রের করা হয়ে থাকে। সরবরাহকারী কর প্রদান না করেই এসইজেড-এ সরবরাহ করতে পারবেন আর এই সরবরাহের সঙ্গে জড়িত ইনপুট করের রিফান্ড চাইতে পারবেন (ধারা ১৬, আইজিএসটি আইন)।

প্র১০: আইজিএসটি ও সিজিএসটি আইনে কার্যপদ্ধতি আর আইন আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা কি একই রকম?

উ: রেজিস্ট্রেশন, রিটার্ন দাখিল ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতি ও আইন আনুগত্য বিধি (compliance requirement) একই। এছাড়া, আইজিএসটি আইন কর নির্ধারণ, অডিট, মূল্যায়ন, সরবরাহের সময়, ইনভয়েস, অ্যাকাউন্টস্, রেকর্ড, অ্যাডজুডিকেশন, আপিল প্রভৃতি বিষয়ে সিজিএসটি আইন থেকে নানান বিধান গ্রহণ করেছে।

২২

পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের স্থান
PLACE OF SUPPLY OF GOODS AND SERVICES

প্র১: জিএসটি-তে পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ স্থান জানার প্রয়োজন কী?

উ: জিএসটি-র প্রাথমিক নীতি হলো সরবরাহের গন্তব্যে বা খরচের বিন্দুতে কার্যকরীভাবে কর আরোপ করা। তাই সরবরাহের জায়গা সংক্রান্ত বিধানগুলি, কর আদায়ের অধিকার ক্ষেত্র নির্ধারণ করে। একটি বিনিময় আন্তঃরাজ্য না অন্তঃরাজ্য সেটা নির্ভর করবে সরবরাহের স্থানের উপর। অন্যভাবে বলা যায়, একটি সরবরাহ একটি রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যেই সম্পন্ন হওয়ার দরুন তা এসজিএসটি ও সিজিএসটি আকর্ষণ করবে, না কি আন্তঃরাজ্য সরবরাহ হবার ফলে তা আইজিএসটি আকর্ষণ করবে, তা স্থির করার জন্য পণ্য বা পরিষেবার সরবরাহের স্থানটি কী তা জানতে হবে।

প্র২: পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে কেন সরবরাহের স্থানের বিধান ভিন্ন?

উ: পণ্য যেহেতু ধরাছোঁয়া যায় তাই পণ্যের উপভোগের স্থান নির্ধারণের জন্য বিশেষ কোনও বাস্তব সমস্যা হয় না। পরিষেবা ধরাছোঁয়া যায় না বলে বাস্তবে পরিষেবা সরবরাহের স্থান নির্ধারণে নিম্নোক্ত সমস্যা হয়—

ক) পরিষেবা বণ্টনের পদ্ধতি সহজেই পরিবর্তন করা যায়। উদাহরণ, টেলিকম পরিষেবা, যা প্রায়শই প্রি-পেইড থেকে পোস্ট-পেইডে পরিবর্তিত হতে পারে, বিলিং-এর ঠিকানা পরিবর্তন করা যেতে পারে, বিলিং প্রস্তুতকারকের ঠিকানা পরিবর্তন করা যেতে পারে; সফটওয়্যারের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ অনসাইট থেকে অনলাইনে পরিবর্তিত হতে পারে; পূর্বে ব্যাঙ্ক পরিষেবার জন্য গ্রাহককে ব্যাঙ্কে যেতে হতো, এখন গ্রাহক যে কোনও জায়গা থেকে পরিষেবা পেতে পারেন;

খ) পরিষেবা প্রদানকারী, পরিষেবা গ্রহীতা এবং প্রদত্ত পরিষেবা কে, বা কী, তা সহজে নিরূপণযোগ্য

নাও হতে পারে বা সহজেই গোপন করা যেতে পারে, কারণ ধরাছোঁয়ার মতো কিছুই স্থানান্তরিত হয় না এবং কদাচিৎ তার কোনও চিহ্ন থেকে যায়;

গ) একটি পরিষেবা সরবরাহের জন্য, পরিষেবা প্রদানকারীর নির্দিষ্ট অবস্থান বাধ্যতামূলক নয় এবং পরিষেবা গ্রহীতা চলমান অবস্থাতেও পরিষেবা গ্রহণ করতে পারেন। বিলিং-এর অবস্থানও রাতারাতি বদলে যেতে পারে;

ঘ) কখনও একই উপাদানের ধারা একাধিক স্থান দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে; উদাহরণ, একটি রেললাইনের ক্ষেত্রে নির্মাণ বা অন্যান্য পরিষেবা, একটি জাতীয় রাজপথ অথবা একটি নদীর উপর সেতু যার উৎপত্তি এক রাজ্যে এবং পরিসমাপ্তি অন্য রাজ্যে। একইভাবে, একটি চলচ্চিত্র একই সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে বিতরণ ও প্রদর্শনের কপিরাইট এক দফাতেই হস্তান্তর করা যায়, দেশব্যাপী কোনও বিজ্ঞাপন বা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। একটি বিমান মরশুমি টিকিট ইস্যু করতে পারে, ধরা যাক ১০ পৃষ্ঠার, যেটা দেশে যে কোনও দুটি অবস্থানের মধ্যে ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করা যাবে। দিল্লির পাতাল রেলের জারি করা কার্ড নয়ডা বা দিল্লি বা ফরিদাবাদে অবস্থিত কোনও ব্যক্তি ব্যবহার করলে দিল্লি মেট্রোর পক্ষে পেমেন্ট প্রাপ্তির সময় অবস্থান বা যাতায়াতের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হবে না;

ঙ) পরিষেবার চরিত্র নিরন্তর বিকশিত হয় এবং তাই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসতেই থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, ১৫-২০ বছর আগে কে ভেবেছিল, ডিটিএইচ, অনলাইন টিকিট বুকিং, ইন্টারনেট, মোবাইল-টেলিযোগাযোগ ইত্যাদির কথা।

প্র৩: বিনিময়ের কোনও উপাদান বা অনুমান, সরবরাহের স্থান নির্ধারণে ব্যবহার করা যেতে পারে?

উ: একটি বিনিময়ের বিভিন্ন উপাদান পরিষেবাজনিত সরবরাহের স্থান নির্ধারণ করার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যদের তুলনায় আরও বেশি ফলদায়ী কোনও অনুমান বা বিকল্পকে সরবরাহের স্থান নির্ধারণে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিষয়টি নীচে আলোচিত হলো—

ক) পরিষেবা প্রদানকারীর অবস্থান;
খ) পরিষেবা গ্রহীতার অবস্থান;
গ) যে স্থানে কার্যকলাপ/কর্মতৎপরতা সম্পাদিত হয়;
ঘ) সরবরাহ যে স্থানে ব্যবহৃত (consumed) হয়; এবং
ঙ) যে স্থান/ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে পরিষেবার সুবিধা লাভ করেন।

প্র৪: বি টু বি (রেজিস্টার্ড ব্যক্তিকে সরবরাহ) এবং বি টু সি (আন রেজিস্টার্ড ব্যক্তিকে সরবরাহ) বিনিময়ের ক্ষেত্রে পৃথক সরবরাহের স্থানের এবং নিয়মাবলীর প্রয়োজনীয়তা কী?

উ: বি টু বি বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রদত্ত করের ক্রেডিট গ্রহীতা নিতে পারেন, তাই ঐ বিনিময়ে করের বোঝা একদিক থেকে অন্যদিকে সরে যায়। বি টু বি সরবরাহ থেকে সংগৃহীত জিএসটি সরকারের লায়াবিলিটি এবং গ্রহীতার অ্যাসেট সৃষ্টি করে যেহেতু সরবরাহের গ্রহীতা ভবিষ্যতে কর পরিশোধের

জন্য ইনপুট ট্যাক্স-এর ক্রেডিট ব্যবহার করার অধিকার অর্জন করেন। বি টু বি বিনিময়ের ক্ষেত্রে গ্রহীতার অবস্থানই সমস্ত পরিস্থিতি সামলে নেয়, কেননা গ্রহীতা তো আবার ক্রেডিট নেবেন। গ্রহীতা সাধারণত অন্য গ্রাহককে আবার সরবরাহ করেন। শুধুমাত্র বি টু বি বিনিময় পুনরায় বি টু সি বিনিময়ে রূপান্তরিত হলে তবেই সরবরাহটি নিঃশেষিত হয়। বি টু সি বিনিময়ে প্রকৃতপক্ষে সরবরাহ নিঃশেষিত হয়ে প্রদত্ত কর সরকার পায়।

প্র৫: পণ্য স্থানান্তরিত হলে সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: গ্রহীতাকে বিলির উদ্দেশ্যে পণ্যের গতিবিধির অবসান হওয়ার অবস্থানকে সরবরাহের স্থান বলা হবে [আইজিএসটি আইনের ধারা ১০]।

প্র৬: যদি সরবরাহকারী কোনও ব্যক্তির নির্দেশে তৃতীয় ব্যক্তিকে পণ্য বিতরণ করেন তাহলে সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: এটা বিবেচিত হবে যে তৃতীয় ব্যক্তি পণ্য গ্রহণ করেছেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রধান ব্যবসার স্থানকে পণ্য সরবরাহের স্থান হিসাবে গণ্য করা হবে [আইজিএসটি আইনের ধারা ৯]।

প্র৭: কোনও যানবাহন, জাহাজ, বিমান, ট্রেন বা মোটর গাড়িতে পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ করা হলে সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: পণ্যের যানে বোঝাই করার স্থানকে সরবরাহের স্থান ধরা হবে [আইজিএসটি আইনের ধারা ৯]। পরিষেবার ক্ষেত্রে, সরবরাহের স্থান হবে ঐ যানটির যাত্রাপথের প্রথম নির্ধারিত প্রস্থানবিন্দুটি [আইজিএসটি আইনের ধারা ১২ এবং ১৩]।

প্র৮: বি টু বি পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সরবরাহের স্থানের অভাবজনিত অনুমান (default presumption) কী?

উ: আইজিএসটি আইনে রেজিস্টার্ড করদাতা ও রেজিস্টার্ড নয় এমন করদাতা পরিভাষাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। রেজিস্টার্ড ব্যক্তিকে সরবরাহের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির অবস্থানকে সরবরাহের স্থান ধরা হয়। যেহেতু গ্রহীতা রেজিস্টার্ড, গ্রহীতার ঠিকানা সবসময় বর্তমান এবং সেটা সরবরাহের স্থান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্র৯: রেজিস্টার্ড নয় এমন গ্রহীতার ক্ষেত্রে অভাবজনিত অনুমানে সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: রেজিস্টার্ড নয় এমন গ্রহীতার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে গ্রহীতার অবস্থানই সরবরাহের স্থান হবে। তবে

অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহীতার ঠিকানা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে পরিষেবা সরবরাহকারীর অবস্থান সরবরাহের স্থানের বিকল্প (proxy) হিসেবে নেওয়া হবে।

প্র১০: স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে, স্থাবর সম্পত্তির অবস্থান সরবরাহের স্থান হয়। ধরা যাক, একটি রাস্তা একাধিক রাজ্য অতিক্রম করে মুম্বই থেকে দিল্লি পর্যন্ত নির্মাণ করা হলো। সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: স্থাবর সম্পত্তি যখন একাধিক রাজ্যে অবস্থান করে, সে ক্ষেত্রে চুক্তি বা ঐ মর্মে অঙ্গীকারে বর্ণিত প্রতিটি রাজ্যের পরিষেবামূল্য সংগ্রহ বা নির্ণয়ের সমানুপাতে সেই সব রাজ্যে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে, অথবা উক্ত চুক্তি বা ঐ মর্মে অঙ্গীকারের অবর্তমানে তা অন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে করা হবে যা এই মর্মে প্রস্তাবিত হতে পারে [আইজিএসটি আইনের ধারা ১২(৩)-এর ব্যাখ্যা, স্বদেশে সরবরাহের জন্য]।

প্র১১: একটি অনুষ্ঠান (event) আয়োজিত হলে পরিষেবা সরবরাহের স্থান কী হবে, যেমন আইপিএল ক্রিকেট সিরিজ যা একাধিক রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়?

উ: একটি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, পরিষেবা গ্রহীতা রেজিস্টার্ড হলে, উক্ত ব্যক্তির অবস্থান অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সরবরাহের স্থান বলে গণ্য হবে। গ্রহীতা রেজিস্টার্ড না হলে, অনুষ্ঠানের স্থানই সরবরাহের স্থান হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু কর্মসূচি একাধিক রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ পরিষেবার জন্য থোক টাকা নেওয়া হয়েছে, তাই প্রতিটি রাজ্যে সরবরাহ করা পরিষেবামূল্যের সমানুপাতে ঐ রাজ্যগুলিকে পরিষেবা সরবরাহের স্থান হিসেবে গণ্য করা হবে [আইজিএসটি আইনের ধারা ১২(৭)-এর ব্যাখ্যা।]

প্র১২: ডাকযোগে, বা ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে, বা সাধারণভাবে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে, পণ্য সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: *স্বদেশের মধ্যে সরবরাহের ক্ষেত্রে :* যদি গ্রহীতা রেজিস্টার্ড হন, উক্ত ব্যক্তির অবস্থান সরবরাহের স্থান হবে। যদি গ্রহীতা রেজিস্টার্ড না হন, যেখানে পণ্য পরিবহনের জন্য হস্তান্তর করা হয় সেই স্থান সরবরাহের স্থান হবে [ধারা ১২, আইজিএসটি আইন]।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে : ক্যুরিয়ার পরিষেবা ছাড়া অন্য পরিবহন পরিষেবার জন্য সরবরাহের স্থান হলো পণ্যটির গন্তব্যস্থল। ক্যুরিয়ারের ক্ষেত্রে, যেখানে পণ্যটি ক্যুরিয়ারের হাতে সমর্পণ করা হচ্ছে সেই স্থানই হবে সরবরাহের স্থান। তবে, ক্যুরিয়ার পরিষেবাটি যদি আংশিকভাবেও ভারতে সম্পন্ন করা হয়, তাহলে সরবরাহের স্থান ভারতই হবে [ধারা ১৩(৩), ১৩(৬) এবং ১৩(৯), আইজিএসটি আইন]।

প্র১৩: যদি কোনও ব্যক্তি মুম্বই থেকে দিল্লি ভ্রমণ করেন এবং মুম্বইয়ে ফিরে যান, সরবরাহের স্থান কী হবে ?

উ: যদি গ্রহীতা রেজিস্টার্ড হন, উক্ত ব্যক্তির অবস্থান সরবরাহের স্থান হবে। যদি গ্রহীতা রেজিস্টার্ড না হন, মুম্বই থেকে দিল্লি যাত্রায় সরবরাহের স্থান মুম্বই হবে, যেখান থেকে তিনি যানে ওঠেন। যদিও প্রত্যাবর্তনের সময় দিল্লি সরবরাহের স্থান হবে কারণ প্রত্যাবর্তন পৃথক যাত্রা হিসেবে গণ্য করা হবে [আইজিএসটি আইনের ধারা ১২(৯)-এর ব্যাখ্যা]।

প্র১৪: ধরা যাক, মেসার্স এয়ার ইন্ডিয়া এক ব্যক্তিকে ভারতের যেকোনও জায়গা ভ্রমণের একটি টিকিট/পাস ইস্যু করল। সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: উপরোক্ত ক্ষেত্রে, ইনভয়েস কাটার সময় যানে ওঠার স্থান জানা সম্ভব নয় কারণ ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য যানে ওঠার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই সরবরাহের স্থান যানে ওঠার স্থান হতে পারে না। সেইসব ক্ষেত্রে, অভাবজনিত নিয়ম (default rule) প্রযোজ্য হবে [আইজিএসটি আইনের ধারা ১২(৯)-এর অনুবিধি]।

প্র১৫: মোবাইল সংযোগের ক্ষেত্রে সরবরাহের স্থান কী হবে? তা কি সরবরাহকারীর স্থান হতে পারে?

উ: *স্বদেশের মধ্যে সরবরাহের ক্ষেত্রে :* মোবাইল পরিষেবা সরবরাহকারীর অবস্থান সরবরাহের স্থান হতে পারে না যেহেতু মোবাইল কোম্পানিগুলি একাধিক রাজ্যে পরিষেবা সরবরাহ করে এবং পরিষেবার অনেকটাই আন্তঃরাজ্য। সরবরাহকারীর অবস্থান সরবরাহের স্থান হিসেবে গণ্য করলে ভোগ-ব্যবহারের নীতিকে (consumption principle) লঙ্ঘন করা হবে এবং সব রাজস্ব মাত্র কয়েকটি রাজ্যে চলে যাবে, যেখানে সরবরাহকারীরা অবস্থিত।

মোবাইল সংযোগ পরিষেবায় সরবরাহের স্থান নির্ভর করবে সংযোগটি পোস্ট-পেইড না প্রি-পেইড তার ভিত্তিতে।

পোস্ট-পেইড সংযোগের ক্ষেত্রে সরবরাহের স্থান পরিষেবা গ্রহীতার বিলিং ঠিকানার অবস্থান হবে।

সংযোগের জন্য টাকা পরিশোধ করা বা প্রি-পেইড ভাউচার বিক্রি করার স্থানকে প্রি-পেইড সংযোগের সরবরাহের স্থান হিসেবে গণ্য করা হবে। যদি ইন্টারনেট / ই-পেমেন্টের মাধ্যমে রিচার্জ সম্পন্ন করা হয় তবে রেকর্ডে পরিষেবা গ্রহীতার নথিভুক্ত অবস্থানকে পরিষেবার স্থান হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরবরাহের জন্য : টেলি-যোগাযোগ পরিষেবার গ্রহীতার স্থানই ঐ পরিষেবার সরবরাহের স্থান।

প্র১৬: গোয়ার এক ব্যক্তি দিল্লির এক ব্রোকারের থেকে এনএসই (মুম্বই)-তে শেয়ার ক্রয় করেন। সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: পরিষেবা সরবরাহকারীর নথিতে বর্ণিত পরিষেবা গ্রহীতার যে অবস্থান লেখা আছে, তাই পরিষেবা সরবরাহের স্থান বলে ধরা হবে। অতএব, গোয়া সরবরাহের স্থান হবে।

প্র১৭: মুম্বই থেকে এক ব্যক্তি কুলু-মানালি যান এবং মানালির ICICI ব্যাঙ্ক থেকে কিছু পরিষেবা গ্রহণ করেন। সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: যদি পরিষেবাটি ব্যক্তিটির অ্যাকাউন্ট-জনিত না হয়, সরবরাহের স্থান কুলু হবে, অর্থাৎ পরিষেবা সরবরাহকারীর অবস্থান। আর যদি পরিষেবাটি ঐ ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট-জনিত হয়, সরবরাহের স্থান মুম্বই হবে, যেটা পরিষেবা সরবরাহকারীর নথিতে বর্ণিত ঐ পরিষেবা গ্রহীতার অবস্থান।

প্র১৮: গুরগাঁও-এর এক ব্যক্তি এয়ার ইন্ডিয়া-র উড়ানে মুম্বই থেকে দিল্লি ভ্রমণ করেন। তিনি ভ্রমণ-বীমা করিয়েছিলেন মুম্বইতে। সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: বীমা পরিষেবা সরবরাহকারীর নথিতে বর্ণিত পরিষেবা গ্রহীতার অবস্থানকে পরিষেবার স্থান হিসেবে গ্রহণ করা হবে। সুতরাং গুরগাঁও সরবরাহের স্থান হবে [আইজিএসটি আইনের ধারা ১১(১৩)-র অনুবিধি]।

২৩

জিএসটি পোর্টালে ফ্রন্ট-এন্ড কার্যপদ্ধতি
FRONT-END BUSINESS PROCESS ON GST PORTAL

প্র১: জিএসটিএন কী?

উ: পণ্য ও পরিষেবা ট্যাক্স নেটওয়ার্ক (GSTN) একটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা প্রোমোট করা অ-লাভজনক অসরকারি সংস্থা যেটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে এবং একই সাথে করদাতা ও অন্যান্য সম্পর্কিত ব্যক্তি/সংস্থাকে তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর সুবিধা দেবে। রেজিস্ট্রেশন, রিটার্ন, পেমেন্ট ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্ত সম্মুখভাগের পরিষেবা এ সমস্ত করদাতার কাছে পৌঁছে দেবে। এটা সরকার ও করদাতাদের মধ্যে আদানপ্রদানের মাধ্যম হবে।

প্র২: জিএসটিএন তৈরি করার কী প্রয়োজন ছিল?

উ: জিএসটি ব্যবস্থা প্রকল্পটি একটি অনন্য এবং জটিল তথ্যপ্রযুক্তিগত উদ্যোগ। এটি অনন্য, কেননা এর মাধ্যমে এই প্রথম করদাতার সঙ্গে সরকারের অভিন্ন যোগাযোগ-মাধ্যমের ব্যবস্থা তৈরি করা হবে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির জন্য একটি বিনিময়যোগ্য তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো সৃষ্টি করা হবে। বর্তমানে, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির পরোক্ষ কর প্রশাসন নানাবিধ আইন, বিধি, পদ্ধতি এবং বিন্যাস অনুযায়ী কাজ করে এবং সেই কারণে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো আলাদা ও স্বাধীন। জিএসটি বাস্তবায়নের জন্য এগুলিকে একীভূত করা যথেষ্ট জটিল, কারণ এই কাজের মধ্যে সমস্ত কর-ব্যবস্থাকে একীভূত করে এইসব করের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনগুলির (কেন্দ্র, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) জন্য সমমানের তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে যা করদাতা ও অন্যান্য সম্বন্ধীয়দের কাছে এক অভিন্নরূপে লব্ধ হবে। এ ছাড়াও, জিএসটি একটি গন্তব্যনির্ভর কর হওয়ার দরুন আন্তঃরাজ্য পণ্য ও পরিষেবা

সরবরাহের ব্যবসা (IGST) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এক সুদৃঢ় রাজস্ব সমাধান ব্যবস্থা দাবি করে। এটি তখনই সম্ভব যখন এমন তথ্যপ্রযুক্তিগত কাঠামো এবং পরিষেবার নিশ্চয়তা থাকবে যা সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদের (যার মধ্যে আছে করদাতা, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার, ব্যাঙ্ক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) নিজেদের মধ্যে তথ্যের সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করবে। এই উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্যই জিএসটিএন-এর সৃষ্টি।

প্র৩: জিএসটিএন-এর উৎপত্তির ইতিহাস কী?

উ: একটি বলিষ্ঠ তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ২১শে জুলাই ২০১০-এ অনুষ্ঠিত Empowered Committee of State Finance Ministers-দের ২০১০-এর চতুর্থ মিটিং-এ আলোচনা করা হয়। EC সেই মিটিং-এ Empowered Group on IT Infrastructure for GST (পরে EG বলে উল্লেখিত) সৃষ্টি করার অনুমতি দেয় যার চেয়ারম্যান হবেন ড. নন্দন নিলেকানি, তাঁর সঙ্গে থাকবেন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি (রেভেনিউ), সিবিইসি-র মেম্বর (বি অ্যান্ড সি), সিবিইসি-র ডিজি (সিস্টেম), এফ. এ. মিনিস্ট্রি অব ফিনান্স এবং পাঁচটি রাজ্যের ট্রেড কমিশনার (মহারাষ্ট্র, আসাম, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ ও গুজরাট)। এই গ্রুপের দায়িত্ব ছিল সকলের জন্য কীভাবে এক সর্বজনীন জিএসটি নেটওয়ার্ক প্রস্তুত করা যায় সেই লক্ষ্যে National Information Utility (NIU/SPV) সৃষ্টি করা এবং NIU/SPV-র কাজের আওতা, রূপায়িত করার বিশদ পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণ, প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া।

মার্চ ২০১০-এ অর্থমন্ত্রক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত TAGUP প্রস্তাব দেয় NIU যেন বেসরকারি সংস্থা রূপে গঠিত হয় যার উদ্দেশ্য থাকবে জিএসটি সহ সরকারের অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিকল্পনা জনগণের জন্য রূপায়ণ করা। TAGUP-এর দায়িত্ব ছিল GST, TIN, NPS ইত্যাদি নানা পরিকল্পনার প্রযুক্তি ও ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করা।

২রা অগস্ট ২০১০ থেকে ৮ই অগস্ট ২০১১ পর্যন্ত EG কর্মপদ্ধতি নিয়ে সাতটি মিটিং করে। প্রয়োজনীয় আলোচনার পর জিএসটি System Project নামক একটি Special Purpose Vehicle স্থাপন করার জন্য EG প্রস্তাব দেয়। সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশে দক্ষ ও ভরসাযোগ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য EG একটি বেসরকারি GSTN-SPV-র প্রস্তাব করে যেখানে সরকারের অংশীদারি হবে ৪৯ শতাংশ (কেন্দ্র ২৪·৫ শতাংশ এবং রাজ্যগুলি একত্রে ২৪·৫ শতাংশ)। এই প্রস্তাবনার সময় SPV-র পরিচালন সমিতির স্বাধীনতা, সরকার কর্তৃক কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ, সংগঠনে নমনীয়তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা, প্রয়োজনমতো মানবসম্পদ নিয়োগ করা ও রেখে দেওয়ার মতো বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়েছিল।

জিএসটিএন এর ভূমিকায় সংবেদনশীলতা এবং এর থেকে প্রাপ্তব্য তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে EG সরকার দ্বারা জিএসটিএন-এর উপর কৌশলগত নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিল। EG

তার প্রস্তাবনায় বলেছিল SPV-র উপর সরকারের কৌশলগত নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বোর্ডের গঠনচিত্রে, Special Resolution and Shareholders Agreement-এর পদ্ধতি, সরকারি আধিকারিকদের ডেপুটেশন এবং GSTN-SPV ও সরকারগুলির চুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও অংশীদারি বণ্টন পদ্ধতি একথা নিশ্চিত করছে যে কেন্দ্র এককভাবে এবং রাজ্যগুলি একত্রে— বৃহত্তম অংশীদার— উভয়েরই অংশীদারি ২৪.৫ শতাংশ করে। ফলত মোট সরকারি অংশীদারি যে কোনও বেসরকারি অংশীদারির থেকে অনেক বেশি হবে।

একইসাথে EG প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিল কারণ সব রিটার্নের ১০০ শতাংশ যেন ম্যাচিং করা সম্ভব হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিদের ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান আছে। কিন্তু এই কোম্পানি স্বাধীনভাবে চালাতে গেলে সূক্ষ্ম প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অধিকারী পেশাদারদের প্রয়োজন হবে, ঠিক যেমনভাবে NSDL পেশাদারিত্ব সহকারে ও স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। EG বেসরকারি সংস্থার কথা প্রস্তাব করেছিল কারণ এমন সংস্থার কাজ করার ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা থাকবে।

এই প্রস্তাবগুলি ১৯শে অগস্ট ২০১১-য় অনুষ্ঠিত ঐ বছরের তৃতীয় বৈঠকে ও ১৪ই অক্টোবর ২০১১-য় চতুর্থ বৈঠকে Committe of State Ministerদের সামনে রাখা হয়। ১৪ই অক্টোবর ২০১১-র বৈঠকে Empowered Committee of State Finance Ministers, EG প্রস্তাবিত জিএসটিএন সংক্রান্ত তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো এবং ধারা ২৫ অনুযায়ী অ-লাভজনক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করায় সম্মতি দেয়।

রাজস্ব বিভাগের নোটে জিএসটিএন নামে যে Special Purpose Vehicle-এর কথা বলা হয়েছিল কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সেটির জন্য ১২ই এপ্রিল ২০১২ তারিখে সম্মতি দেয়। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতেও সম্মতি দেয়—

ক) যোগ্য এবং ইচ্ছুক বেসরকারি সংস্থাগুলি চিহ্নিত করে অর্থমন্ত্রক কর্তৃক অনুমতি দেবার পর GSTN-SPV নথিবদ্ধকরণের আগে এতে বিনিয়োগ করা।

খ) SPV-র উপর সরকারের কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার মাধ্যমগুলি হবে— বোর্ডের গঠন, Special Resolution শেয়ারহোল্ডারদের চুক্তি, সরকারি আধিকারিকদের ডেপুটেশনে পাঠানো এবং GSTN-SPV ও সরকারের মধ্যে চুক্তি।

গ) GSTN-SPV-র পরিচালকমণ্ডলীতে ১৪ জন পরিচালক থাকবেন যাঁদের ৩ জন কেন্দ্র থেকে, ৩ জন রাজ্য থেকে, বোর্ডের চেয়ারম্যান কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্মতি অনুসারে নির্বাচিত হবেন, ৩ জন পরিচালক বেসরকারি অংশীদারি থেকে, ৩ জন পরিচালক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে থেকে ও GSTN-SPV-র CEO একটি মুক্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

ঘ) কৌশলগত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সরবরাহের জন্য সরকারি আধিকারিকেরা যাতে ডেপুটেশনের মাধ্যমে GSTN-SPV-তে যোগ দিতে পারেন

সেইজন্য বর্তমান নিয়মগুলি শিথিল করা।

ঙ) GSTN-SPV একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রেভিনিউ মডেল হবে, যেখানে করদাতা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে এবং পরিষেবা ব্যবহারকারী কর-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চার্জ আদায় করা যাবে।

চ) GSTN-SPV জাতীয় স্তরে সংহত রূপে পরোক্ষ কর সংক্রান্ত সমস্ত প্রশাসনিক পরিষেবা দেওয়ার একমাত্র সংস্থা রূপে বিবেচিত হবে। সেজন্য কোনও সংস্থা এই একই ধরনের পরিষেবা দিতে উদ্যোগী হলে তাকে GSTN-SPV-র সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ছ) গঠনের পর তিন বছরের জন্য SPV-র প্রাথমিক খরচ ও পরিচালনার জন্য সরকার এককালীন ৩১৫ কোটি টাকার অনুদান দেবে।

প্র৪: জিএসটিএন-এর ইক্যুইটি কাঠামো আর রেভিনিউ মডেল কী হবে?

উ: ক) *ইক্যুইটি কাঠামো :* ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত মেনে জিএসটিএন-কে ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী একটি অ-লাভজনক অসরকারি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি রূপে নথিবদ্ধ করা হয়েছে যার অংশীদারিত্বের ছবি নীচে দেওয়া হল—

কেন্দ্রীয় সরকার	২৪.৫ শতাংশ
রাজ্য সরকার	২৪.৫ শতাংশ
এইচডিএফসি	১০ শতাংশ
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক	১০ শতাংশ
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক	১০ শতাংশ
NSE Strategic Investment Co	১০ শতাংশ
LIC Housing Finance Ltd.	১১ শতাংশ

বর্তমানে জিএসটিএন-এর যে রূপ তা Empowered Committee of State Finance Ministers এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার ফসল।

খ) *রেভিনিউ মডেল :* ২০১৩ সালে GSTN-SPV-র প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকার ৩১৫ কোটি টাকার একটি অনুদান অনুমোদন করে। এ মধ্যে ৩১/৩/২০১৩ থেকে ৩১/৩/২০১৬-র মধ্যে ১৪৩.৯৬ কোটি টাকা জিএসটিএন-কে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও চালু করতে এই পরিমাণ অর্থের মধ্যে মাত্র ৬২.১১ কোটি টাকা এই সময়কালের মধ্যে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। বাকি টাকা ভারত সরকারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জিএসটি পোর্টালের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আর ২৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পশ্চাৎভাগের ব্যবস্থাতন্ত্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি তথ্যপ্রযুক্তি মঞ্চ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয়

অর্থ জিএসটিএন ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে পায়। জিএসটি পোর্টালের পরিষেবাগুলি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় মাশুল কেন্দ্র ও রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি করদাতা ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের তরফে সমান ভাগে মিটিয়ে দেবেন— Empowered Committee of State Finance Ministers এই স্থির করেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি এই মাশুল সমানভাগে মেটাবে। রাজ্যগুলির মোট মাশুল তাদের রেজিস্টার্ড করদাতার সংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মধ্যে বিভক্ত হবে।

প্র৫: কী কী পরিষেবা জিএসটিএন-এ দেওয়া হবে?

উ: জিএসটিএন সাধারণ জিএসটি পোর্টাল-এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি প্রদান করবে—

ক) রেজিস্ট্রেশন (বর্তমান করদাতাদের মাইগ্রেশন সহ, যে কাজ ৮ই নভেম্বর ২০১৬ থেকে শুরু হয়েছে);

খ) পেমেন্ট গেটওয়ে ও ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন সহ পেমেন্ট ব্যবস্থাপনা;

গ) রিটার্ন ফাইলিং এবং প্রক্রিয়াকরণ;

ঘ) করদাতাদের অ্যাকাউন্ট পরিচালনা, বিজ্ঞপ্তি, তথ্য এবং অবস্থা ট্র্যাকিং বিষয়ক ব্যবস্থাপনা;

ঙ) ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্ট এবং লেজার ব্যবস্থাপনা;

চ) রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে বন্দোবস্ত বা নিষ্পত্তির গণনা (আইজিএসটি বন্দোবস্ত সহ); আইজিএসটি-র জন্য ক্লিয়ারিং হাউস;

ছ) আমদানির উপর জিএসটি-র প্রক্রিয়াকরণ ও সামঞ্জস্য যাচাই; কাস্টমস-এর ইডিই সিস্টেমের সাথে জিএসটি-র সংহতি;

জ) এমআইএস – প্রয়োজন ভিত্তিক তথ্য এবং ব্যবসায়িক তথ্য-উপাদান প্রদান করা; এবং

ঝ) সাধারণ জিএসটি পোর্টাল এবং কর প্রশাসন সিস্টেমের মধ্যে ইন্টারফেসের রক্ষণাবেক্ষণ;

ঞ) সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ প্রদান;

ট) কর কর্তৃপক্ষকে বিশ্লেষণাত্মক এবং ব্যবসায়িক তথ্য-উপাদান প্রদান করা; এবং

ঠ) গবেষণা চালানো এবং সর্বোত্তম কার্যাভ্যাসের অনুশীলন।

প্র৬: জিএসটিএন এবং রাজ্য/সিবিইসি-র মধ্যে ইন্টারফেস রূপে কী ব্যবস্থা থাকবে?

উ: জিএসটি ব্যবস্থায় যেমন কর দাতার রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন, ইনভয়েস আপলোডিং রিটার্ন ফাইল করা, কর দেওয়ার মত মূল পরিষেবা দেওয়া হবে তেমনই রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকারি কর আধিকারিকেরা যেসব বিধিবদ্ধ কার্য নির্বাহ করবেন (যেমন রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন, রিটার্নের

অ্যাসেসমেন্ট, তদন্ত এবং অডিট ইত্যাদি পরিচালনা করা) সেই সমস্ত বিধিবদ্ধ পরিষেবাও দেওয়া হবে।

সেই কারণে জিএসটি ফ্রন্টএন্ড (জিএসটি পোর্টাল পরিষেবা)-এর ব্যবস্থা রেখে এবং ব্যাক এন্ড মডিউল-এর ব্যবস্থা করবে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার। অবশ্য ২৭টি রাজ্য (মডেল-২ রাজ্য বলে চিহ্নিত) জিএসটিএন-কে নিজেদের ব্যাক এন্ড মডিউল তৈরি করার জন্য অনুরোধ করেছে। CBEC এবং বাকি ৯টি রাজ্য (মডেল-১) নিজেরাই নিজেদের ব্যাকএন্ড মডিউল প্রস্তুত করবে বলে স্থির করেছে। মডেল-১ রাজ্য/CBEC করদাতাদের দেওয়া সমস্ত তথ্য (রেজিস্ট্রেশন, রিটার্ন, কর দেওয়া ইত্যাদি) নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান করবে ও যখন প্রয়োজন মনে হবে বিশ্লেষণ করবে।

প্র৭: রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে জিএসটিএন-এর ভূমিকা কী হবে?

উ: রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে জিএসটিএন পোর্টালে অনলাইন আবেদন করতে হবে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন প্যান, ব্যবসার সংবিধান (Constitution), আধার, CIN/DIN ইত্যাদি (যেমন প্রযোজ্য) সঠিক কিনা তা জিএসটি পোর্টাল-এ যথাযথ সংস্থা যেমন CBDT, UID, MCA ইত্যাদি অনলাইন যাচাই করবে, ফলে নথিপত্র জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সীমিত করা সম্ভব হবে। আবেদনের তথ্য ও তার সমর্থনকারী নথি স্ক্যান করে জিএসটিএন সব রাজ্য/কেন্দ্রকে পাঠাবে এবং এরপর কোনরকম জিজ্ঞাসা থাকলে বা রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন করা অথবা বাতিল করা হলে তা ডিজিটাল স্বাক্ষর সহ জিএসটিএন-এ পাঠাবে যা করদাতা পরে ডাউনলোড করে নেবেন।

প্র৮ : জিএসটিএন-এ ইনফোসিস-এর ভূমিকা কী?

উ: জিএসটিএন ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট এবং জিএসটি ব্যবস্থা চালু করার জন্য একমাত্র Managed Service Provider (MSP) রূপে ইনফোসিস-কে নিযুক্ত করেছে। ইনফোসিস-এর দায়িত্বের মধ্যে সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যার, টুল, পরিকাঠামো এবং পুরো ব্যবস্থাটি চালু থাকা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। এই দায়িত্ব জিএসটি চালু হওয়ার দিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

প্র৯ : জিএসটি কমন পোর্টালের মূল বৈশিষ্ট্য কী কী?

উ: ইন্টারনেটের মাধ্যমে জিএসটি পোর্টাল (www.gst.gov.in)-এ ঢোকা যাবে (সুবিধা পাবেন করদাতা, তাঁদের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট/ট্যাক্স অ্যাডভোকেট প্রমুখ) এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে কর আধিকারিকরা এই সুবিধা পাবেন। এই পোর্টালটি জিএসটি সংক্রান্ত সকল পরিষেবার কমন পোর্টাল

হবে। জিএসটি সংক্রান্ত পরিষেবাগুলি নিম্নরূপ :

ক) করদাতার রেজিস্ট্রেশন [নতুন, জমা (surrender), বাতিল, পরিবর্তন ইত্যাদি];

খ) ইনভয়েস আপলোড, ক্রেতার পারচেজ রেজিস্টারের অটো ড্রাফটিং, নির্দিষ্ট দিনে প্রতি ধরনের রিটার্ন (GSTR [1, 2, 3, 5, 9] ইত্যাদি) ফাইল করা;

গ) চালান তৈরি করে কর দেওয়া;

ঘ) আইটিসি এবং ক্যাশ লেজার এবং দায় (liability) রেজিস্টার;

ঙ) করদাতা, কর আধিকারিক এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর জন্য MIS রিপোর্টিং;

চ) করদাতাদের জন্য BI/ বিশ্লেষক (analytics)।

প্র১০: জিএসটি ইকো-সিস্টেম (বাস্তু ব্যবস্থা) ধারণাটি কি?

উ: সকলের জন্য প্রস্তুত জিএসটি ব্যবস্থা সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বাণিজ্যিক কর বিভাগ, কেন্দ্রীয় কর কর্তৃপক্ষ, করদাতা, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সংযোগ প্রদান করবে। এই ইকো-সিস্টেমে সমস্ত সম্বন্ধীয় ব্যক্তিরা থাকবেন— করদাতা থেকে শুরু করে কর বিশেষজ্ঞ, কর আধিকারিক, জিএসটি পোর্টাল, ব্যাঙ্ক এবং হিসাব রাখার কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত।

প্র১১: জিএসপি (GST Subidha Provider) কী?

উ: জিএসটি ব্যবস্থায় করদাতাকে এমন এক জিএসটি পোর্টাল দেওয়া হবে যেখানে তিনি জিএসটি ব্যবস্থায় ঢুকে বিধিবদ্ধ সমস্ত কাজ করতে পারবেন। কিন্তু করদাতাদের মধ্যে বৈচিত্র্য প্রচুর (SME, বৃহৎ উদ্যোগ, ক্ষুদ্র (micro) উদ্যোগ ইত্যাদি) এবং তাই তাঁদের ভিন্ন ধরনের সুবিধার প্রয়োজন হতে পারে— যেমন তাঁদের কেনা/বেচার খাতার তথ্যকে জিএসটি প্রবর্তিত আঙ্গিকে পরিবর্তন করা, তাঁদের অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজ/EPR-কে জিএসটি ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা, মিলে যাওয়া/না মেলা আইটিসি দাবি, প্রদেয় কর, ফাইলিং-এর অবস্থা ইত্যাদি দেখার জন্য নানা ধরনের ড্যাশবোর্ড। যেহেতু ইনভয়েস স্তরে ফাইল করা জরুরি, তাই বৃহৎ উদ্যোগদের এমন এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার দরকার হতে পারে যা জিএসটি ব্যবস্থার সঙ্গে আদানপ্রদানে সক্ষম। কারণ বিপুল সংখ্যক ইনভয়েস কোনও ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আপলোড করা কার্যত অসম্ভব। সুতরাং এমন এক ইকো-সিস্টেম প্রয়োজন যা এই সব করদাতাদের জিএসটি-র নিয়মকানুন মেনে চলতে সাহায্য করতে পারে।

যেহেতু করদাতাদের সুবিধা প্রদানেই জিএসটি ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভরশীল, এই ইকো-সিস্টেমে করদাতাদের তৃতীয় ব্যক্তির কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করার সুবিধা দেওয়া হবে যা তাঁদের ডেস্কটপ/মোবাইলে পাওয়া যাবে। এর ফলে তাঁদের জিএসটি নিয়ম অনুসারে কাজ করতে সুবিধা হবে।

উপরে উল্লেখিত প্রতিটি কারণের জন্য এমন কোনও তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা প্রদানকারীর ইকো-সিস্টেম থাকার দরকার যাঁর জিএসটি ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সামর্থ্য আছে এবং একইসঙ্গে এই ধরনের কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার ক্ষমতা আছে। এমন পরিষেবা প্রদানকারীদের শ্রেণীসূচক একটি নাম দেওয়া হয়েছে— জিএসটি সুবিধা প্রদানকারী (GST Subidha Providers) বা জিএসপি।

প্র১২ : জিএসটি সুবিধা প্রদানকারীদের (জিএসপি-দের) ভূমিকা কী হবে?

উ: জিএসপি কিছু বৈশিষ্ট্য সম্বলিত অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আছে— রিটার্ন দাখিল করা, অটো পপুলেটেড তথ্যের সঙ্গে পারচেজ রেজিস্টারের তথ্য মিলিয়ে দেখা যাতে তা গ্রহণ/বর্জন বা সংশোধন করা যায়, জিএসটি আইন পালনকার্যের দ্রুত দেখভাল করার জন্য করদাতাদের ব্যবহারযোগ্য ড্যাশবোর্ড তৈরি করা ইত্যাদি। জিএসটি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের জন্য একই কোম্পানির বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন ভূমিকা অনুযায়ী পৃথক পৃথক দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে, যেমন ইনভয়েস আপলোড করা, রিটার্ন দাখিল করা ইত্যাদি (মাঝারি ও বৃহৎ উদ্যোগগুলির এই সুবিধা প্রয়োজন হবে)। এছাড়াও তৈরি হবে কর পেশাদারদের জন্য অ্যাপ্লিকেশন যাতে তাঁরা তাঁদের গ্রাহকদের জিএসটি পালনকার্য দেখাশোনা করতে পারেন; বর্তমান অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজ/ইআরপি প্রভৃতির জিএসটি ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্তি সাধনের ব্যবস্থা ইত্যাদিও করা হবে।

প্র১৩: জিএসপি-দের সাহায্য নিলে করদাতাদের কী সুবিধা হবে?

উ: প্রথমেই বলা প্রয়োজন জিএসটি-র অধীনে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজই করদাতা নিজে জিএসটি পোর্টালে করতে পারবেন। জিএসপি একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা যা এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজের কয়েকটি করতে পারবে এবং এদের পরিষেবা নেওয়ার বিষয়টি ঐচ্ছিক। কিছু নির্দিষ্ট সমাধান যা করদাতাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেনে জিএসপি দিতে পারে, সেগুলি এইরকম :

ক) বর্তমানে কোনও করদাতার ইনভয়েস যদি csv, pdf, excel এবং word ফর্ম্যাটে থাকে তা জিএসটি অনুসারে পরিবর্তন করা।

খ) জিএসটি পোর্টালের অটো পপুলেটেড ডাটার সঙ্গে পারচেজ রেজিস্টারের তথ্য মেলানো যখন পারচেজ রেজিস্টারের তথ্য csv, pdf, excel, word ফর্ম্যাটে রাখা আর জিএসটি ফর্ম্যাটে আপলোড করা তথ্য json/csv-তে রাখা হয়েছে।

গ) যেসব সংস্থার বহু শাখা আছে তাঁদের প্রতি শাখার ইনভয়েস আপলোড করার ব্যবস্থা প্রয়োজন কারণ জিএসটি ব্যবস্থায় মাত্র একটি ইউজার আইডি/পাসওয়ার্ড দিয়ে জিএসটি পোর্টালে ঢোকা যায়। এমন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজন যা ভূমিকা অনুসারে বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন কাজের জন্য জিএসটি পোর্টালে ঢোকার ব্যবস্থা করবে।

ঘ) বিভিন্ন রাজ্যে রেজিস্টার্ড কোম্পানির সমস্ত শাখাগুলির তথ্য একইসঙ্গে পর্দায় দেখার প্রয়োজন হতে পারে।

ঙ) জিএসটি পেশাদারদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন দরকার যার সাহায্যে তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন করদাতা গ্রাহকদের জিএসটি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাজকর্ম একটি ড্যাশবোর্ড থেকেই করতে পারেন।

কয়েকটি মাত্র উদাহরণ উপরে দেওয়া হলো। ভিন্ন ধরনের করদাতাদের জন্য আরো অন্য ধরনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এই সমস্ত প্রয়োজন জিএসপি দ্বারা মেটানো যাবে।

প্র১৪: জিএসটিএন দ্বারা প্রস্তুত ও পরিচালিত জিএসটি কমন পোর্টালে করদাতারা কী কী করবেন?

উ: জিএসটি ব্যবস্থায় যা যা প্রয়োজন তার সবকটিই করদাতারা একটি মাত্র জায়গায় পাবেন; এই চিন্তার ফসল জিএসটি কমন পোর্টাল। জিএসটিএন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত/পরিচালিত জিএসটি পোর্টালে করদাতারা কী কী কাজ করতে পারবেন তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো—

- রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন বা এর পরিবর্তন, রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা এবং প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট;
- কর দেওয়া, সুদ, দণ্ড, জরিমানা ইত্যাদি দেওয়া [চালান যেমনভাবে প্রস্তুত করা হবে সেই অনুসারে; প্রদেয় অর্থ ব্যাঙ্কের পোর্টালে বা ব্যাঙ্কের অঙ্গনে (premises) জমা করতে হবে];
- করদাতার শ্রেণী পরিবর্তন করা। স্বাভাবিক (normal) থেকে যৌগিক (compounding) বা উল্টোটা;
- ইনভয়েসের তথ্য আপলোড করা এবং বিভিন্ন বাধ্যতামূলক রিটার্ন/বার্ষিক বিবরণ ফাইল করা।
- রিফান্ডের জন্য আপিল ফাইল করা;
- রিটার্ন/ট্যাক্স লেজার/ক্যাশ লেজার-এর পরিস্থিতি দেখা।

প্র১৫: জিএসটিএন দ্বারা প্রস্তুত জিএসটি ব্যবস্থায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর আধিকারিকদের ভূমিকা কী হবে?

উ: নিম্নলিখিত বিধিবদ্ধ কাজগুলি করার জন্য আধিকারিকরা জিএসটি পোর্টাল-এর তথ্য/করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত আবেদন ব্যবহার করবেন—

- করদাতাদের নথিকরণ/রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন/খারিজ করা;
- কর প্রশাসন [অ্যাসেসমেন্ট/অডিট/রিফান্ড/অ্যাপিল/তদন্ত (investigation)] ইত্যাদি;
- ব্যবসা বিশ্লেষক (Analytics), এমআইএস এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ কার্যাদি।

প্র১৬: জিএসটি কি জিএসটিএন ব্যবস্থায় প্রতিটি ইনভয়েস লাইনের জন্য অনন্য পরিচিতি (unique identification) সৃষ্টি করবে?

উ: না, জিএসটিএন কোনও নতুন পরিচিতি (identification) তৈরি করবে না। সরবরাহকারীর জিএসটিএন, ইনভয়েস নম্বর এবং আর্থিক বর্ষ প্রতিটি ইনভয়েসকে অনন্য (unique) করে তুলবে।

প্র১৭: ইনভয়েসের তথ্য কি দিনভিত্তিক আপলোড করা যাবে?

উ: হ্যাঁ। ইনভয়েস তথ্য আপলোড করার জন্য জিএসটি পোর্টাল সর্বদাই করদাতাদের জন্য সক্রিয় থাকবে। সরবরাহকারী করদাতা আগে থেকে ইনভয়েস আপলোড করলে গ্রাহক করদাতা ইনভয়েসের তথ্য মেলানোর সুবিধা তাড়াতাড়ি পাবেন এবং এর ফলে সরবরাহকারী করদাতা শেষ মুহূর্তে রিটার্ন আপলোড করতে যে ভিড় হয় তা থেকে রক্ষা পাবেন।

প্র১৮: জিএসটি পোর্টালে ইনভয়েস আপলোড করার জন্য জিএসটিএন কি কোনও টুল (tool) দেবে?

উ: হ্যাঁ/জিএসটিএন স্প্রেডশিট-এর মতো টুল (যেমন মাইক্রোসফ্‌ট এক্সেল) করদাতাদের বিনামূল্যে দেবে, যা তাঁদের ইনভয়েসের তথ্য একত্র করতে সক্ষম করবে এবং সেই অনুযায়ী ফাইল তৈরি করতে দেবে যা জিএসটি পোর্টালে আপলোড করা যাবে।

এটি একটি অফলাইন টুল হবে যা ইনভয়েস তথ্য দিতে বা একত্র করতে পারবে এবং এর জন্য অনলাইন হতে হবে না। এরপর এটি জিএসটি পোর্টালে আপলোডের জন্য উপযুক্ত ফর্ম্যাটে ফাইল তৈরি করবে।

প্র১৯: লেজার বা অন্যান্য হিসাব দেখার জন্য জিএসটিএন কি কোনো মোবাইল অ্যাপ দেবে?

উ: জিএসটিএন পোর্টাল এমনভাবে পরিকল্পনা করা হচ্ছে যে এটি যেন যে কোনও স্মার্টফোন-এ দেখা যায়। সুতরাং উপযুক্ত (compatible) ব্রাউজার ব্যবহার করে কোনও মোবাইল ফোনে ক্যাশ লেজার, দেয় (liability) লেজার, আইটিসি লেজার ইত্যাদি দেখা যাবে।

প্র২০: জিএসটি কি জিএসটি প্র্যাকটিশনারদের আলাদা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেবে যা দিয়ে তাঁরা তাঁদের গ্রাহকদের (করদাতাদের) কাজ করতে পারবেন কিন্তু এ জন্য তাঁদের গ্রাহকদের ইউজার আইডি বা পাসওয়ার্ড প্রয়োজন হবে না?

উ: হ্যাঁ, জিএসটি প্র্যাকটিশনাররা যাতে তাঁদের গ্রাহকদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ছাড়াই তাঁদের হয়ে কাজ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করার জন্য জিএসটি এঁদের আলাদা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেবে। এর ফলে জিএসটি আইন অনুযায়ী তাঁরা করদাতাদের হয়ে সব কাজ করতে পারবেন।

প্র২১: উপরে বর্ণিত ব্যবস্থায় নির্বাচিত কোনও জিএসটি প্র্যাকটিশনারকে কি কোনও করদাতা সরিয়ে দিতে পারেন?

উ: হ্যাঁ, করদাতা অন্য কোনও জিএসটি প্র্যাকটিশনারকে বেছে নিতে পারেন এবং এ জন্য তাঁকে শুধুমাত্র জিএসটি পোর্টালে আগেরজনকে আন-সিলেক্ট করে নতুন একজন জিএসটি প্র্যাকটিশনারকে বেছে নিতে হবে।

প্র২২: বর্তমানের সেন্ট্রাল এক্সাইজ বা সার্ভিস ট্যাক্স বা রাজ্য ভ্যাট-এর করদাতাদের কি জিএসটি-র জন্য নতুন করে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে?

উ: না, যেসব কর জিএসটি-র মধ্যে অঙ্গীভূত হতে চলেছে সেইসব করদাতাদের এবং যাঁদের প্যান ইতিমধ্যে সিবিডিটি তথ্যসম্ভারের মাধ্যমে বৈধ বলে গণ্য তাঁদের নতুন করে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হবে না। জিএসটি পোর্টাল এঁদের অস্থায়ী জিএসটিএন প্রদান করবে যা ছয় মাসের জন্য বৈধ থাকবে। এমন করদাতাদের জিএসটি পোর্টালে গিয়ে জিএসটি এনরোলমেন্ট ফর্মে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ভরে দিতে হবে। এই সব তথ্য প্রদানের পর সেই করদাতা স্থানান্তরিত (migrated) বলে গণ্য হবেন। নির্দিষ্ট দিনে করদাতাকে সক্রিয় (active) বলে গণ্য করা হবে এবং তিনি এখন জিএসটি ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় কাজকর্ম— যেমন কর দেওয়া, রিটার্ন ফাইল করা ইত্যাদি জিএসটি পোর্টালে করতে পারবেন।

জিএসটিএন এমন সব করদাতাদের অস্থায়ী (provisional) আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছে এবং এই তথ্য কর আধিকারিকদেরও দেওয়া হয়েছে যাতে তা করদাতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। ২০১৬ সালের ৮ই নভেম্বর বর্তমান করদাতাদের জিএসটি-র জন্য নথিবদ্ধ করা শুরু হয়েছে; ২০১৭-র মার্চের শেষে এঁদের মধ্যে এক বিশাল সংখ্যক করদাতার অস্থায়ী আইডি সক্রিয় হয়ে গেছে এবং বহুজনের স্থানান্তর (migration) প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আরো বিশদের জন্য https://www.gst.gov.in/help ওয়েবসাইটটি দেখুন।

প্র২৩: করদাতাদের সুবিধার জন্য জিএসটি পোর্টালে কাজের নানা ধরনের জন্য জিএসটিএন কী কী উপকরণ দেবে?

উ: জিএসটিএন কমপিউটার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ উপকরণ (Computer Based Trainings Material/ CBT's) তৈরি করছে যার মধ্যে প্রতিটি প্রক্রিয়া যা জিএসটি পোর্টালে করতে হবে তার ভিডিয়ো থাকবে। এগুলি জিএসটি পোর্টালে এবং সমস্ত কর-কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। CBT's ছাড়াও করদাতাদের শেখার জন্য বিভিন্ন ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা, FAQ ইত্যাদি জিএসটি পোর্টালে দেওয়া হবে। এ ছাড়াও, করদাতাদের মেল মারফত তাঁদের টিকিট বুক করার জন্য একটি হেল্পডেস্ক (helpdesk@gst.gov.in) ও ফোন নম্বর (0124-4688999) নির্দিষ্ট করা হয়েছে। CBT, FAQ এবং নথিকরণ পদ্ধতির নির্দেশিকা https://www.gst.gov.in/help এই ওয়েবসাইটটিতে পাওয়া যাবে।

প্র২৪: জিএসটি কমন পোর্টালে করদাতার রিটার্ন ও রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি কি গোপনীয় থাকবে?

উ: হ্যাঁ, জিএসটি কমন পোর্টালে করদাতাদের দেওয়া সমস্ত ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক তথ্য গোপনীয় রাখার জন্য জিএসটিএন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। ভূমিকা ভিত্তিক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Role Based Access Control বা RBAC) এবং করদাতাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদানপ্রদান এবং সংরক্ষণের সময় তার সাঙ্কেতিক রূপান্তরের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা হবে। শুধুমাত্র অনুমোদিত কর-কর্তৃপক্ষই এইসব তথ্য দেখতে ও পড়তে পারবেন।

প্র২৫: জিএসটি সিস্টেমের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জিএসটিএন-এ কী কী সুরক্ষা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

উ: তথ্য ও পরিষেবার সুরক্ষার জন্য জিএসটি সিস্টেম্স প্রকল্প সর্বোচ্চ মানের সুরক্ষা কাঠামো ব্যবহার করেছে। উচ্চমানের ফায়ারওয়াল, অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণ, স্থির এবং সচল তথ্যের সাংকেতিকরণ, সম্পূর্ণ অডিট পদচিহ্ন, সুসংহত হ্যাশিং অ্যালগরিদম প্রয়োগের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত রদবদল থেকে সুরক্ষা, ওএস এবং হোস্ট হার্ডেনিং প্রভৃতি ছাড়াও জিএসটিএন একটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সুরক্ষা কার্যের কম্যান্ড ও কন্ট্রোল কেন্দ্র তৈরি করছে যা প্রকৃত সময়ে সমস্ত ক্ষতিকর আক্রমণকে সক্রিয়ভাবে রুখবে ও সামাল দেবে। জিএসটি সিস্টেমে ব্যবহৃত সোর্সকোড ও লাইব্রেরিগুলির অবিরত স্ক্যানিং-এর মাধ্যমে সুরক্ষিত কোডিং পদ্ধতি সুনিশ্চিত করে জিএসটিএন সাধারণভাবে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হুমকিগুলি থেকে সুরক্ষা দেবে।

২৪

অন্তর্বর্তীকালীন বিধিব্যবস্থা

TRANSITIONAL PROVISIONS

প্র১: জিএসটি চালু হওয়ার আগে প্রচলিত আইনের শেষ রিটার্নে থাকা সেনভ্যাট ক্রেডিট (বা ভ্যাট ক্রেডিট) কি আইটিসি হিসেবে জিএসটি-তে প্রাপ্য হবে?

উ: কম্পোজিশন স্কিমে কর দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেক রেজিস্টার্ড ব্যক্তি কিছু শর্তসাপেক্ষে জিএসটি চালু হওয়ার দিনের আগে তাঁর রিটার্নে থাকা সেনভ্যাট (অথবা ভ্যাট) ক্রেডিটের অঙ্ক ইলেকট্রনিক ক্যাশ লেজারে ক্রেডিট নিতে পারবেন [সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ১৪০(১)]।

প্র২: এই শর্তগুলি কী?

উ: শর্তগুলি নিচে দেওয়া হলো—

ক) উপরোক্ত অঙ্কের ক্রেডিট এই আইনে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হিসেবে অনুমোদিত;

খ) রেজিস্টার্ড ব্যক্তিটি জিএসটি চালু হবার ঠিক ছয় মাস আগে পর্যন্ত প্রচলিত আইনের (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় উৎপাদ শুল্ক ও ভ্যাট) সমস্ত প্রয়োজনীয় রিটার্ন দাখিল করেছেন;

গ) উপরোক্ত অঙ্কের ক্রেডিট কোনও নোটিফিকেশন নং ব্যবহার করে বিক্রি করা কোনও পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় যার দ্বারা প্রদত্ত ভ্যাটে রিফান্ড চাওয়া হয়েছে।

সিজিএসটি আইনের ক্ষেত্রে আরেকটি অতিরিক্ত শর্ত থাকছে—

কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর আইন ১৯৫৬-এর ধারা ৩, ধারা ৫-এর উপধারা (৩), ধারা ৬, ধারা ৬এ অথবা ধারা ৮-এর উপধারা (৮)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত যে পরিমাণ ক্রেডিটের দাবি কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর (রেজিস্ট্রেশন ও টার্নওভার) বিধি, ১৯৫৭-এর বিধি ১২-তে নির্দেশিত পদ্ধতি ও সময়কাল মেনে করা হয়নি তা ইলেকট্রনিক ক্রেডিট লেজারে ক্রেডিট করা হবে না।

তবে, কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর (রেজিস্ট্রেশন ও টার্নওভার) বিধি, ১৯৫৭-এর বিধি ১২-তে নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী এরকম কোনও দাবির যদি যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে ঐ ক্রেডিটের সমতুল্য অর্থের রিফান্ড প্রচলিত আইনেই দিয়ে দেওয়া হবে।

প্র৩: ধরা যাক, একজন রেজিস্টার্ড ব্যক্তি ২০১৭-১৮-এর জুন ত্রৈমাসিকে প্রচলিত আইনে (কেন্দ্রীয় উৎপাদ শুল্ক) কিছু ক্যাপিটাল পণ্য কিনলেন। এর ইনভয়েস যদিও ৩০শে জুনের মধ্যেই পৌঁছে গেল, ক্যাপিটাল পণ্য কিন্তু এসে পৌঁছল ৫ই জুলাই, ২০১৭ (অর্থাৎ জিএসটি আমলে)। এই ব্যক্তি জিএসটি আমলে তাঁর সেনভ্যাটের পুরো ক্রেডিট পাবেন?

উ: হ্যাঁ, যদি সেই ক্রেডিট প্রচলিত আইনে সেনভ্যাট ক্রেডিট হিসেবে গ্রাহ্য হয় এবং সিজিএসটি-তেও ক্রেডিট হিসেবে গ্রাহ্য হয় তাহলে তিনি ক্রেডিট পাবার অধিকারী— [ধারা ১৪০(২) সিজিএসটি আইন]।

প্র৪: প্রচলিত আইনে (কেন্দ্রীয় উৎপাদ শুল্ক) 'ক' এবং 'খ'-এর উপর ক্যাপিটাল পণ্য হিসেবে ভ্যাট ক্রেডিট গ্রাহ্য ছিল না। জিএসটি-তে কিন্তু এর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি কি এখন এর ক্রেডিট দাবি করতে পারবেন?

উ: একমাত্র যখন প্রচলিত আইন ও জিএসটি আইন উভয়েই এই সব পণ্যের উপর আইটিসি গ্রাহ্য তখনই ক্রেডিট প্রাপ্য হবে। যেহেতু এইসব পণ্যের উপর প্রচলিত আইনে ক্রেডিট লভ্য নয় তাই ঐ ব্যক্তি জিএসটি-তে তার দাবি করতে পারবেন না [এসজিএসটি আইনের ধারা ১৪০(২)-এর অনুবিধি]।

প্র৫: ধরা যাক, ঐ রেজিস্টার্ড ব্যক্তি ভুলক্রমে ঐ ক্রেডিট (প্রশ্ন ৪ দ্রষ্টব্য) প্রচলিত আইনে ভোগ করে ফেলেছেন, তাহলে তার পুনরুদ্ধার কি প্রচলিত আইনে হবে, না জিএসটি আইনে হবে?

উ: প্রচলিত আইনে পুনরুদ্ধার না হয়ে থাকা ভুলবশত নেওয়া আইটিসি জিএসটির বকেয়া হিসেবেই পুনরুদ্ধার করা হবে।

প্র৬: প্রচলিত আইনে (কেন্দ্রীয় উৎপাদ শুল্ক/ভ্যাট) রেজিস্টার্ড হতে বাধ্য নন এমন দুই ব্যক্তির উদাহরণ দিন যাঁরা জিএসটি-তে রেজিস্টার্ড হতে বাধ্য।

উ: ধরা যাক, একজন উৎপাদনকারীর বার্ষিক টার্নওভার ষাট লক্ষ টাকা এবং ইনি এসএসআই কর-ছাড় উপভোগ করছেন। এঁকে কিন্তু জিএসটি-তে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে কেননা এঁর টার্নওভার কুড়ি লক্ষ টকার প্রারম্ভিক সীমা পেরিয়ে গিয়েছে [ধারা ২২]।

ভ্যাট আইনের প্রারম্ভিক সীমার নিচে যে ব্যবসায়ীর টার্নওভার তিনি হয়তো ই-কমার্স অপারেটরের মাধ্যমে বিক্রিবাটা করছেন। এঁকে জিএসটি-তে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে, এঁদের জন্য কোনও প্রারম্ভিক কর ছাড় নেই [ধারা ২৪]।

প্র৭: জিএসটি শুরু হওয়ার দিনে কোনও পরিষেবা সরবরাহকারীর স্টকে থাকা ইনপুট পণ্যের ভ্যাট-এর আইটিসি কি গ্রাহ্য হবে?

উ: হ্যাঁ, তিনি স্টকে থাকা ইনপুটের উপর আইটিসি ক্রেডিট পাবেন [ধারা ১৪০(৩)]।

প্র৮: জিএসটি চালু হওয়ার ঠিক আগের কর-পর্যায়ে একজন রেজিস্টার্ড ব্যক্তির ভ্যাট রিটার্নে দশ হাজার টাকা অতিরিক্ত আইটিসি জমা আছে। জিএসটি-তে তিনি কম্পোজিশন স্কিমে এলেন। এই অতিরিক্ত আইটিসি তিনি জিএসটি-তে নিয়ে আসতে পারবেন কি?

উ: না, কম্পোজিশন স্কিম বেছে নিলে সেই রেজিস্টার্ড ব্যক্তি তাঁর অতিরিক্ত ভ্যাটের আইটিসি জিএসটি-তে নিয়ে আসতে পারবেন না [ধারা ১৪০(১)]।

প্র৯: কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর (CST)-এর অধীনে বিক্রির ছয় মাসের মধ্যে পণ্য ফেরত দিলে তা টার্নওভার থেকে বাদ যায়। কিন্তু জিএসটি আমলে কোনও ক্রেতা বিক্রির ছয় মাসের মধ্যে পণ্য ফেরত পাঠালে তা কি জিএসটি-তে করযোগ্য হবে?

উ: যদি কোনও পণ্যের বিক্রির সময় তার উপরে প্রচলিত আইনে (এক্ষেত্রে সিএসটি) কর দেওয়া হয়ে থাকে, যদি বিক্রির সময়টি জিএসটি চালু হওয়ার দিন থেকে ছয় মাসেরও পুরনো না হয়ে থাকে, আর সেই পণ্য যদি জিএসটি আমলে ক্রেতা ফেরত পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে ঐ সেল্‌স রিটার্ন জিএসটি-তে ঐ ক্রেতার সরবরাহ বলে ধরা হবে, এবং তার উপর করও মেটাতে হবে, যদি—

ক) ঐ পণ্য জিএসটি আইনে করযোগ্য হয়; এবং

খ) ঐ ক্রেতা যদি জিএসটি আইনে রেজিস্টার্ড হয়ে থাকেন।

তবে, উপরোক্ত ক্রেতা যদি জিএসটি-তে রেজিস্টার্ড ব্যক্তি না হন আর যদি পণ্যটি সনাক্তকরণযোগ্য অবস্থায় জিএসটি চালু হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ফেরত এসে থাকে (বা সর্বাধিক আরো দু'মাসের বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে), তাহলে প্রচলিত আইনেই বিক্রেতা এই করের (এক্ষেত্রে সিএসটি) রিফান্ড পাবেন [ধারা ১৪২(১)]।

প্র১০: ধরা যাক, একজন উৎপাদনকারী প্রচলিত আইন অনুযায়ী ইনপুট বা অর্ধসমাপ্ত পণ্য জব ওয়ার্কের জন্য পাঠালেন এবং জব ওয়ার্কের পর জিএসটি আমলে ফেরত পেলেন। এ ক্ষেত্রে সেই উৎপাদনকারী বা জব ওয়ার্কার কি কর দিতে বাধ্য থাকবেন?

উ: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদনকারী বা জব ওয়ার্কার কেউই কর দেবেন না—

ক) জিএসটি চালু হওয়ার আগেই ইনপুট/অর্ধসমাপ্ত পণ্য প্রচলিত আইনের নির্দেশ মেনেই জব ওয়ার্কারের কাছে পাঠানো হয়েছিল;

খ) জিএসটি চালু হওয়ার দিনের ছয় মাসের মধ্যে (অথবা সর্বাধিক আরো দু'মাসের বর্ধিত সময়কালের মধ্যে) জব ওয়ার্কার সেগুলি ফেরত পাঠিয়েছেন।

গ) জিএসটি চালু হওয়ার দিন উৎপাদনকারী ও জব ওয়ার্কার উভয়েই নির্দিষ্ট ফর্মে তাঁদের স্টকে থাকা ইনপুটের তথ্যাদি ঘোষণা করেছেন।

এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি হলো ১৪১(১) ১৪১(২) ও ১৪১(৪)।

তবে ইনপুট, অর্ধসমাপ্ত পণ্য যদি ছয় মাসের মধ্যে (বা সর্বাধিক আরো দুই মাসের বর্ধিত সময়কালের মধ্যে) ফেরত না আসে, তাহলে গৃহীত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ফেরতযোগ্য হয়ে যাবে।

প্র১১: জব ওয়ার্কার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য ফেরত না দিলে কী হবে?

উ: জিএসটি চালু হবার ছয় মাসের মধ্যে (অথবা আরো দুই মাসের বর্ধিত সময়কালের মধ্যে) ঐ পণ্য উৎপাদনকারীর ব্যবসাস্থলে ফেরত না পাঠালে জব ওয়ার্কারকে কর মেটাতে হবে [ধারা ১৪১(১), ১৪১(২)]।

প্র১২: কোনও উৎপাদক কি অন্য কোনও করদায়ী ব্যক্তির এলাকায়/চত্বরে পরীক্ষা করানোর জন্য কোনও সমাপ্ত পণ্য পাঠাতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। একজন উৎপাদনকারী পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর সমাপ্ত পণ্য অন্য রেজিস্টার্ড ব্যক্তির এলাকায়/চত্বরে পাঠাতে পারেন— এই দ্বিতীয় ব্যক্তির এলাকা যদি ভারতে হয় তাহলে কর মিটিয়ে দিয়ে, যদি তা রফতানির জন্য হয় তাহলে কর ছাড়াই— সময়সীমা ছয় মাস (অথবা সর্বাধিক আরো দুই মাসের বর্ধিত সময়কাল) [ধারা ১৪১(৩)]।

প্র১৩: কোনও বিশেষ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যে যদি সমাপ্ত পণ্য প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কারখানার বাইরে স্থানান্তরিত করা হয়ে থাকে আর তা জিএসটি চালু হওয়ার দিন বা তার পরে ফেরত আসে তাহলে কি জিএসটি প্রদেয় হবে?

উ: জিএসটি চালু হওয়ার আগে যদি কোনও সমাপ্ত পণ্য কোনও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার জন্য কারখানার বাইরে পাঠানো হয়ে থাকে এবং তা যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অন্যান্য প্রক্রিয়ার পর জিএসটি চালু হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে (অথবা সর্বাধিক আরো দুই মাসের বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে) কারখানায় ফেরত আসে, তাহলে জিএসটি-তে কোনও কর লাগবে না।

প্র১৪: পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অন্যান্য প্রক্রিয়ার প্রয়োজনে প্রচলিত আইনে জব ওয়ার্কারের কাছে প্রেরিত উৎপাদিত পণ্যের উপর কোন ক্ষেত্রে জিএসটি প্রদেয় হবে?

উ: জিএসটি চালু হওয়ার আগেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অন্যান্য কোনও প্রক্রিয়ার প্রয়োজনে (যাকে উৎপাদন প্রক্রিয়া বলা যাবে না) যে উৎপাদিত পণ্যকে জব ওয়ার্কারের কাছে পাঠানো হয়েছে তা যদি জিএসটি চালু হওয়ার দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে (অথবা সর্বাধিক আরো দুই মাসের বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে) ফেরত না আসে তাহলে জিএসটি-তে কর প্রদেয় হবে। উপরন্তু, উৎপাদনকারী এই সূত্রে যে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিয়েছেন তা ফেরতযোগ্য হবে [ধারা ১৪১(৩)]।

প্র১৫: ধারা ১৪১-এ বর্ণিত দুই মাসের সময়কালের পরিবর্ধন কি স্বয়ংক্রিয়?

উ: না, স্বয়ংক্রিয় নয়। যথোপযুক্ত কারণ দেখালে কমিশনার এই পরিবর্ধন করতে পারেন।

প্র১৬: পরিবর্তিত মূল্যের জন্য ডেবিট/ক্রেডিট নোট তৈরির সময়সীমা কী?

উ: মূল্য পরিবর্তনের তিরিশ দিনের মধ্যে করযোগ্য ব্যক্তি ডেবিট/ক্রেডিট নোট বা সম্পূরক ইনভয়েস দিতে পারবেন।

দাম কমে গেলে সেই করযোগ্য ব্যক্তি তাঁর করদায় তখনই কমাতে পারেন যদি দেখা যায় যে গ্রহীতাও তাঁর আইটিসি সেই অনুযায়ী কমিয়েছেন [ধারা ১৪২(২)]।

প্র১৭: প্রচলিত আইনে কর বা সুদের রিফান্ড পাওনা থাকলে তার কী হবে?

উ: পেন্ডিং রিফান্ড-এর দাবি প্রচলিত আইনের বিধি মেনেই নিষ্পত্তি করা হবে [ধারা ১৪২(৩)]।

প্র১৮: প্রচলিত আইন অনুযায়ী সেনভ্যাট/ভ্যাটের আইটিসি-র দাবি সংক্রান্ত কোনও আপিল বা পরিমার্জনের (revision) আবেদন পেন্ডিং থাকলে তার কী গতি হবে? ধরা যাক, সেটা বহির্মুখী সরবরাহের করদায় সংক্রান্ত।

উ: জিএসটি চালু হওয়ার দিন, বা তার আগে, বা তার পরে উত্থাপিত সেনভ্যাট/ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট বা কোনও আউটপুট ট্যাক্সের দায়ের দাবি সংক্রান্ত প্রতিটি আপিল, রিভিশন, রিভিউ অথবা রেফারেন্সের প্রক্রিয়া প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে। যে কোনও সেনভ্যাট/ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট বা আউটপুট ট্যাক্স সংক্রান্ত গ্রাহ্য রিফান্ড প্রচলিত আইন মোতাবেক রিফান্ড করতে হবে। তবে, যা কিছু পুনরুদ্ধারযোগ্য বলে সাব্যস্ত হবে তা জিএসটি আইনের বকেয়া কর হিসেবেই পুনরুদ্ধার করতে হবে [ধারা ১৪২(৬)/১৪২(৭)]।

প্র১৯: যদি আপিল বা পুনর্বিবেচনার আদেশ করদাতার পক্ষে যায় তবে জিএসটি আইন অনুযায়ী তা কি ফেরত দেওয়া হবে? যদি তা করদাতার বিপক্ষে যায় তাহলে কী হবে?

উ: কেবলমাত্র প্রচলিত আইন অনুযায়ী রিফান্ড দেওয়া হবে। আর কর যদি পুনরুদ্ধারের (recovery) যোগ্য হয়, এবং তা যদি ইতিমধ্যেই প্রচলিত আইন মোতাবেক পুনরুদ্ধার না করা হয়ে থাকে, তবে তা জিএসটি-র অন্তর্গত বকেয়া কর হিসেবে পুনরুদ্ধার করা হবে [ধারা ১৪২(৬) ও ১৪২(৭)]।

প্র২০: প্রচলিত আইন অনুযায়ী জমা হওয়া রিটার্ন-এর সংশোধনের ফলে উদ্ভূত রিফান্ড জিএসটি-তে কীভাবে সম্ভব হবে?

উ: যদি প্রচলিত আইনে জমা হওয়া কোনও রিটার্নের সংশোধনের কারণে কোনও অর্থ জিএসটি চালু হওয়ার দিনের পরে ফেরতযোগ্য হয়, তাহলে তা প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী নগদে রিফান্ড করে দেওয়া হবে [ধারা ১৪২(৯)(বি)]।

প্র২১: কোনও পণ্য বা পরিষেবা যদি প্রচলিত আইন অনুযায়ী সম্পাদিত কোনও চুক্তি অনুযায়ী জিএসটি-র সময় সরবরাহ করা হয় তাহলে কোন কর প্রদেয় হবে?

উ: এ ক্ষেত্রে জিএসটি প্রদেয় হবে [ধারা ১৪২(১০), সিজিএসটি আইন]।

প্র২২: বর্তমান আইনে কোনও একটি বিশেষ পণ্য পরিষেবার সরবরাহের উপর কর ধার্য হয়েছে। এই সরবরাহটি যদি প্রকৃতপক্ষে জিএসটি আমলে এসে সংঘটিত হয় তাহলে কি আবার জিএসটি দিতে হবে?

উ: প্রচলিত আইনে পণ্য/পরিষেবার যে অংশের উপর কর ধার্য হয়ে গিয়েছে তার উপর আর জিএসটি দিতে হবে না [ধারা ১৪২(১১)]।

প্র২৩: ধরা যাক, জিএসটি চালু হওয়ার পরে শুরু হওয়া কোনও কর নির্ধারণ বা ন্যায়নির্ণয় প্রক্রিয়ার (assessment or adjudication proceedings) ফলে কোনও কর, সুদ, জরিমানা বা দণ্ড ফেরত দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হলো। এই অর্থ কি জিএসটি আইনে ফেরতযোগ্য হবে?

উ: না। প্রচলিত আইন অনুসারে এই অর্থ নগদে মিটিয়ে দেওয়া হবে [ধারা ১৪২(৮) (বি), সিজিএসটি আইন]।

প্র২৪: ধরা যাক, ইনপুট পরিষেবা বণ্টনকারী (আইএসডি) প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোনও পরিষেবা গ্রহণ করলেন, তাহলে সেই আইটিসি কি জিএসটি আমলে বণ্টন করা যাবে?

উ: হ্যাঁ। এই বিষয়ক ইনভয়েসগুলি জিএসটি চালু হবার দিনের আগে বা পরে যখনই হাতে এসে থাকুক না কেন, জিএসটি আমলে তার আইটিসি বণ্টন করা যাবে [ধারা ১৪০(৭), সিজিএসটি আইন]।

প্র২৫: ধরা যাক, জিএসটি চালু হওয়ার আগেই এমন একটি পণ্য বিক্রি হচ্ছে যার ক্ষেত্রে রাজ্য ভ্যাট আইনে উৎসে কর কেটে রাখা বিধেয়। এই সংক্রান্ত ইনভয়েসও জিএসটি চালু হওয়ার আগেই কাটা হয়ে গেছে। এর পেমেন্ট যদি জিএসটি আমলে দেওয়া হয় তাহলে জিএসটি আইনে কি উৎসে কর কাটতে হবে?

উ: না। এ ক্ষেত্রে জিএসটি আইনে উৎসে কর কাটতে হবে না।

প্র২৬: যদি কোনও পণ্য অনুমোদন সাপেক্ষে (approval basis) জিএসটি শুরুর দিনের আগের অনধিক ছয় মাসের মধ্যে পাঠানো হয়ে থাকে কিন্তু তা পুনরায় বিক্রেতার কাছে জিএসটি শুরু হওয়ার দিনের পর ছয় মাস পেরিয়ে গিয়ে ফেরত আসে তবে কি জিএসটি অনুযায়ী কর দিতে হবে?

উ: হ্যাঁ, যদি সেই পণ্য জিএসটি-তে করযোগ্য হয়ে থাকে এবং যে ব্যক্তি তা অনুমোদন করলেন না বা বাতিল করলেন তিনি যদি জিএসটি শুরুর দিনের ছয় মাস (অথবা সর্বাধিক আরো দুই মাসের বর্ধিত সময়) পেরিয়ে পণ্যটি ফেরত পাঠান তাহলে কর দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অনুমোদন সাপেক্ষে পণ্য পাঠিয়েছিলেন তাঁর উপরেও কর-এর দায়ভাগ আসবে [ধারা ১৪২(১২)]।